

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স

প্রকাশ ভাদ্র ১৩৫৯

দাম : পাঁচ টাকা

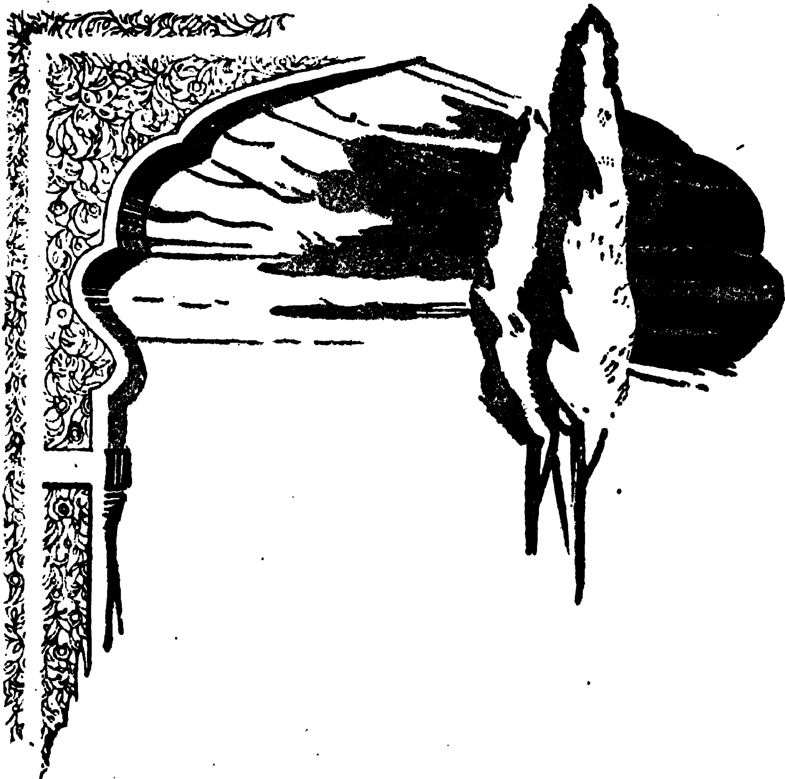
প্রকাশক শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য
গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩/১ ১ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬

মুদ্রক শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস্ লিমিটেড
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩





নরেন্দ্র সেন





"ইরাণের আশ্‌মানে দোস্ত্‌ দিন দুনিয়ার তুমিই চাঁদ ;
গজলের গান শুনে যার দিল্‌ দরিয়ার টুট্‌লো বাঁধ !
শিরাজের গুল্‌বাগিচায় ফুল-পরীদের ছুটলো ঘুম্‌,
বিলালো বুল্‌বুলিরা লাল অধরে মধুর চুম্‌ !"





"শুনছো সাকি, সুন্দরী লো, দাও না সুরার পাত্র ভরি
দাও না আমার হৃৎ-পিয়ালায় প্রেমের সরাব পূর্ণ করি।"

প্রস্তাবনা

আজ থেকে ছ'শো বছর আগে চ'লে যেতে হবে।

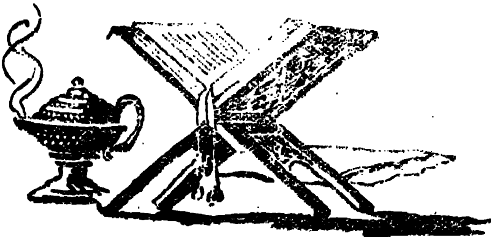
চতুর্দশ শতাব্দী শুরু হয়েছে সবে। পারস্যের শোভন শহর শিরাজ। এইখানে জন্মেছিলেন পৃথিবীর আর একজন শ্রেষ্ঠ কবি। খাজা শামসুদ্দীন মুহম্মদ হাফিজ।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলে। উচ্চ শিক্ষিত। ব্যবহারশাস্ত্রে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। কাব্য-লক্ষ্মীর ললিত সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে এই ভাবাকুল মানুষটি বাণীর আরাধনায় জীবন উৎসর্গ ক'রেছিলেন। বৈষয়িক উন্নতি, সম্মান, পদমর্যাদা, এর কোনটাই তাঁকে আকৃষ্ট করতে পারে নি।

যৌবনে বন্ধুবর্গের সংসর্গে আমোদ-প্রমোদে গা ভাসিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করেছিলেন। কিন্তু, পরবর্তী জীবনে তাঁর অতি অদ্ভুত পরিবর্তন আসে। সমস্ত বিলাস-বৈভব নিঃশেষে ত্যাগ ক'রে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য বরণ করেছিলেন। সন্ন্যাসীর সংযত জীবন অবলম্বনে তিনি সম্পূর্ণরূপে ধর্মসাধনায় রত হয়েছিলেন।

"আকাশ করেছে যাযাবর মোরে ;
নানাদিকে দেখি টানে হাত ধ'রে
অহরহ আমাদের!
ঘর বাঁধা কেন হ'ল না যে তাই,
তোমার সে কথা অবিদিত নাই
ওগো প্রিয় আমাদের।"

আপন প্রতিভা সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সচেতন ছিলেন এবং সেই গর্বে কোনও দিনই রাজদরবারে অনুগ্রহপ্রার্থী হন নি। উদারচেতা কবি সমাজের বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখতে পারেন নি। তাঁর স্বল্প পরিচিত বন্ধু যারা, তাঁরা মনে করতেন ধর্মমত সম্পর্কে কবি একটু শিথিলমনা। কিন্তু, যারা তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশবার সুযোগ পেয়েছিলেন তাঁদের মতে কবি ছিলেন একজন ধর্মোন্মাদ, ভাবপ্রবণ, ভগবৎভক্ত মানুষ। ধর্মোন্মাদ যে সত্যই ছিলেন তিনি সে-পরিচয় তাঁর রচনার মধ্যেই পাওয়া যায় :



"সারানিশি সখি, নয়ন আমার
বিরহে তোমার নিদ্রাহারা,
চেয়ে আছি তাই আকাশের পানে
তোমারে হেরিতে পাগলপারা!
শুনিয়াছি তুমি প্রসন্ন হ'লে
দেখা দাও এসে ভক্তে নাকি ?
ঘুমঘোরে ফুটে আঁখিপুটে তাই
স্বপন-মদির তোমার আঁখি!"

॥ ছয় ॥

এই ধর্মোন্মাদ মানুষটির ধর্ম সম্বন্ধে কিন্তু কোনও গোঁড়ামি ছিল না। তিনি যে-নীতি ও যে-পদ্ধতি মেনে চলতেন, পৃথিবীর সকল দেশের সকল যুগের মানুষের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে ছিল তাঁর অখণ্ড যোগ। তিনি বিশ্বাস করতেন—

"সকল কথাই তাঁহার জানা,
পথঘাটেরও নাই তো মানা!"

প্রধানতঃ তিনি ছিলেন সুফী সম্প্রদায়েরই সাধক। এই সুফীদের সঙ্গে ভারতের বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কতকটা সাদৃশ্য আছে। এঁরা ভগবানের ভক্ত-প্রেমিক, ধর্মের নিগূঢ় রহস্য-জ্ঞাতা মরমী সাধক সম্প্রদায়— কখনও ভগবানের সঙ্গে এঁদের সখ্য ভাব, কখনও তিনি প্রেমাস্পদ, আবার কখনও বা প্রণয়িনী! দাস ও প্রভু ভাবে ভক্তির সঙ্গে সেবার সম্মেলনও কখনও কখনও দেখা যায়। যেমন এক জায়গায় বলেছেন:

"তুমি যে রাজার রাজা, তুমি প্রিয়তম
রহ মোর প্রেমলোকে ধ্রুবতারা সম!"

আবার অন্যত্র বলেছেন:

"ঘোমটা খোলো, ঘোমটা খোলো
আমার দিকে মুখটি তোলো
আর কতকাল চলবে বলো,
লুকিয়ে তোমার থাকা?"

আর এক স্থানে:

"আসিয়াছি দুয়ারে তোমার
সেবকের ল'য়ে অধিকার
হে প্রভু, করুণা তব যাচি
চরণের দাস হয়ে আছি
—মুখপানে ফিরে তুমি চাও!"

প্রাত্যহিক জীবনে কোরানের গভীর অর্থ সম্যক্ উপলব্ধি না-ক'রে কেবলমাত্র অনুশাসন মেনে চলাটাকে তিনি ধর্ম ব'লে মনে করতেন না। এক জায়গায় বলেছেন:

"হাফিজ! চালাও সুরা। ভণ্ডামি ছেড়ে দাও!
পানশালে সুখে রবে মন,
কিন্তু, দোহাই তব, মূঢ় নির্বোধ সম
কোরানেরে কোরো না গ্রহণ!"

মশজেদ, মন্দির, গির্জা এর সবগুলোই তাঁর প্রেমের ঐক্য-দৃষ্টিতে সমান হয়ে গিয়েছিল।

পারস্যের পণ্ডিত দৌলংশা তাঁর সম্বন্ধে বলেছেন— তিনি ছিলেন জ্ঞানীর রাজা। সকল বিদ্যার সারাংশ সর্বদা ছিল তাঁর মুখে। তিনি ছিলেন সে-যুগের এক পরম বিস্ময়! তাঁর সাধনা ছিল রহস্য-গূঢ়; সেই অজানাকে জানবার—সেই অনাদিকালের না-দেখা— সেই চির যুগের অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করবার একটা তীব্র ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা তাঁকে পাগল ক'রে তুলেছিল।

হাফিজের রচনার মধ্যে দুর্বোধ্য কিছু নেই। সরল তাঁর উপদেশ-বাক্য, কিন্তু তার অন্তর্নিহিত সত্যের সন্ধান ও তত্ত্বজ্ঞান অনুরাগের সঙ্গে বিচারের চেষ্টা করলে মনে হবে এর মধ্যে যে গভীর অর্থ আছে তার বুঝি অন্ত মেলে না!

॥ সাত ॥

কেবলমাত্র 'কবি' বললে হাফিজের প্রকৃত পরিচয় দেওয়া হয় না। তিনি ছিলেন উচ্চপ্রশংসিত কবিগণের মধ্যেও উচ্চস্তরের শিল্পী—তিনি ছিলেন সাধক! তিনি ছিলেন অদ্বিতীয় পণ্ডিত। কোরান সম্বন্ধে তাঁর ন্যায় অভিজ্ঞ সে-সময় আর কেউ ছিলেন না।

"তোমার মুখের অনিন্দ্য শোভা
কোরানের বাণী এনেছে বয়ে।
তব লাবণ্য জগতে ধন্য
এই কথা শুধু যেতেছে ক'য়ে॥"

ধর্মের বহির্মুখী ও অন্তর্মুখী সর্ববিধ তত্ত্ব এবং দর্শন শাস্ত্রে জ্ঞানের গভীরতার পরিমাপ হয় না তাঁর। ধর্মের প্রতি প্রবল পিপাসার জন্যই তিনি পার্থিব সুখ-সৌভাগ্যের আকর্ষণের কাছে আত্মসমর্পণ করেন নি। তিনি সবাইকেই ডেকে বলেছেন—

"বলেন ডেকে, শোন রে সাকী,
সংসারে তোর আর কি বাকি?
বাঁধন ছিঁড়ে আয় না ছেড়ে বাসা।
কাজ কিরে তোর আস্‌বাবে সই,
সম্পদে সুখ হয় না তো কই?
চল রে যেথা প্রেমের আছে আশা।"

কোনও প্রকারে সামান্য ভাবে নিজের জীবন ধারণের জন্য যেটুকু প্রয়োজন তিনি অনায়াসে তা অর্জন করতেন। দরবেশ ও সরিফদের প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রীতি। নবাব, নাজিম, উজীর, নাজীর, সবার সঙ্গেই তিনি সমান ভাবে মেলামেশা করতেন। তাঁর কাছে ছোট বড়র কোনও প্রভেদ ছিল না। নিজে অসামান্য জ্ঞানী ও প্রতিভাধর হ'য়েও তিনি ছোটদের সঙ্গে অবাধে মিশতেন। সুযোগ্য তরুণ সঙ্গীদের তিনি কখনো অবহেলা করতেন না। সকল রকম মানুষের সঙ্গলাভেই এই মহাপুরুষ আনন্দ লাভ করতেন এবং সকল শ্রেণীর মানুষেরাও তাঁর সঙ্গলাভে প্রীত ও পরিতৃপ্ত হ'ত। শোনা যায় প্রতি রাত্রে তিনি একটি ক'রে নূতন গজল রচনা ক'রে গাইতেন।

"তব সহবাসে হয়তো রূপসী
একটি রজনী যাপিয়া পাবো
চির জীবনের বিরহ-যাতনা!
নিশি নিশি তারই বেদনা গা'বো।"

গজল ছাড়া অন্য কোনও ছন্দবন্ধে কবিতা রচনায় তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। প্রথম জীবনে কিছু 'রোবাই' রচনা করেছিলেন বটে, কিন্তু কবিখ্যাতি এনে দিয়েছিল হাফিজকে তাঁর এই অনবদ্য গজলই।

ফার্দৌসীর কাব্যে ভাষার ঐশ্বর্য এবং সাদীর কাব্যের নৈতিক সম্পদ পারস্য-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গৌরব সন্দেহ নেই, কিন্তু, দিওয়ান-ই-হাফিজ এ-সবের অনেক উচ্চে। কারণ, এর মধ্যে যে মহান অধ্যাত্ম জ্ঞান ও প্রেমের নিগূঢ় রসবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তা এক অতীন্দ্রিয় তত্ত্বোপলব্ধির বিষয়। অথচ, আশ্চর্য এই যে, এর মধ্যে আমরা পারস্যের অধিবাসীদের ব্যক্তিগত জীবনের ছবি, তার অতীত ও বর্তমানের চিত্রও দেখতে পাই। দেখতে পাই তাদের মনের গতি, তাদের চিন্তার ধারা সেদিন কোন্ পথে চলেছিল। তাদের তৎকালীন কর্মপ্রেরণারও কতকটা পরিচয় পাই।

॥ আট ॥

হাফিজের রচনার মধ্যে তাঁর নিজের একটা বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে দেখা যায়। তিনি ছিলেন প্রকৃতির প্রেমিক, সৌন্দর্যের পূজারী।

"ফিরে পায় ফুলবন পুনঃ তার যৌবন
পুষ্পকানন ওঠে হেসে!
গোলাপের খুশী ফের বুল্‌বুল্‌ কণ্ঠের
সংগীত সুরে আসে ভেসে।
নব তৃণে প্রান্তর সাজে পুনঃ সুন্দর—
মলয় সেথায় যদি যাও,
দেবদারু-গৌরবে, গোলাপের সৌরভে
হৃদয়ের মিনতি শোনাও।"

কাব্যকলার সূক্ষ্ম নৈপুণ্যকে কোথাও নগ্নভাবে প্রকাশ না ক'রে কলা-সম্মত উপায়ে আবৃত রাখাই ছিল হাফিজের রচনার বিশেষ শৈলী। এইখানেই তাঁর কলা-কৌশল-প্রয়োগের সব চেয়ে বড় দক্ষতা প্রকাশ পেয়েছে। অবগুণ্ঠনের অন্তরাল থেকে যেন কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন তাঁর কাব্য-সুন্দরী। তাঁর কাব্যের যেগুলি ত্রুটি তার মধ্যেও কবির নিজের বিশেষত্ব আছে, কারণ সে-ত্রুটি আর কারুর রচনায় পাওয়া যায় না। 'তোমারই তুলনা তুমি এ মহীমণ্ডলে!' অধিকাংশ ক্ষেত্রে রূপকের সাহায্যেই কবি তাঁর বক্তব্যকে পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন!

উন্মাদ ও প্রতিভাবানদের মধ্যে প্রভেদ অতি সূক্ষ্ম, তাই প্রতিভাবানেরা অনেকেই 'পাগল' ব'লে অভিহিত হ'ন। হাফিজের মধ্যে এই প্রতিভা এত বেশি মাত্রায় ছিল যে বহু লোকে তাঁকে পাগল ব'লেই মনে করতো।

"অতৃপ্ত এ চিত্ত যে গো মত্ত উচাটন,
প্রাণপ্রিয়া হের তৃষাতুরা;
নাও বন্ধু পান ক'রো সুরা।"

এই ধর্মোন্মাদ সর্বত্যাগী সাধুর কবিতা ভাবের দিক দিয়ে যতটা ঐশ্বর্যশালী, ততটা কল্পনার দিক থেকেও শক্তিশালী। কবিতাগুলি প্রশান্ত গম্ভীর অথচ উদ্দাম ও চটুল! অকপট ভক্তি ও নিবিড় অনুরাগে প্রত্যেকটি বন্দনা-গীত সুরঞ্জিত, তাই অননুকরণীয়। কবি বলেছেন—

"যদি জীবনের সব কিছু যায়
তবু ডুবে র'বে তব ভাবনায়
মন প্রাণ আমাদের।"

পারস্যের তদানীন্তন নৈতিক অধঃপতনের কথা কবি তাঁর রচনার মধ্যে উল্লেখ করেছেন। মানুষের বৃথা গর্ব ও অহংকারের কথাও বলতে ভোলেন নি। পাপের প্রবল আকর্ষণের কথা, স্রষ্টার অপার মহিমার কথা, যৌবনের উচ্ছ্বসিত আনন্দের কথা, ঐহিক সুখ-সম্ভোগের জন্য মানুষের দুর্নিবার লালসার পাশে বিশ্বের সেবা ও কল্যাণসাধনের কথা ও পরমত সহিষ্ণুতা এবং বিবেকের স্বাধীনতার কথাও তিনি বলেছেন। বিবেকের স্বাধীনতা কেবলমাত্র তাঁদেরই থাকা সম্ভব যাঁদের চিত্ত সকল প্রকার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। হাফিজ ছিলেন সেই মুক্ত-পুরুষ, ভগবৎ প্রেমে একনিষ্ঠ অনুরাগই ছিল তাঁর জীবনের চরম আনন্দ। ছন্দে সুরে ও

ব্যঞ্জনার অভিনবত্বে পারস্য-সাহিত্যে হাফিজের আর জুড়ি মেলে না। কবির ভাবের উন্মাদনা এবং রচনার সুমধুর লালিত্য ধার্মিক ও অধার্মিক উভয়কেই মুগ্ধ করে। তরুণেরা হাফিজের রচনা প'ড়ে মনে করেন জীবনটাকে লঘু চপল আনন্দের মধ্যে স্ফূর্তি ক'রে কাটিয়ে দিতেই তিনি বলেছেন। আর, সাধুরা মনে করেন, তাঁর মতো একজন ভগবদ্ভক্ত প্রেমিকের মুখ দিয়ে এই যে অনুপম স্তবগান উৎসারিত হয়েছে, এ কেবল পরম করুণাময় ঈশ্বরের অপার দয়াতেই। তাঁরা অনেকেই উপাসনার সময় কবির এই অধ্যাত্ম রহস্যমূলক বন্দনা-গীতি ভক্তিভরে আবৃত্তি করেন।

শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান উচ্চশ্রেণীর পাঠকেরা হাফিজের 'দিওয়ান' প'ড়ে অপরিমেয় আনন্দ পা'ন। রচনার অনুপম লালিত্য ও সৌন্দর্য তাঁদের মুগ্ধ ক'রে দেয়। তাঁরা পারস্য-কবির এই গীতাগুলি থেকে কর্মে প্রেরণা পা'ন এবং জীবন-উপভোগে উৎসাহ বোধ করেন। গজলগুলির অনাড়ম্বর সৌন্দর্য আর সহজ সরল অর্থ সকলেরই হৃদয় আকৃষ্ট করে। কারণ, এ কবিতা "প্রিয়রে দেবতা করে দেবতারে প্রিয়।" কবির অন্তরের একান্ত স্বপ্ন ও কল্পনার এমন স্বাভাবিক সুন্দর রূপায়ন, এমন অকৃত্রিম ও অনায়াস প্রয়াসে ভক্তের ভাব-প্রকাশ দেখে আশ্চর্য লাগে। মনে হয় যে এমন সুন্দর ক'রে বলবার, এমন ব্যঞ্জনার মোহন শক্তি বোধ করি দৈবানুগ্রহ ভিন্ন সম্ভব নয়। তাই হাফিজকে তাঁরা একজন ঈশ্বর-জানিত পুরুষ বা সিদ্ধ সাধক ব'লেই মনে করেন। রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধেও আমরা অনেককে ঠিক এই কথাই বলতে শুনেছি।

চার্লস স্টুয়ার্ট লিখেছেন শিরাজের অধিবাসীরা তাঁকে মহাপুরুষ জেনে ভক্তি করতো। হাফিজের রচনাবলীকে তারা পুণ্য-গ্রন্থ কোরানের পরই শ্রদ্ধেয় ও পবিত্র ব'লে মনে করতো। অনেক সময় সংসারের নানা ব্যাপারে সঙ্কট উপস্থিত হ'লে সমস্যা সমাধানের জন্য কেবলমাত্র জনসাধারণই নয়, জ্ঞানী ও সাধু ব্যক্তিরাও হাফিজের গ্রন্থের সাহায্য গ্রহণ করতেন।

সমগ্র পারস্যের মধ্যে সে সময় তিনি ছিলেন সকলের চেয়ে প্রতিভাবান জ্ঞানী ও গুণী, অথচ তিনিই ছিলেন সকলের চেয়ে নিরহঙ্কার ও বিনয়ী মানুষ। তাঁর মধ্যে শ্লাঘ্য যেটুকু ছিল সে হ'ল একটি নির্মল নিষ্পাপ হৃদয়ের পুণ্য-গরিমা যা প্রতিদ্বন্দ্বী কবিদের খ্যাতি ও প্রতিপত্তি প্রসারিত হ'তে দেখে অন্যান্য কবিদের ন্যায় কখনো বিচলিত হ'ত না।

হাফিজের কবিতাগুলির আক্ষরিক অর্থই ধরা হবে? না, সুফীধর্মের অনুভাব অনুসরণে এর ব্যাখ্যা করা হবে? এইটেই ছিল হাফিজের গজলগুলি সম্বন্ধে একটি বড় প্রশ্ন। সার উইলিয়ম জোন্সের মতে কোনও শেষ উত্তর দেওয়া চলে না। কারণ, একাধিক ধর্মপ্রাণ সুফী সাধক বলেন হাফিজের বহু রচনার মধ্যে সুফীধর্মের কোনও রহস্যেরই অস্তিত্ব নেই! সুতরাং সেগুলিকে আক্ষরিক অর্থেই গ্রহণ করতে হবে। চার্লস স্টুয়ার্টের মতে কিন্তু হাফিজের অতি অল্প-সংখ্যক কবিতাই আক্ষরিক অর্থে নেবার সুযোগ পাওয়া যাবে। কারণ, অধিকাংশ গজলই সুফীধর্মের পরমানন্দে অভিষিক্ত রহস্য গূঢ় রচনা!

যদি ঐহিক ঐশ্বর্য ভোগ ও ইন্দ্রিয়-সুখের চরিতার্থতা হাফিজের অভিপ্রেত হ'ত তাহ'লে অনায়াসে তিনি সে-অভিলাষ পূর্ণ করতে পারতেন। কারণ, দেশ বিদেশের নবাব বাদশাহরা, এমন কি ভারতবর্ষেরও মোগল পাঠান সুলতানেরা তাঁকে একাধিকবার আমন্ত্রণ ক'রে বহু লোভনীয় সম্পদ অযাচিত ভাবেই দিতে চেয়েছিলেন তাঁর রচনার সামান্য মর্যাদাস্বরূপ, কিন্তু, হাফিজ তা গ্রহণ করেন নি। তিনি দারিদ্র্যকে নিজের ভূষণ ক'রে নির্জনে ঈশ্বর-চিন্তায় নিমগ্ন থাকাই শ্রেষ্ঠ কাম্য ব'লে মনে করতেন।

চাহ যদি দরশন তার
ভোলো এই মায়ার সংসার
ধ্যানলোকে করো শুধু বাস
প্রেমে ভ'রে রাখো হৃদিপুর!

॥ দশ ॥

'হাফিজ' কবির প্রকৃত নাম নয়। তাঁর নাম খাজা শামসুদ্দীন মুহম্মদ। 'হাফিজ' তাঁর নিজের নেওয়া ছদ্ম নাম—Pen-Name! 'হাফিজ' শব্দের ছুটি অর্থ। একটি হ'ল—'কোরান সম্বন্ধে যিনি বিশেষ অভিজ্ঞ', আর দ্বিতীয় অর্থ হ'ল—'রক্ষণাবেক্ষণকারী'। সুপ্রসিদ্ধ পারস্য কবি, 'জামী' হাফিজ সম্বন্ধে বলেছেন, কোন্ সে শ্রেষ্ঠ সুফী পীরের শিষ্য ছিলেন হাফিজ আমি তা জানি না, সুতরাং জোর ক'রে বলতে পারবো না তিনি কোন্ ধর্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু, তাঁর কবিতাগুলি প'ড়ে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি ছিলেন সুফীদের মধ্যে শীর্ষস্থানীয়। ইনি কবিকে এই ব'লে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন—"চির অপ্রকাশের বাণী-মূর্তি তুমি! তুমি এই নিখিল-রহস্যের রসাভিষিক্ত রসনা!"

হাফিজের এই আশ্চর্য কবিত্বশক্তি লাভ সম্বন্ধে চিত্তাকর্ষক একটি গল্প প্রচলিত আছে। শিরাজ থেকে মাইল চারেক দূরে 'পীর-ই-সাবাজ' বা 'সবুজ পীর' ব'লে একটি জায়গা আছে। এ স্থানটি 'বাবাকুহী' নামে একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এ স্থানের একটা অলৌকিক গুণ এই যে এখানে এসে যে-যুবক পর পর চল্লিশ রাত্রি সমানে বিনিদ্র যাপন করতে পারবে সে অব্যর্থ একজন শ্রেষ্ঠ কবি হ'য়ে উঠবে। কবিযশঃপ্রার্থী হাফিজ এই কঠোর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'বার জন্য ব্রতী হ'লেন। তরুণ কবি কিন্তু এই সময় একটি সুন্দরী যুবতীর রূপে আকৃষ্ট হ'য়ে তার হৃদয় জয় করবারও চেষ্টা করছিলেন। তরুণীর নাম ছিল 'শাখীনাবাৎ'; বাংলায় অনুবাদ করলে হবে 'মধুবল্লরী'! হাফিজ এই দোটানার মধ্যে বীর্যবানের মতো যুদ্ধ করেছিলেন এবং উভয় ক্ষেত্রেই জয়ী হয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন রাত্রি প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গে চ'লে আসতেন তাঁর প্রণয়িনীর কুটীর সম্মুখে। মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত সেই কুটীর-সম্মুখে পদচারণা করতেন। দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকতো বাতায়নের পথে। একবার যদি ক্ষণিকের জন্যও বাঞ্ছিতা প্রেয়সীর সুন্দর মুখখানি চোখে পড়ে। তারপর হাফিজ কোনও সরাইয়ে এসে মধ্যাহ্ন ভোজন শেষ ক'রে বিশ্রাম করতেন এবং রাত্রির আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে বাবাকুহী পর্বতের উপর সবুজ পীরের পীঠস্থানে গিয়ে বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন। যেদিন তাঁর এই দুরূহ ব্রতের ঠিক চল্লিশ রাত্রি পূর্ণ হবে সেদিন প্রভাতে অকস্মাৎ তাঁর এক অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের উদয় হ'ল। তাঁর সেই একান্ত বাঞ্ছিতা প্রিয়তমা সেদিন বাতায়নে এ'স হাসি মুখে হাফিজের দিকে চেয়ে দেখলেন। আঁখিতে তাঁর বিদ্যুৎ কটাক্ষ। হাফিজকে তিনি ভিতরে আসবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। হাফিজ তাঁর কাছে যাবামাত্র সে কি সাদর অভ্যর্থনা! একেবারে উল্লসিত হৃদয়ের আনন্দবিহ্বল আত্ম-নিবেদন। বাঞ্ছিত মিলনের তীব্র সুখাতিশয্যে সারাদিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেল ক্ষণমুহূর্তের মতো কিছুই তা বোঝা গেল না। সূর্য আজ কখন অস্ত গেল, কোন্ স্বপ্নলোকের মায়া-রঙিন পর্দার অন্তরালে, দু'জনের কেউ তা জানতেই পারলে না। রাত্রি নেমে এল। কৃষ্ণপক্ষের গভীর ঘন কালো রাত। রূপসী তরুণী শাখীনাবাৎ হয়তো প্রেমবিহ্বল হাফিজকে সারানিশিই তার গোলাপ ফুলের মতো কোমল বুকের মধ্যে, তার মৃণাল বাহু-বল্লরীর পেলব বন্ধনে বেঁধে রেখে দিত, কিন্তু হঠাৎ হাফিজের স্মরণ হ'ল তাঁর ব্রতের আজ শেষ রাত্রি! চল্লিশ রজনী আজ পূর্ণ হবে। প্রণয়িনীর প্রগাঢ় আশ্লেষ থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে হাফিজ ছুটলেন বাবাকুহী পর্বতের দিকে সেই সবুজ পীরের আস্তানায়। হাফিজ সেখানে পৌঁছে সারারাত্রি জেগে ব'সে রইলেন। ভোরের বাতাসের ছোঁয়া লেগে পুবের আকাশ আরক্ত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিলেন হাফিজের সামনে এসে বৃদ্ধ সবুজ পীর। ইনিই সেই খিজীর, হাফিজ তাঁর কবিতায় বহুবার এঁর নাম উল্লেখ করেছেন। খিজীর তাঁকে সাদর অভিবাদন ও শুভ ইচ্ছা জানিয়ে, তাঁর হাতে দিলেন তুলে কাব্যলোকের এক পাত্র অমৃতবারি।

হাফিজের প্রথম কবিতা সম্বন্ধেও একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। একদিন প্রভাতে হাফিজের খুল্লতাত সুফীধর্মের উপর একটি কবিতা রচনা করছিলেন। হাফিজ এসে সেখানে দাঁড়ালেন। খুড়ো তখন সবে প্রথম লাইনটি লিখে দ্বিতীয়টির কথা ভাবছিলেন। হাফিজ কিন্তু তার মধ্যেই দ্বিতীয় লাইনটি মনে মনে তৈরী ক'রে ফেলেছিলেন। বড্ড ইচ্ছে হচ্ছিল সেটি লিখে দেবার, কিন্তু খুড়োর ভয়ে চুপ করেছিলেন। ইতিমধ্যে কি একটা জরুরী কাজে খুড়োকে

একবার উঠে বাইরে যেতে হ'ল। হাফিজ আর লোভ সম্বরণ করতে পারলেন না। সেই ফাঁকে খুড়োর কবিতার দ্বিতীয় লাইনটি লিখে দিয়ে পালিয়ে গেলেন। খুড়ো ফিরে এসে দেখে অবাক হয়ে গেলেন! এ যে চমৎকার রচনা। বুঝতে পারলেন, এ হাফিজের কাজ! কারণ, একটু আগে সে-ই তো এখানে এসেছিল। তিনি খুশী হ'য়ে হাফিজকে ডেকে পাঠালেন এবং কবিতাটি সম্পূর্ণ লিখে দেবার জন্য অনুরোধ করলেন। হাফিজ যখন সে-লেখা শেষ করলেন, খুড়ো সে লেখা প'ড়ে আনন্দে অধীর হয়ে বললেন, 'তোর লেখার জোরে তুই দুনিয়া জয় করবি শামসুদ্দীন।'

খুড়োর এ ভবিষ্যদ্বাণী হাফিজ তাঁর উত্তর জীবনে বর্ণে বর্ণে সত্যে পরিণত করেছিলেন।

হাফিজ যে বিবাহিত ছিলেন এবং তাঁর সন্তানাদিও ছিল এ-খবর পাই আমরা তাঁর রচনা থেকেই। একটি গজলে দেখা যায় তাঁর স্ত্রী কিছুদিনের জন্য অন্যত্র গিয়েছিলেন ব'লে কবি বিরহ-ব্যথায় আক্ষেপ করছেন। আর একটি গজলে পাওয়া যায় স্ত্রী বিয়োগের শোকে তাঁর অতি মর্মন্তুদ বিলাপ। সন্তানদের মৃত্যুর জন্যও তিনি শোক প্রকাশ করেছেন তাঁর দু'একটি রচনার মধ্যে।

হাফিজের ভারতে আসার গল্পে কবির চরিত্রের সুন্দর একটি ছবি পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের নবাব সুলতান মামুদশাহ বাহমনি নাকি আরব ও পারস্য ভাষায় সবিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁর সাহিত্যানুরাগও ছিল প্রবল। প্রতিভাবান লেখকদের তিনি ছিলেন বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক। আরব ও পারস্যের কোনও কবি তাঁর দরবারে এসে কবিতা প'ড়ে শোনালে তিনি তাঁদের প্রত্যেককে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পুরস্কার দিতেন, এবং, তারা দেশে ফিরে যাবার সময় তাঁদের সঙ্গে প্রচুর ধন রত্নও উপহার দিতেন। হাফিজের ইচ্ছা হয়েছিল এই সমঝদার সুলতানকে নিজের একটি রচনা শুনিয়ে যাবার। কিন্তু তিনি তখন সর্বত্যাগী নিঃস্ব। সুদূর পারস্য থেকে হিন্দুস্থানে আসবার তাঁর সঙ্গতি ছিল না। লোকমুখে এ-খবর কানে এসে পৌঁছতেই সুলতানের সুযোগ্য উজীর তাঁর কাছে পাথেয়স্বরূপ যথেষ্ট অর্থ পাঠিয়ে দিয়ে সসম্মানে আহ্বান করলেন সুলতানের দরবারে পদধূলি দেবার জন্য। হাফিজ সানন্দে সে-নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। পাথেয়স্বরূপ প্রাপ্ত প্রচুর অর্থের কিয়দংশ তিনি তাঁর সমস্ত উত্তমর্ণদের ঋণ পরিশোধে ব্যয় করলেন। কিয়দংশ তিনি ভগ্নীর পুত্র কন্যাদের দান করলেন এবং অবশিষ্ট অংশ নিজের ব্যয় নির্বাহের জন্য সঙ্গে নিয়ে ভারতাভিমুখে যাত্রা করলেন। লাহোরে পৌঁছে তাঁর এক পরিচিত বন্ধুর সঙ্গে দেখা হ'ল। দস্যুরা তাঁর সর্বস্ব অপহরণ করায় তিনি এই বিদেশে অত্যন্ত বিপন্ন হয়ে পড়েছিলেন। হাফিজ একথা শোনবামাত্র তাঁর নিজের সমস্ত অর্থ নিঃশেষে বন্ধুকে দান ক'রে দিলেন। বন্ধু উপকৃত হলেন বটে এবং দেশেও চ'লে গেলেন, কিন্তু, হাফিজ আর লাহোর থেকে দাক্ষিণাত্যে অগ্রসর হ'তে পারলেন না। সৌভাগ্যক্রমে সেই সময় পারস্যের দু'জন ধনী বণিক হিন্দুস্থানে তাঁদের বেচা কেনা শেষ ক'রে দেশে ফিরছিলেন। তাঁরা হাফিজের পরিচয় পেয়ে তাঁকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে রাজী হলেন, শুধু সেই ভুবনবিদিত কবির দুর্লভ সঙ্গলাভের লোভে। তাদের সঙ্গে কবি পারস্য উপসাগরের হুরমুজ বন্দরে উপস্থিত হয়ে শুনলেন দাক্ষিণাত্যের সুলতানের প্রেরিত জাহাজ কবিকে হিন্দুস্থানে নিয়ে যাবার জন্য বহুদিন থেকে অপেক্ষা করছে। অগত্যা হাফিজ তখন সেই জাহাজে আবার দাক্ষিণাত্যে যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। কিন্তু তিনি জাহাজে ওঠবার পর জাহাজ ছাড়বার ঠিক অব্যবহিত পূর্বে ভীষণ ঝড় উঠলো এবং সেই ঝড়ের প্রবল বেগে জাহাজখানি সমুদ্রজলে তোলপাড় হ'তে লাগলো। হাফিজ সেই ব্যাপারে এমন ভড়কে গেলেন যে দাক্ষিণাত্য যাবার ইচ্ছা পরিত্যাগ ক'রে তিনি ঝড় থামবামাত্র জাহাজ থেকে বন্দরে নেমে গেলেন এবং আর জাহাজে ফিরলেন না। তাঁর এক বন্ধুর হাতে দাক্ষিণাত্যের সুলতানের উজীর মীর ফজুল উল্লাকে কবিতায় একখানি পত্র লিখে পাঠালেন—

দুঃখের মাঝে মুহূর্ত বাস—বিশ্ব পেলেও কে বলো চায়?
ধর্মের ছেঁড়া পোষাক কি দামী? বেচে দেয় জেনো, সুরা যে পায়!

॥ বারো ॥

অর্থের লোভে সমুদ্র পাড়ি, ভেবেছে এ লোভী অনেক সোজা,
সাগরের কাছে রত্ন মাণিক তুচ্ছ কতো যে যায়নি বোঝা!
স্বর্ণ মুকুট সম্রাট-শিরে সম্ভ্রম মনে জাগায় ভয়,
মূল্য মানি সে রাজমুকুটের, জীবন তা ব'লে তুচ্ছ নয়!

কবির এই ছন্দোবদ্ধ পত্র পেয়ে উজীর মীর ফজুল্ উল্লা সুলতানকে সকল ঘটনা জানালেন। সুলতান হাফিজের কাণ্ড শুনে খুশী হ'য়ে কবিকে তৎক্ষণাৎ এক সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা পাঠালেন এবং তিনি যে অনুগ্রহ ক'রে সুলতানের নিমন্ত্রণ রাখতে হিন্দুস্থান পর্যন্ত এসে পৌছেছিলেন এজন্য তাঁকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানালেন।

১৩৫৯ খৃঃ অব্দে শা' সুজা পারস্যের সিংহাসনের লোভে পিতাকে অন্ধ ক'রে দিয়ে রাজ্যের শাসন-ভার নিজের হাতে গ্রহণ করেন। ইনি হাফিজের প্রতি অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। কবির জনপ্রিয়তা সম্রাটের চেয়ে বেশি দেখে তাঁর পক্ষে এটা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। হাফিজকে হেয় করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি শিরাজের ধর্মগুরু উলেমার কাছে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করলেন যে কবি সম্প্রতি এমন একটি কবিতা রচনা করেছেন যার মধ্যে পবিত্র ইস্‌লাম ধর্মের প্রতি অবিশ্বাসের ভাব সূচিত হয়েছে।

হাফিজের কাছে কবির ভক্তদের মারফৎ পূর্বাহ্ণেই খবর এল যে তাঁর নামে শিরাজের প্রধান ধর্মগুরুর দরবারে এই অভিযোগ উপস্থিত হয়েছে। হাফিজ পণ্ডিত ছিলেন বটে, কিন্তু, পণ্ডিতদের মতো নির্বোধ ছিলেন না। অত্যন্ত চতুর কবি তৎক্ষণাৎ সেই কবিতাটির মাথার উপর এমন ভাবে আরও দু-লাইন রচনা ক'রে রাখলেন যাতে বোঝাবে যে ওই আপত্তিজনক অংশটুকু কবির বক্তব্য নয়, একজন খৃষ্টান্ অবিশ্বাসীর উক্তি! এইভাবে তিনি সেবার ইরাণ রাজ্যে ধর্মবিরোধীর যে চরম শাস্তি প্রাণদণ্ড তা থেকে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছিলেন। বরং শা' সুজাই শেষে নির্দোষ হাফিজের বিরুদ্ধে শিরাজের ধর্মগুরুর কাছে মিথ্যা অভিযোগ আনার অপরাধে জনসাধারণের কাছে ধিকৃকৃত হলেন। গণসজ্বের দরবারে সেদিন সুল্‌তানেরও রেহাই ছিল না।

১৩৫৯ খৃঃ অব্দেই আবার বাংলার নবাব গিয়াসুদ্দীন পুরবী হাফিজকে বাংলাদেশে পদার্পণ করবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিন্তু, হাফিজ সে-সময় এ নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে অক্ষম ব'লে তাঁকে পত্র লিখেছিলেন। বাংলার নবাব গিয়াসুদ্দীনের এই নিমন্ত্রণের ব্যাপারটা হাফিজ তাঁর একটি গজ্‌লে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত ক'রে গেছেন। তার কিয়দংশ এখানে উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি—

হিন্দুস্থানের তোতা পাখীরা সব
আমার গানের সুধা পান ক'রে
জনে জনে মধুকণ্ঠ হ'য়ে উঠেছে দেখছি!
পারস্যের এই মিঠাই তাই বাংলায় চলেছে আজ।
কাব্যের স্বচ্ছন্দ পথে দেখ— স্থান-কালের ব্যবধান ব'লে কিছু নেই!
এই যে আমার রচনা—যা এক রাত্রের একটি শিশু মাত্র,
চলেছে সে আজ বৎসরের পথ অতিক্রম ক'রে বাংলাদেশে!

অনেকগুলি গজল যা এতদিন অমর কবি হাফিজের রচনা ব'লে চ'লে আসছিল, কিছুদিন আগে য়ুরোপীয় প্রাচ্য বিদ্যার্ণব পণ্ডিতদের গবেষণার ফলে জানা গেছে যে সেগুলি হাফিজের নয়। সে রচনাগুলির লেখক হ'লেন কবি সোলেমান সাভেজী। ইনি হাফিজের সমসাময়িক কবি হ'লেও, জীবিত ছিলেন মাত্র ১৩৭৭ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত।

দিগ্বিজয়ী তৈমুরলঙ্ ও বিশ্বস্তুত কবি হাফিজ, এঁদের পরস্পর দেখা সাক্ষাৎ সম্বন্ধেও একটি মুখরোচক গল্প প্রচলিত আছে। তৈমুর যখন ইরাক-ইরাণ জয় ক'রে এই দুই প্রদেশেরই সম্রাট হয়ে বসলেন, তখন ডেকে

॥ তেরো ॥

পাঠালেন তিনি একদিন এই বহুখ্যাত কবি হাফিজকে তাঁর দরবারে। হিংস্র ও নিষ্ঠুর নৃপতি ব'লে তৈমুরলঙের অখ্যাতি ছিল। হাফিজ পরওয়ানা পেয়ে সভয়ে তাঁর সভায় এসে উপস্থিত হলেন। তৈমুর তখন হাফিজকে সম্বোধন ক'রে বললেন—"জানো কি, অমিতব্যয়ী কবি। যদিও আমার এই দিগ্বিজয়ী অসি—এই শাণিত তরবারির কেবলমাত্র বারকয়েক আস্ফালনের চকিত চমকেই আমি আমার প্রিয়তম জন্মস্থান এবং হয়তো আমার শেষ বিদায়ের কবর-স্থানও—এই সামারখান্দ ও বুখারা জয় করেছি এবং এর উন্নতির জন্য সারা দুনিয়ার তিনভাগই প্রায় অধিকার ক'রে পদানত রেখেছি কত সহস্রাধিক সমৃদ্ধিশালী জনপদ ও বড় বড় প্রদেশের অসংখ্য রাজ্য আমি একে একে ধূলিসাৎ ক'রে দিয়েছি, আর তুমি কি না সামান্য একজন কবি একজন তুচ্ছ সাধারণ মানুষ হ'য়ে তোমার প্রিয়ার গালের তিলের বদলে আমার এই বড সাধের সামারখান্দ ও বুখারা হেলায় বিলিয়ে দিতে চেয়েছো?"

হাফিজ নতশিরে আভূমি কুর্ণীশ জানিয়ে ব'ললে—হুজুর। আপনি জাহাপনা, আপনি সুলতান, দিন দুনিয়ার মালিক। আপনি আমার কথা আশা করি বুঝবেন। বুখারা সামারখান্দ বিলিয়ে দেওয়ার মতো সাধ্যাতীত সব বিপুল দানের ফলেই বান্দা আজ আপনার রাজ্যে পথের ভিখারী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নিদারুণ দৈন্যের শিস্য যে নিঃস্ব সে কি আপনার ন্যায় গরিষ্ঠের শাস্তির যোগ্য?

কবির মুখের এই সরস ও সুচতুর উত্তর পেয়ে তৈমুরলঙ এমন খুশী হ'য়ে উঠলেন যে হাফিজকে শাস্তির পরিবর্তে প্রচুর উপঢৌকন দিয়ে তাঁকে স্বস্থানে ফিরিয়ে পাঠালেন। আমন্ত্রণ দিয়ে রাখলেন তাঁর সামারখান্দে একবার আসবার জন্য। অনুযোগ করলেন, কেন এতদিন কবি তাঁর রাজধানীর উপর একটি সুন্দর সুমিষ্ট কবিতা রচনা করেন নি? হাফিজ এই কবিতা রচনা করবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং সেই অজেয় দুর্দান্ত বীরকে তার অসীম দয়ার জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে, বিদায় অভিবাদনান্তে চ'লে এলেন। শোনা যায় হাফিজের সমসাময়িক কোনও একজন প্রতিদ্বন্দ্বী কবি হাফিজের প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হ'য়ে তৈমুরলঙের কাছে হাফিজের বিরুদ্ধে বুখারা সামারখান্দ বিলিয়ে দেবার এই মারাত্মক অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু ফল হ'ল বিপরীত। হাফিজ উল্টে তাঁর বাকচাতুর্যে দিগ্বিজয়ীকেও জয় ক'রে এলেন।

হাফিজের মৃত্যুর যে তারিখ তাঁর সমাধি সংলগ্ন শিলাখণ্ডের উপর উৎকীর্ণ করা আছে সেটা হ'ল ৭৯১ হিজরী অর্থাৎ ইংরাজী ১৩৮৮ খৃ. অব্দ। বিশেষজ্ঞরা অনেকে মনে করেন এ তারিখ ভুল দেওয়া হয়েছে। এ তারিখ ঠিক হ'তে পারে না। কারণ দৌলৎশা লিখেছেন, তৈমুরলঙ শিরাজ জয় করেন ১৩৯২ খৃঃ অব্দে এবং সেই বছরেই হাফিজকে তলব ক'রে আনিয়ে বুখারা সামারখান্দ বিলিয়ে দেবার কৈফিয়ৎ দাবী করেন। অথচ, সমাধি ফলক বলছে ১৩৮৮ খৃ. অব্দে মহাকবি হাফিজ দেহত্যাগ করেছিলেন। অর্থাৎ উপরোক্ত ঘটনার চার বৎসর আগেই কবি ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। এ সমস্যা আজও অমীমাংসিতই রয়েছে।

হাফিজের মৃত্যুর পর তাঁর মৃত দেহ কবরস্থ করা নিয়ে ভীষণ গোলযোগ উপস্থিত হয়েছিল। তাঁর শেষের কয়েকটি রচনা একেবারে সম্পূর্ণ ধর্মবিরোধী ও কোরাণবিদ্বেষী বিবেচিত হওয়ায় শিরাজের তদানীন্তন ধর্মগুরু যে উলেমা তিনি কবির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগ দিতে এবং সৎকার উপলক্ষে তাঁর শবদেহ সমাহিত করতে নিয়ে যাবার আগে যে শাস্ত্রোক্ত প্রার্থনা ও উপাসনা বিহিত আছে, তারও অনুষ্ঠান করতে অস্বীকার করেন। এই ব্যাপার নিয়ে সারা শিরাজ শহরে একটা হুলস্থুল প'ড়ে যায়। অবশেষে স্থির হয়, একজন বালকের দ্বারা হাফিজের রচনাবলীর যে কোনও একটি গজল না দেখেই বার করা হোক, এবং সেই কবিতায় যা লেখা থাকবে সেই অনুসারে কাজ করা হোক।

॥ চৌদ্দ ॥

উলেমা এতে রাজী হলেন। বালক চোখ বুজে হাফিজের যে রচনাটি বার করলে তাতে লেখা আছে দেখা গেল—

ওগো কেউ হাফিজের শবাধার ছেড়ে যেয়ো নাক' দূরে।
যদিও সে ছিল পাপী ; তবু জেনো সে-ও, যাবে সুর পুরে॥

হৈ হৈ ক'রে শিরাজের যুব সম্প্রদায় ও হাফিজের অনুরাগী ভক্তবৃন্দ কবির শবাধার প্রচুর গন্ধ পুষ্প ও আতরমাখা রেশমী আবরণে সুসজ্জিত ক'রে সসম্মানে কাঁধে তুলে নিয়ে সমাধিক্ষেত্রের দিকে চললো। লক্ষ লক্ষ শিরাজের অধিবাসী অশ্রুসজল চক্ষে তাদের প্রিয় কবির শবযাত্রার অনুসরণ করলে। ইরাণের আকাশ বাতাস ধ্বনিত হয়ে উঠলো—

এলাহি আল্লা!

শিরাজ থেকে মাত্র মাইল দুই দূরে শহরের উত্তর পূর্ব কোণে ছিল ধনীদের এক সৌখীন সমাধি-ক্ষেত্র। এটির চার পাশে ছিল মনোরম এক পুষ্পোদ্যান। এই কুসুমিত তরুলতা পরিবেষ্টিত কবরভূমির ঠিক মধ্যস্থলে একটি সুচারু দেবদারু তরু-তলে কবির সমাধি রচিত হ'ল।

হাফিজ বৈরাগ্যের সুরে একদিন গেয়েছিলেন—

"একমুঠো মাটি শুধু যার
শেষ-শয্যা, বলো দেখি তার
কিবা কাজ বৃথা গান গেয়ে ?
কার আশে থাকা শূন্যে চেয়ে !"

কিন্তু কবির এ আক্ষেপের মধ্যে বোধ করি সত্যের চেয়ে তত্ত্বই প্রাধান্য লাভ করেছে। কবির ইচ্ছানুসারেই শোনা যায় তাঁর স্বহস্ত-রোপিত দেবদারু তরুমূলে এই শেষ-শয্যা বিছানো হয়েছিল। শুধু মাটি বটে, কিন্তু এই মনোহর পুষ্পোদ্যানের মধ্যে সুন্দর কারুকার্যখচিত প্রাকার-পরিবেষ্টিত হাফিজের সমাধি একটি সুদৃশ্য মণ্ডপের মধ্যে অবস্থিত। দেশদেশান্তরের লোক আসে কবির সমাধিতে তাদের শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করতে। এ স্থানটির নাম হয়ে গেছে 'হাফিজিয়া'!

১৪৫২ খৃঃ অব্দে সুলতান আবুল কাশিম বাবর যখন শিরাজ জয় করেন তখন তাঁর প্রধান উজীর মৌলানা মুহম্মদ্ মুয়াম্মাই সাহেব হাফিজের কবরের উপর একটি সুদর্শন স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এর দীর্ঘকাল পরে হাফিজের রচনায় মুগ্ধ ভক্ত উকীল করিম খাঁ জান্দ্ কবির সমাধির উপর একখানি স্ফটিক শুভ্র স্বচ্ছ পাষাণ-ফলকে লাল নীল ও সবুজ রংয়ের মীনার কাজ-করা হরফে কবির একটি রচনা উৎকীর্ণ করিয়ে এখানে স্থাপন করেন। এ ছাড়া, সমাধিক্ষেত্রের সেই বাগানটিকে তিনি আরও সুদৃশ্য সুন্দর ও বিস্তৃত ক'রে দিয়েছিলেন। হাফিজের অনুরাগী ভক্তগণ, প্রেমিকগণ, মোল্লা, দরবেশ, পীর, ফকির ও নানাদেশের তীর্থযাত্রীগণ বর্ষে বর্ষে এই মহান কবিতীর্থ সন্দর্শনে ও কবির সমাধিতে তাঁদের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করতে আসেন। তাঁদের বিশ্রাম ও আরামের জন্য জনাব করিম খাঁ সাহেব এখানে একটি সুদৃশ্য কক্ষযুক্ত বাসোপযোগী সুন্দর চবুতরা নির্মাণ ক'রে দিয়েছেন। এই সমাধিক্ষেত্রের পাশ দিয়ে বয়ে চলেছে কবির সেই প্রিয় রুকনি নদী এবং অতি নিকটেই আছে এর সেই প্রসিদ্ধ মুশাল্লা মশ্‌জেদ।

হাফিজের জীবদ্দশায় কিন্তু 'দিওয়ান' প্রকাশিত হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর কবির একজন একান্ত অনুরাগী ভক্ত-শিষ্য সৈয়দ্ কাশিম-ই-আনওয়ার তাঁর রচিত যতগুলি গজল সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, সমস্ত একত্র ক'রে "দিওয়ান-ই-খাজা-ই-হাফিজ" নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন। এই গজলগুলির সংখ্যা

৫৬৯টি। কালক্রমে "দিওয়ান-ই-খাজা-ই-হাফিজ" কেবলমাত্র 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' নামেই প্রচলিত হয়ে পড়ে। 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় এক নম্বর গজল শুরু হবার ঠিক আগেই 'আলিফ' হরফের শীর্ষদেশে পুরুষোত্তম হজরত মহম্মদের উক্ত কোরানের এই বাণী উদ্ধৃত করা আছে—"করুণাময় পরম দয়াল ভগবানের নামে"। সম্ভবতঃ ভগবানের উদ্দেশেই এই গীতাঞ্জলি উৎসর্গ করা হয়েছিল। এই বইখানি বেশ কিছুদিন পারস্যে 'দৈববাণী'র মর্যাদা লাভ করেছিল। যদিও আমাদের মতো তাঁরা কবির এ রচনাকে 'ব্রহ্মার মুখ-নিঃসৃত', 'অপৌরুষেয়' অথবা 'শ্রীভগবান উবাচ' ব'লে ধাপ্পা দেন নি কাউকে, কিন্তু মনে প্রাণে একথা তাঁরা অকপটে বিশ্বাস করতেন যে কবির রচনা সমস্তই দৈবানুপ্রেরিত। তাঁরা বলেন—

আ..শ বাণী শুনিয়ে হাফিজ ধুলার ধরণীকে;
শিরাজবাসীর শুভাশুভের হদিস গেছে লিখে।

মীর্জা মেহদী খাঁ লিখে গেছেন··· তৌরিস অভিযানের পূর্বে দিগ্বিজয়ী নাদির শাহ্ একদা 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' দেখে তবে বেরিয়েছিলেন। আমরা যেমন পঞ্জিকা দেখে দিনক্ষণ ভাল কি মন্দ জেনে তবে একটা শুভ কাজে হাত দিই, তেমনি পারস্যে একদিন 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' সেই স্থান অধিকার করেছিল। 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' দেখার নিয়ম ছিল, না-ভেবেচিন্তে আন্দাজে বইখানির যে কোনও পৃষ্ঠা খুলে ফেলে ডান দিকের রচনার প্রথম সাতটি দ্বিপদী শ্লোক পর পর বাদ দিয়ে একেবারে অষ্টম দ্বিপদীতে দেখতে হবে কবি কি বলছেন। নাদির শাহ্ তাঁর অভিযানের পূর্বে 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' খুলে এই দ্বিপদীটি পেয়েছিলেন—

হাফিজ! তোমার মধুর কাব্যে
জয় করেছো ইরাক ইরাণ
এবার এগোও বোগ্দাদে ভাই,
তাব্রিজে হোক জয় অভিযান!

এটি তাঁর কাছে খুবই শুভ ইঙ্গিত ব'লে মনে হয়েছিল। তিনি নিশ্চিন্ত চিত্তে জয়যাত্রায় বেরিয়ে পড়েছিলেন। তাঁর সে-অভিযান অভাবিত সাফল্য-গৌরবে মণ্ডিত হ'য়েছিল।

'দিওয়ান' শব্দটির প্রকৃত রূপ হ'ল 'দ্যীবান'। এর তিনটি অর্থ। প্রথম—একটি সভাকক্ষ যেখানে অভিজাত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ সমবেত হন। যেমন 'দিওয়ান-ই-খাস' 'দিওয়ান-ই-আম'! দ্বিতীয়—ভগবৎস্তুতি-বন্দনার সংকলন-গ্রন্থ। তৃতীয়—যিনি অতিমানুষ! অর্থাৎ, আশ্চর্য রকম কাজের লোক। রাজ-সরকারে যাঁরা খুব বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন কাজের লোক ব'লে জাহির হ'তেন, দরবার থেকে 'দিওয়ান' উপাধি পেতেন। আদালতে ভদ্রলোকদের বৈষয়িক বিরোধ মীমাংসার চেষ্টাকে বোধ করি তাই দিওয়ান-ই-মামলা বলা হয়। বাংলায় অবশ্য এই 'দিওয়ান' শব্দ 'দেওয়ান' হ'য়ে দাঁড়িয়েছে।

স্তুতি-বন্দনার যে সংকলন-গ্রন্থকে 'দিওয়ান' বলা হয় তা সম্পূর্ণ হয় না, যদি না সে-গ্রন্থে আলিফ্, বে, তে, ইত্যাদি বর্ণানুক্রমিক স্তবকে বন্দনা গানগুলি গ্রথিত হয়। 'গজল' বলতে পারস্যের কাব্য শাস্ত্রে সেই ছন্দের গীতি-কবিতাকে বোঝায় যার মধ্যে অষ্টাদশটির বেশি দ্বিপদী কবিতা থাকবে না, এবং শেষ দ্বিপদীর মধ্যে থাকবে কবির নিজের ভনিতা। হাফিজ অবশ্য সর্বক্ষেত্রে এ নিয়ম মেনে চলেন নি। নিয়মের বাঁধনে আত্মসমর্পণ করা ছিল এই অমিত প্রতিভাশালী কবির একেবারেই স্বভাববিরুদ্ধ। কোথাও তিনি দশটি দ্বিপদীতে, কোথাও বারোটি দ্বিপদীতে, কোথাও বা চৌদ্দটি দ্বিপদীতেই ভনিতা দিয়ে তাঁর গজল শেষ করেছেন।

পারস্য-সাহিত্যে অভিজ্ঞ যাঁরা, তাঁরা বলেন হাফিজ জন্মাবার প্রায় হাজার বছর আগে থেকেই পারস্য-সাহিত্যে গজল গান রচিত হয়ে আসছে। হাফিজ এই গজল গানের একান্ত অনুরাগী ভক্ত ছিলেন।

তিনি দেশের পূর্বাচার্যগণের পদাঙ্কই অনুসরণ করেছেন, কিন্তু তাঁর রচনার মধ্যে এমন একটা বিস্ময়কর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখা যায় যা রসবেত্তা মাত্রকেই মুগ্ধ করে। মহাকবি শেখ সাদীর পূর্ব আমল পর্যন্ত, অর্থাৎ ১১৭৫ খৃঃ অব্দের অব্যবহিত পূর্বেও দেখা যায় পারশ্যের গজলে ভনিতা কবিতার যে কোনও স্থানে দেওয়া চলতো। কিন্তু শেখ সাদীর আমল থেকে এর স্থান হয় কেবলমাত্র সর্বশেষ দ্বিপদীতে। গজলের ছন্দে প্রেমের গীতি-কবিতা পারস্য-সাহিত্যে প্রথম প্রবর্তন করেন মহাকবি শেখ সাদী। হাফিজ তাঁর ছন্দানুবর্তী হ'লেও হাফিজের গজল ঠিক সাদীর অনুরূপ নয়। হাফিজ গজলের এক অভিনব ও মধুরতর রূপ সৃষ্টি ক'রে গেছেন।

অভিজ্ঞরা বলেন, এটা সম্ভব হয়েছিল তাঁর অপরিসীম ও প্রগাঢ় ভগবৎ প্রেমের জন্য। মানুষ যখন গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে তার সর্ব ইন্দ্রিয় সংযত ক'রে আপন চিত্তবৃত্তি নিরোধের দ্বারা মন, বুদ্ধি, চিন্তা ও অনুভূতিকে কোনও একটি বিশেষ বস্তু উপলব্ধির জন্য কেন্দ্রীভূত ক'রে তুলতে পারে তখন তার সম্যক সম্বোধি লাভ হয়। সে তার সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে। হাফিজ ছিলেন এমনিতর একজন ভগবদ্ভক্ত সিদ্ধ পুরুষ যিনি প্রেমের ঐকান্তিক সাধনায় আপন ইষ্টলাভে সমর্থ হয়েছিলেন। এই জন্যই তিনি এমন ক'রে বলতে পেরেছিলেন—

আমার মর্ম-মুকুরে হে প্রিয় যা-কিছু দেখিতে যাই,
তব অপরূপ সুন্দর রূপ নেহারিতে শুধু পাই!

হাফিজ তাঁর ধর্মরহস্য প্রকাশের বাহন স্বরূপ যে সব রূপকের সাহায্য নিয়েছেন সেগুলির কিছু কিছু পরিচয় জানা থাকলে কবির এ কাব্য সংগীতের মর্মকথা অনুধাবন করা সহজসাধ্য হতে পারে। 'সাকী' অর্থে সুরাপরিবেশন-কারিণী নারী অথবা সুরাপরিবেশক বালক বোঝায়। হাফিজের সাকী হলেন সেই সব সতীর্থ যাঁরা পাপীতাপী সকলকেই ভাগবত প্রেমসুধা নির্বিচারে বিতরণ করেন, এবং যাদের সঙ্গলাভের জন্য ভগবদ্ভক্তেরা সর্বদা ব্যাকুল। 'সুরা' অর্থে, ঈশ্বর-প্রীতি, ভগবানের প্রতি অকপট প্রেম ভক্তি ও ভালবাসা। এই ভাবে হাফিজ যেখানে সুরা-বিক্রেতাদের কথা উল্লেখ করেছেন সেখানে তিনি পীর ফকীর ও দরবেশদের কথাই বলেছেন বুঝতে হবে। 'তামসী রাত্রি' অর্থে তিনি পৃথিবীর মানুষের অজ্ঞানতার অন্ধকার সম্বন্ধেই বলতে চেয়েছেন। 'মুর্শীদ' কথাটা তিনি ধর্মের পথপ্রদর্শক গুরুর উদ্দেশে ব্যবহার করেছেন। 'মুশাল্লা' বলতে যে সব সময় ঠিক মশ্‌জেদ্‌ই বোঝায় তা নয়, অনেক সময় যে-কোনও স্থানই বোঝাতে পারে যেখানে মানুষ ঈশ্বরোপাসনা করে। হাফিজের প্রিয়, প্রভু, প্রাণেশ্বর, প্রণয়িনী সবই সেই পরম বঁধুয়া পরমেশ্বর। ভগবত প্রেমই তাঁর সুরা, পানশালা বলতে সেই সব সংসারত্যাগী সাধু পীর ও দরবেশগণের আস্তানার কথাই বলতে চেয়েছেন যেখানে গিয়ে ভক্তের আর ফিরতে ইচ্ছা হয় না, যে স্থানের দ্বারপ্রান্তের ধূলিকণাও পবিত্র ব'লে মনে হয়; সাধ যায় সেইখানেই মাতালের মতো প'ড়ে থাকি!

এই ভাবে গজলগুলি বোঝবার চেষ্টা করলে হাফিজের প্রত্যেকটি রচনার অন্তর্নিহিত রহস্যের নির্গলিতার্থ অনুধাবন করা সহজ হবে।

কোরান সম্বন্ধে হাফিজের গভীর জ্ঞান থাকায় তাঁর প্রত্যেকটি গজল প্রায় কোরানেরই বয়েৎ হয়ে উঠেছে। পুরুষোত্তম হজরত মহম্মদ তাঁর সাধন অবস্থায় ঈশ্বরোপলব্ধি সম্বন্ধে যে সব অন্তরের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিলেন, ঈশ্বরকে জানবার জন্য যে আকূতি, যে ব্যাকুলতা, যে অসীম আগ্রহ তাঁর মধ্যে ছিল এবং যা হজরতের বাক্যে ও উপদেশে ব্যক্ত হয়ে পড়েছিল, হাফিজের গজলের মধ্যে আমরা তার সুমধুর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। এর মর্মার্থ বুঝতে হ'লে চাই সেই নির্মল ও বিশুদ্ধ পরাভক্তি পরিপ্লুত মন যা দিগ্‌দর্শনের কাঁটার মতো সর্বদাই আছে ঈশ্বরাভিমুখী হয়ে। ভগবানের দয়া, ভগবানের কৃপা ভিন্ন এ পথের পথিক বা এ রসের রসিক হওয়া যায় না।

॥ সতেরো ॥

হাফিজের গজল পাঠক গায়ক ও শ্রোতাকে শুধু বিস্ময়াবিষ্টই করে না, এমন একটা সূক্ষ্মরসানুভূতি ও অতীন্দ্রিয় ভাবমাধুর্যের মধ্যে মনটাকে সমাহিত ক'রে দেয়, যার কাছে পার্থিব সুখ সম্পদ যথার্থই তুচ্ছ ব'লে মনে হয়। মানুষের মনকে এ সংগীত উন্নত ও পবিত্র ক'রে তোলে। মানুষ তত্ত্বজিজ্ঞাসু হয়ে ওঠে।

হাফিজের গজলের মধ্যে কঠিন অভিযোগ আছে। কিন্তু সে নির্দয় প্রেমিকের বিরুদ্ধে অভিমানিনী প্রণয়িনীর অভিযোগ। বিদ্রূপও আছে নির্মম, কিন্তু সে কেবল প্রেমের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে এবং ধর্মের মুখোস-পরা অধার্মিকদের প্রতি বিদ্রূপ! হাফিজের গজলের প্রাণ-বস্তু হ'ল প্রেম। অসীম অপরিমিত প্রগাঢ় ভাগবত প্রেম। জগন্নাথই তাঁর প্রাণনাথ। সেই পরম পুরুষের বিরহে দুঃখ, মিলনে আনন্দ, দর্শনের জন্য ব্যাকুলতা, অদর্শনে বেদনা, অন্তর-লোকে প্রেমের অপ্রতিহত প্রভাব তার, আশ্চর্য অনুভূতি ও সত্য উপলব্ধির অনন্ত ঐশ্বর্যে ভরা। তিনি বলছেন—

প্রেমিকের মুখ দেখা যায় শুধু
　　　　প্রেমের দৃষ্টি নিয়ে,
ভেসে ওঠে চোখে রূপের সে জ্যোতি
　　　　সকল অঙ্গ দিয়ে!

কারণ—

প্রেমিক প্রেমিকা উভয়ের মাঝে
　　　　থাকে না আড়াল কিছু
হাফিজ তুমি তো নিজেই গড়েছো
　　　　নিজের আড়াল দ্বারে,
স্বপন ছাড়িয়া ওঠো জেগে ওঠো,
　　　　চোখ মেলে চাও পিছু,
প্রিয়তম তব শিয়রে দাঁড়ায়ে
　　　　বাহুপাশে লহ তারে।

হাফিজ ছিলেন উপনিষদের ঋষিদের ন্যায় অমৃতের উপাসক। তিনি একটি গজলের মধ্যে নিজেকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন—

"হাফিজ, যদি তুমি অনন্ত জীবন ও শাশ্বত সত্যের অমৃতবারি পানের সন্ধানে থাকো, তবে সেই নিত্যরসের উৎস তুমি খুঁজে পাবে শুধু দরবেশদের সুরা-ভাণ্ডারের দ্বারে, যাত্রীদের পদরেণু ও পথের ধূলিকণার মধ্যে।

প্রকৃত সাধকের ন্যায় তিনি আর একস্থানে একটি গজলের মধ্যে বলেছেন—

হাফিজ, ধৈর্য ধরো, কেন বৃথা ছু'টে মরো
প্রেমের পথিক যারা, প্রণয়ীর তরে তারা
জীবন না দেয় যদি, হাসিমুখে নিবরধি,
তবে সে রহিবে একা, পাবে না প্রিয়র দেখা।

কিন্তু, হাফিজ না-ছোড়বান্দা। তিনি প্রাণের পরওয়া করেন নি। তাই, এই পরম প্রেমাভিলাষী পেয়েছিলেন তাঁর একান্ত বাঞ্ছিতের ঈপ্সিত দর্শন। আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে তাই বলেছেন—

পেয়েছি প্রিয়তমে, ভুলেছি সব দুখ,
পেয়েছি প্রাণ-বঁধু, পরম এ যে সুখ!

॥ আঠারো ॥

হাফিজ যে রূপ দেখেছিলেন, যে সৌন্দর্য তাঁর চোখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল সে শুধু সেই পরম সুন্দরের অনুপম রূপ— যে সৌন্দর্যের তুলনা মেলে না, যা অপরূপ ও অনির্বচনীয়!

হাফিজের ধর্মই হ'ল প্রেম ধর্ম। তাই গজলের মধ্যে আমরা দেখতে পাই অধ্যাত্মদর্শন, ভাগবত তত্ত্ব, সৃষ্টি-রহস্য, পাপ পুণ্যের আলোচনা, স্বর্গ নরক বিচার, জন্ম মৃত্যু ও জীবনরহস্য সব-কিছুই সম্পূর্ণরূপে প্রেমের পরিপ্রেক্ষিতেই বর্ণিত হয়েছে।

হাফিজের এই অনুপম গজলগুলির কোনও ভাষাতেই সঠিক অনুবাদ হতে পারে না। না ছন্দে, না ভাবে, না প্রকাশ-ভঙ্গীতে। গজলের অতুলনীয় সৌন্দর্যের সামান্য একটি আভাস মাত্র দেওয়া চলে। কবি কি বলতে চেয়েছেন, তাঁর মনোভাবের যথার্থ স্বরূপটি কি, তার একটা মোটামুটি স্থূল বর্ণনা যে কোনও ভাষা দিতে পারে, কিন্তু পারে না কবির প্রত্যেকটি নির্বাচিত শব্দের যে মাধুর্য, তাঁর উপমার যে ঐশ্বর্য, তাঁর রচনার প্রতিকণায় যে প্রেমের উচ্ছ্বসিত আবেগ, তাঁর রূপকের সাহায্যে ব্যঞ্জনার যে দ্ব্যর্থবোধক ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য, হাফিজের কাব্যের যে অন্তর্নিহিত গূঢ় রহস্য— পারে না অন্য কোনও ভাষা তার সম্যক পরিচয় দিতে। তাঁর সেই গজল ছন্দের মধ্য দিয়ে নটরাজের আনন্দ-নৃত্যের যে তাল বেজে উঠেছে তাকে ধরতে পারে না অন্য কোনও ভাষা। অনন্তের পটভূমিকায় বিস্তারিত হয়েছে যে শাশ্বত জ্যোতির্ময় জ্ঞানালোকের অসীম ব্যাপ্তি তাকে অন্য ভাষার সীমার মধ্যে আনা যায় না।

আমি মূল দিওয়ানের ইংরাজী অনুবাদ অবলম্বনে হাফিজের রচনার কিয়ংদশের মাত্র বাংলারূপ দেবার চেষ্টা করেছি। কথায় বলে, সাত নকলে আসল ভ্যাস্তা! এ অনুযোগ যদি আসে আমার বিরুদ্ধে আমি থাকবো নিরুত্তর। কারণ লেফটনেন্ট কর্ণেল, এইচ, উইলবার ফোর্স ক্লার্কের ইংরাজী অনুবাদ বিদ্বৎসমাজে শ্রেষ্ঠ ব'লে গণ্য, কিন্তু কোথায় পাবো তার মধ্যে কবির মূল রচনার সেই অতি সহজ সরল সাবলীল গতি, সেই সুর-মাধুর্য ও সংগীতের ঐশ্বর্য?

তবে এইটুকু জোর কোরে বলতে পারি যে ইংরাজী অনুবাদের চেয়ে বাংলা অনুবাদের মধ্যে গীতি-কাব্যের রূপটা হয়তো কিছু বেশী খুঁজে পাওয়া যাবে। সুতরাং হাফিজের রচনার সঙ্গে যাঁদের সাক্ষাৎ পরিচয় নেই, তাঁরা নিশ্চয় এই অনুবাদের সাহায্যে মহাকবির সেই আশ্চর্য রচনাবলীর কতকটা আভাস পাবেন।

হোরেস বলেন, "মূল কবিতার আত্মাকে তোমার অনুবাদের মধ্যে রূপান্তরিত করো। আকৃতিটা গৌণ। ও নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না।" কথাটা কতকটা সত্য। 'গজল' পারস্য ভাষায় গীতি-কবিতার একটি বিশেষ ছন্দ। একমাত্র পারস্য ভাষাতেই তা রচনা করা সম্ভব। হিন্দি ও উর্দুতেও কতকটা গজলের রূপ আনা যায়। কিন্তু সুষমা-স্নিগ্ধ কমনীয় মধুর বাংলা ভাষায় পারস্যের গজলের একটা অতি দুর্বলরূপ মাত্র দেওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ সুরশিল্পী স্বর্গীয় লালচাঁদ বড়াল বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম গজল ছন্দে ও সুরে রচিত গান প্রচলিত করেন—"পাগল করেছো তুমি আঁখিতে প্রাণ ও আমারে" অথবা, "নিমিষেরি দেখা যদি পাই হে তোমারি। আঁখিতে মুছাই যত বালাই তোমারি।" ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এর পর আমাদের কবিবন্ধু কাজী নজরুল ইসলামও বাংলা ভাষায় অনেকগুলি গান রচনা ক'রে গেছেলিলেন। কিন্তু বুখারা, শিরাজ, সামারখান্দের সেই ছন্দ-লতিকা বাংলার মাটিতে বেশি দিন মুঞ্জরিত থাকেনি। কিছুদিনের জন্য সেগুলি এ দেশে সংগীতানুরাগী শ্রোতাদের মুগ্ধ করেছিল বটে কিন্তু চিরদিনের জন্য স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। শ্রদ্ধেয় বন্ধু কবি ও সাহিত্যাচার্য ডাঃ মুহম্মদ সহিদুল্লা সাহেব মূল পারস্য থেকে দিওয়ান-ই-হাফিজের বহু গজল বাংলা ভাষায় গজল ছন্দেই অনুবাদ ক'রে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেগুলি জনপ্রিয় হ'তে পারেনি।

। উনিশ ।

ধরুন যদি দিওয়ান-ই-হাফিজ বাংলা ভাষায় আগাগোড়া পার্সী বা উর্দু গজল ছন্দে এইভাবে রচনা করতুম যথা—

ইরাণের আশমানে দোস্ত্ দিন ছনিয়ার তুমিই চাঁদ,
গজলের গান শুনে যায় দিল্ দরিয়ার টুটলো বাঁধ!
শিরাজের গুল্‌বাগিচায় ফুল-পরীদের ছুটলো ঘুম,
বিলালো বুল্‌বুলিরা লাল অধরে মধুর চুম্!
দিলো ভাই নজরআনা কোন জেনানা বোগদাদের,
পোশ্‌বাইয়ে রোশনাই আজ মাটির ঘরে হোক তাদের!
কোথা সেই সুরের সাকী! গোস্তাকীএ মাফ্ করো,
ভালো ভাই বাস্‌হু তোমায় প্রেমের সুরায় দিল্ ভরো!
তোমার ওই চিকন কালো কোঁকড়া চুলের জুল্‌ফিতে,
আমার এ আঁখির অলি বসলো ভুলের হুল্ দিতে!

একি বেশিক্ষণ পড়বার কারুর ধৈর্য থাকতো? অগত্যা পারস্যের গজল ছন্দের গীতি-কবিতাগুলিকে আমি বাংলায় অনুবাদের জন্য বিবিধ হালকা বাংলা ছন্দেরই সাহায্য নিয়েছি।

কবি ফিট্‌জিরাল্ডের পদাঙ্ক অনুসরণে আমি আরও কিছু অনুবাদকের স্বাধীনতা গ্রহণ করেছি। প্রথমতঃ কোন্ কোন্ গজলগুলি এদেশের পাঠকদের কাছে সুখপাঠ্য হ'তে পারে দেখে তার মধ্যে চল্লিশটি গজল নির্বাচন ক'রে নিয়েছি। এই গজলগুলির ভিতরের কোনও কোনও দ্বিপদী শ্লোক উদ্ধৃতি-কণ্টকিত থাকায় বর্জন করেছি, কারণ পারস্যের কাব্য ও ইতিহাসের সঙ্গে সবিশেষ পরিচয় না থাকলে সেগুলির রসগ্রহণ করা এদেশের পাঠক-পাঠিকাদের পক্ষে সম্ভব নয়। দ্বিপদী শ্লোককে বোঝবার সুবিধার জন্য বিস্তার ক'রে কোথাও চতুষ্পদী কোথাও বা ষটপদী করা হয়েছে। তা ছাড়া অনেক স্থলে একাধিক গজল ভেঙে-চুরে মিশিয়ে একটি পৃথক গজল ক'রে নেওয়া হয়েছে। আশা করি এ বেয়াদপির জন্য পাঠক ও সমালোচকগণ আমাকে ক্ষমা করবেন। কারণ, এ না করলে, এদেশের পাঠক-পাঠিকাদের কাছে সে-গজলগুলি অত্যন্ত নীরস ও দুর্বোধ্য লাগতো। যেমন, একটা নমুনা দিই—

সুনীল সাগর, আশমানীশ্যামা, ডাকে চাঁদ পূর্ণিমার,
আমাদের হাজী কীবামের লাগি ডুবে সব একাকার।

এই হাজী কীবামের সঙ্গে সম্যক পরিচয় না থাকলে এ দ্বিপদীটির রসাস্বাদন কারুর কাছেই প্রীতিপ্রদ হবে না। কাজেই হাজী সাহেবকে দূর থেকে সেলাম করাই ভালো মনে করেছি।

হাফিজের ৫৬৯টি গজলের মধ্যে মাত্র ৪০টির অনুবাদ খুব সামান্য মনে হ'লেও যেহেতু এগুলি কবির নির্বাচিত রচনা সুতরাং এগুলি পড়ে হাফিজের রচনা সম্বন্ধে মোটামুটি একটা স্পষ্ট ধারণা হবে ব'লে মনে করি। ৫৬৯টি গজলের মধ্যে অনেকগুলিই প্রায় এক রকম এবং পুনরাবৃত্তি দোষ বর্জিতও নয়। তার কারণ এগুলির অধিকাংশই নানা লোকের কাছে মুখে মুখে শুনে জনাব সৈয়দ কাশিম-ই-আনওয়ার সাহেব লিপিবদ্ধ ক'রে নিয়েছিলেন। স্মৃতি খুব নির্ভরযোগ্য দলিল নয়। কাজেই যাঁরা এই গজল গাইতেন তাঁরাও স্মৃতিভ্রংশজনিত একটি গজলের দু'একটি দ্বিপদী যে অন্য একটি গজলের মধ্যে মিলিয়ে গুলিয়ে ফেলেন নি এমন কথা জোর ক'রে বলা চলে না।

সে যাই হোক, প্রায় পঁচিশ বছর আগে প্রসিদ্ধ প্রকাশক ও গ্রন্থব্যবসায়ী মেসার্স গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের অন্যতম সত্বাধিকারী শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের অনুরোধে 'রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম' অনুবাদ করেছিলাম। জনসাধারণের কাছে সে অনুবাদ সমাদৃত হয়েছে—তার পরিচয় পাওয়া

যায় এর অনেকগুলি সংস্করণ হ'তে দেখে। এই সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' অনুবাদে প্রবৃত্ত হই প্রায় দশ বৎসর আগে। কিন্তু, নানা বাধা বিপত্তি সামনে আসায় এতদিন কাজটি সম্পন্ন করতে পারিনি। এবারও শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহ ও সহযোগিতা এর মূলে আছে এ-কথা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্বীকার করছি। ক্লার্কের 'দিওয়ান-ই-হাফিজ' বইখানি শ্রদ্ধেয় বন্ধু স্বর্গতঃ অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয় আমাকে অনুবাদের জন্য দিয়েছিলেন। তাঁর স্বর্গারোহণের পর তদীয় পুত্র শ্রীমান শৌরীন্দ্রকুমার ঘোষকে বইখানি ফেরত দিই। কিন্তু অনুবাদের কাজ এখনও শেষ হয়নি জেনে তিনি বইখানি আবার আমাকে পাঠিয়ে দেন এবং দীর্ঘকাল সেখানি আমার কাছেই রয়েছে, এজন্য শৌরীন্দ্রকুমারের কাছেও আমি ঋণী। কলিকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলের সুযোগ্য শিক্ষক ও প্রখ্যাত শিল্পী বন্ধুবর জয়নুল আবেদিন সাহেব পারিশ্রমিক অগ্রাহ্য ক'রে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গেই এ-গ্রন্থের সমস্ত চিত্রগুলি এঁকে দেবার ভার নিয়েছিলেন। কিন্তু মাত্র চারখানি ছবি এঁকে দিতে না দিতেই পাকিস্তানের জন্ম হ'ল এবং সেখানকার সরকারি শিল্প বিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হয়ে তিনি কলকাতা ছেড়ে চ'লে গেলেন। দীর্ঘকাল অপেক্ষা ক'রেও তাঁর কাছ থেকে কোনও পত্র বা চিত্র কিছুই না পেয়ে অবশেষে আমাদেরই পল্লীবাসী উদীয়মান তরুণ শিল্পী আমার অনুজতুল্য পরম স্নেহাস্পদ শ্রীমান তাপস দত্তের উপর এর অবশিষ্ট চিত্রগুলি, প্রচ্ছদপট ও প্রসাধন চিত্রগুলি সম্পূর্ণ ক'রে দেবার ভার দিই। তরুণ শিল্পী তাঁর যথাসাধ্য যোগ্যতার সঙ্গে সে-কাজ সুসম্পন্ন করেছেন। এজন্য তাঁকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। কলিকাতার প্রসিদ্ধ মুদ্রাযন্ত্র নাভানা প্রেসের অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত গোপাল রায় এবং উক্ত প্রেসের তত্ত্বাবধায়ক সুকবি শ্রীমান বিরাম মুখোপাধ্যায় এর মুদ্রণ-কার্যের সৌকর্য সাধনে আন্তরিক যত্ন নিয়েছেন ব'লে আমি এঁদের কাছেও কৃতজ্ঞ। এই গ্রন্থের রঙিন ও একরঙা ব্লকগুলি সমস্তই 'ভারতবর্ষ হাফটোন ওয়ার্কস্' নির্মাণ ক'রে দিয়েছেন। পরবর্তী কয়েকখানি একরঙা ব্লক বেঙ্গল ফটোটাইপ কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর কাঞ্চন মুখোপাধ্যায়ের সুযোগ্য পুত্র তনু বাবাজী একদিনের মধ্যে তৈরি ক'রে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করেছেন।

সবশেষে আমার একান্ত আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমার প্রিয়তমা পত্নী কবি শ্রীমতী রাধারাণী দেবীকে। তিনি পাণ্ডুলিপিখানি আদ্যোপান্ত দেখে ঝেড়ে বেছে সংশোধন ও সংস্কার ক'রে দিয়ে যথার্থ সহধর্মিনীর কাজ করেছেন।

'দিওয়ান-ই-হাফিজ' বাংলা ভাষাভাষী আমার দেশবাসীর যদি ভালো লাগে তবে শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক মনে করবো।

'ভালবাসা'
৭২, হিন্দুস্থান পার্ক, কলিকাতা-২৯

নরেন্দ্র দেব



আঁধার ভরা নামছে নিশা।
তিমির রাতে হারিয়ে দিশা।
সাগর এবার উতল হ'ল সই,



হাফিজ

স্তব্ধ করে মৃত্যু সব, জীবনের কলরব, যৌবনের আনন্দ সংগীত,
স্তিমিত কটাক্ষ সাকী, স্পন্দহীন দেহছন্দ বন্ধ তার বক্ষের সম্বিৎ ;
অধরে চুনির আভা লুপ্ত হয় মরণের হিমশীর্ণ বিবর্ণতা মাখি,
কাতরা মৃত্তিকা মাতা সন্তানে সস্নেহে রাখে নিজ ক্রোড়ে সঙ্গোপনে ঢাকি।

এই তো চলেছে বন্ধু, মানবের ইতিবৃত্ত, যুগে যুগে ধরিত্রীর কোলে,
কে কাহারে মনে রাখে ? স্মৃতি হেথা অনক্ষয়, কালক্রমে লোকে সবই ভোলে !
তুমি কিন্তু করিয়াছ সে অনন্ত কালচক্র আপনার মহিমায় জয়,
তোমার সংগীত-সুধা উচ্ছ্বসি' উঠিছে আজও দিল্‌রুবায় সারা বিশ্বময় ;

যে-হাসি নিভিয়া গেছে তারে তুমি করিয়াছ ম্লান ওষ্ঠে পুন উদ্দীপিত,
যে-প্রেম শুকায়ে গেছে, তুলেছে সঞ্জীবি তারে নবরসে তব প্রেমামৃত।
জীবনের শূন্যপাত্রে ভরিয়া দিয়াছ তুমি অনন্তের তীব্র দ্রাক্ষাসুরা,
রূপময়ী নার্গিশের মুকুল মুঞ্জরি উঠে, অরূপের সৌরভে বিধুরা।

বুল্‌বুলের কণ্ঠে তুমি উজ্জীবিত করিয়াছ মর্ম-ছোঁয়া অভিনব সুর,
গজল্ গুঞ্জরি ফিরে অন্তরের তীরে তীরে স্বতঃস্ফূর্ত বিচিত্র মধুর !
মৃত্যুর অমৃত বাণী মৃত্তিকার বক্ষে আনি নিরন্তর শুনাও হরষে
নীরস মনের মরু সুষমা সরস হ'ল প্রেমস্নিগ্ধ তোমার পরশে।

ইরাণের নীলাকাশ উঠেছিল ভরি তব নিতি নব সুরের প্রলাপে,
জেগেছিল ব্যাকুলতা বোগ্দাদের বাগিচায় আরক্তিম গোলাপে গোলাপে।
তরঙ্গিয়া তুলেছিল রুক্‌নাবাদ্ স্রোতস্বিনী সুরামত্ত দেওয়ানা বাতাস,
কুঞ্চিত কুন্তল কুঞ্জে কাঁদে কত প্রেমোন্মাদ তরুণের উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

॥ বাইশ ॥

জানি জানি এনেছিলে খোরাসানি ইস্পাহানি খুশ্‌রোজের বেহেস্ত্‌ ভূলোকে,
সাম্রাজ্য চেয়েছো দিতে আনন্দবিহ্বল প্রাণ প্রেয়সীর প্রেমের পুলকে।
প্রিয়ার কপোল-লগ্ন একবিন্দু কৃষ্ণতিল, সৌন্দর্যের বিনিময়ে তার,
বুখারা সামারখান্দ্‌ হেলায় বিলায়ে দিলে হে চরম প্রেমিক উদার!

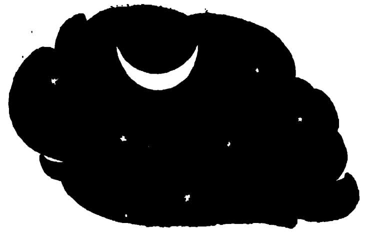
আজও যারা হাসে গায়, প্রণয়-রভসে করে পরস্পরে আশ্লেষ চুম্বন,
তৃষার্ত তাদের কণ্ঠ তব প্রেমামৃতসুরা জন্মে জন্মে করে অন্বেষণ;
জ্বলে না যাদের ঘরে প্রদোষে সন্ধ্যায় ভোরে হাসিকান্না, স্নেহরাঙা দীপ,
সেথাও দিওয়ান তব সৃষ্টি করে অভিনব কল্পলোক হে প্রেম-অধীপ!

জীবনের পান্থশালে ক্লান্ত মুশাফির যারা পথশ্রমে অবসন্ন আজ,
যাদের ফুরায়ে আসে দু'দিনের হাসি-খেলা, দুনিয়ার ভালমন্দ কাজ;
উদাসী তাদের হিয়া তোমারে খুঁজিয়া ফেরে মরমিয়া হে বন্ধু হাফিজ,
আছে তব পানশালে সুরাপাত্রে সঙ্গোপিত মৃত্যুজয়ী মহামন্ত্র বীজ।

নরেন্দ্র দেব



দিওয়ান-ই-হাফিজ

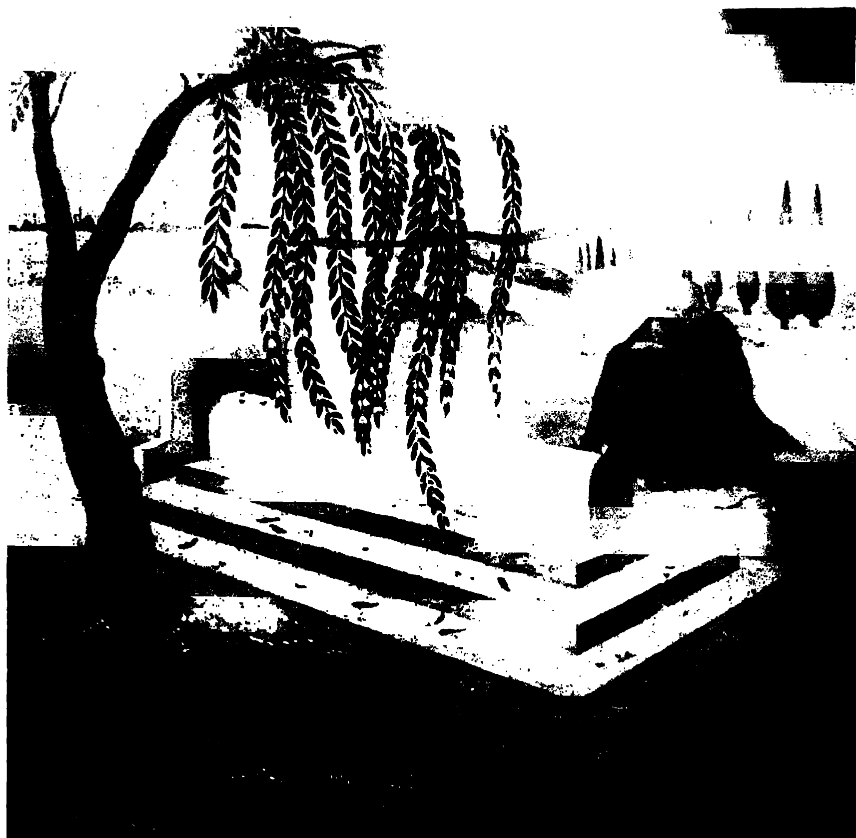




জন্ম : চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে

মৃত্যু : চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ পাদে





এক মুঠো মাটি শুধু যারে

শেষ শয্যা, বলো দেখি তার

কিবা কাজ বৃথা গান গেয়ে ?

দিওয়ান-ই-হাফিজ



এক

শুন্‌চো সাকি, সুন্দরী লো! দাওনা সুরার পাত্র ভরি,
দাওনা আমার হৃৎ-পিয়ালায় প্রেমের সরাব পূর্ণ করি।
ভেবেছিলাম, ভ্রান্তমতি
প্রেম তো পাওয়া সুলভ অতি ;
দেখছি এখন স্রোতের বাঁকে ঘূর্ণিপাকে ডুবছে তরী ॥

বয় মৃগমদ্‌-গন্ধ-মদির শান্ত ভোরের শীতল বায়ু ;
কুঞ্চিত তার অলকদামের বার্তা-মধুর বাড়ায় আয়ু।
সেই সুরভির সোহাগ লুটি'
চিত্ত পাগল বেড়াই ছুটি
দুঃখ শোণিত বক্ষে ঝরে, দীর্ণ প্রাণের সকল স্নায়ু।



মোর নমাজের আসনখানি
রঙীন করে দাওগো রানী
তোমার প্রেমের পীযূষধারা ঢেলে ;
ভাণ্ডারী সে সুধার যিনি,
আদেশ যদি করেন তিনি
পারবে কি তার চলতে কথা ঠেলে ?

সকল কথাই তাঁহার জানা,
পথঘাটেরও নাই তো মানা ;
বিশ্বরাজের রঙ্গনায়ক যিনি,
চালান নিজেই নাট্যশালা
কার পরে কার আসবে পালা
জানেন সেটাও তোমার চেয়েই তিনি ॥

দিওয়ান-ই-হাফিজ

আঁধার ভরা নামছে নিশা
তিমির রাতে হারিয়ে দিশা
সাগর এবার উতল হ'ল সই,
প্রলয় নাচে তরঙ্গদল
আবর্তিছে অশান্ত জল
সন্তরণের শক্তি বলো কই ?



ঝঞ্ঝা মাঝে শঙ্কাহারা,
সাগর তীরে দাঁড়িয়ে যারা ;
হাল্‌কা ওদের মনের যত বোঝা।
কেমন করে বুঝবে ওরা
কোন অতলে ডুব্‌চি মোরা
খবর মোদের নয়তো জানা সোজা ॥

আপন খুশির খেয়াল মেনেই
চলছি জীবন ভোর,
সব কাজে তাই নিন্দা শুধুই
ভাগ্যে জোটে মোর।

গভীর প্রেমের স্বভাব সখি
লুকিয়ে থাকা নয়,
সমাজ কেন এসব জেনেও
চেঁচিয়ে কথা কয় ?



হাফিজ ! যদি চরম সুখের
বাঞ্ছা থাকে মনে,
সব ছেড়ে হও সম্মিলিত
পরাণপ্রিয়র সনে।

বিশ্ব জগৎ থাক্‌না পড়ে
পিছন পানে তোর,
মধুর মধুর প্রেমেই থেকো
মগ্ন জীবন ভোর ॥

দুই

চাঁদের মাধুরী প্রিয়, প্রিয়া মুখছবি
রমণীয় কমনীয় যত কিছু সবই
জেনেছি সে লাবণি তোমারি !

জাগে প্রাণে অনুরাগে তাই ক্ষণে ক্ষণ
মিলন-কামনা তব সুখের স্বপন—
চিরসাথী আমি গো তোমারি !

তোমারে হৃদয়ে প্রিয়ে কভু যদি রাখি,
পরশ রভসে তবে বলো হবে নাকি
শ্লথবেণী কবরী তোমারি !

ঝরে বারি দু'টি চোখে, কেঁদে মরে প্রাণ ;
খুঁজে ফিরি ঘরে ঘরে নিশি দিনমান
ক্ষণিকের দেখা যে তোমারি !





পাশ দিয়ে যদি যাও কভু রানা
তুলে ধোরো তব অঞ্চলখানি,
বুকের শোণিতে ভেজে বা কি জানি
প্রেমরাগে বসন তোমারি !

একদা এ পথে গেছে সখি যারা
দিয়ে গেছে বলি আপনারে তারা,
আমিও সে দলে ছিনু সব-হারা
ভিখারী এ প্রেমিক তোমারি !

ব্যাকুল আমার এই ভাঙা প্রাণ,
সেথা শুধু শুনি বিরহের গান
রোদনে রণিয়া বাজে দুখ-তান
ওগো প্রিয় বিরহে তোমারি ।

তোমার নয়নে কটাক্ষ বাণ
নাহি যদি তোলে হৃদয়ে তুফান—
প্রেমের মহিমা কোথা পাবে মান ?
রূপসী লো, সে ত্রুটি তোমারি ॥

দিওয়ান-ই-হাফিজ

ভাগ্যদেবী আমাদের সখি
তন্দ্রালসা নিয়ত নিরখি ;
কখনো শুনিবে এসে সেকি
আমাদের প্রেম নিবেদন ?
—কৃপা সে তোমারি !

প্রেমিকের বুকভাঙা কাজে
জমে' ওঠা আঁখিজল মাঝে
জেগে ওঠে যেন কার দেখি
ছল ছল যুগল নয়ন !
—সে-মুখ তোমারি !

বাতাস বহিয়া আনে জানি
তোমার কপোল হ'তে রানী
বিকচ গোলাপ কলিগুলি ;
অমৃত সুরভি লভি তার,
আমোদিত হৃদয় আমার ;
গোলাপ বীথির ফুল ধূলি—
পদরেণু সে যে গো তোমারি !



মিলনের সুখভূমি ছাড়ি
যদিও সুদূরে দিছি পাড়ি,
অনুরাগে নহি দূরে, প্রিয় !
তোমারি প্রভুর ঘরে বাস,
জানি মোরা তাঁর ক্রীতদাস ;
পরাধীন কোথায় সক্রিয় ?
— তবু আমি স্তাবক তোমারি !

তুমি যে রাজার রাজা, তুমি প্রিয়তম ;
থাকো মোর প্রেমলোকে ধ্রুবতারা সম।
বিধির দোহাই ! চাই এই কৃপা শুধু ;
ভিখারী এ কৃপার তোমারি !

চারিদিক হ'তে ওই গগনেরই মতো
পারি আমি ওগো প্রিয় হয়ে সন্নত
চুমিতে তোমার ওই সভাতল, যেথা
পদধূলি পড়েছে তোমারি !

হাফিজ কামনা করে আজি সকাতরে
পুরাও বাসনা, রাখি অধর অধরে।
নিত্য যেন লভে স্বাদ, সাধ তার প্রাণে–
অধরের অমৃত তোমারি !



দিওয়ান-ই-হাফিজ

তিন



ওগো সাকি, জীবনের আনন্দরূপিণী !
সুরার সৌন্দর্য ধারা—চন্দ্রালোক জিনি—
বিজয়িনী, দাও দাও ছড়াইয়া আজ,
দীপ্ত করো পাত্র   আমাদের !

হে, কবি শোনাও তব মিলনের গান,
ভরিয়া উঠেছে হের সকলের প্রাণ !
পূর্ণ যত অসম্পূর্ণ জীবনের কাজ,
মনোবাঞ্ছা পূর্ণ   আমাদের !

সুরাপাত্রে প্রতিবিম্ব হেরি প্রেয়সীর,
অধরের মধু পানে হৃদয় অধীর !
জানো কি প্রেমের স্বর্গে করিছে বিরাজ—
প্রমত্ত এ চিত্ত   আমাদের !



আঁখিতে কটাক্ষ মরি, তীক্ষ্ণ মনোহর,
দীর্ঘ ঋজু তনুদেহ পরম সুন্দর !
লীলায়িত অঙ্গশোভা চারু
মূর্ত যেন স্নিগ্ধ দেবদারু,
দীর্ঘশ্বাসে দোলে   আমাদের !

সঞ্জীবিত চিত্ত সখী নিত্য প্রেমে যার,
মৃত্তিকার ধরণীতে মৃত্যু নাই তার ।
লোকোত্তর প্রেমের বারতা
বিশ্ব-ইতিহাসে রহে গাঁথা
চির সত্ত্বা বহে   আমাদের !

দিওয়ান-ই-হাফিজ



হিমেল হাওয়ার হিল্লোলে গো,
গুল্ বাগিচায় ফুল দোলে গো !
শিশির-ভেজা কমল সম,
উঠলো ফুটে হৃদয় মম ;
ভাগ্য-পাখী দুঃখ-হরা,
প্রেমের জালে পড়বে ধরা—
হয়তো আমাদের !

ঝরুক হাফিজ নয়ন জল,
ভরুক তোমার মরম তল ;
এমন তরো হ'তে তো পারে,
ভাগ্য-পাখী আসবে দ্বারে ;
সুধার ক্ষুধায় সন্ধ্যাকালে
পড়বে ধরা প্রণয়-জালে—
হয়তো আমাদের !





চার

এস বন্ধু, এস এস,
    চলেছো কোথায় ?
    চেয়ে দেখ মুকুরের প্রায়
        সমুজ্জ্বল পানপাত্র
            লুটায় ধুলায় !

নাও বন্ধু, পান করো,
    এসেছে সুদিন !
    রাঙা চুনি সিরাজী রঙীন
        জৌলুসে নিমেষে মাত্র
            নয়ন ভুলায় !

বাঁচবে ধরায় যে কটা দিন,
জীবন-জোয়ার না-হ'তে ক্ষীণ
    ভোগ ক'রে নাও দেহের সুধা,
        থাকবে না ওর কিছুই অবশেষ ;

সাধ জাগে যার স্বর্গে যাবার,
দাও যেতে দাও তাদের ওপার।
    আমরা শুধুই এপার চিনি ;
        জানতে না চাই—ওপারে কোন্ দেশ ?



দিওয়ান-ই-হাফিজ



হে মোর হৃদয় শোনো
ভোলো যত নেশার আমেজ ;
বিদায় নিয়েছে জেনো
বহুদিন যৌবনের তেজ ।

জীবনে সবুজ বনে
রমণীয় তরুর শাখায়,
ফোটেনি কখনো তব
সুরভিত একটি গোলাপ ।

জরাভারে লোল দেহ,
সাদা হ'ল মাথা ভরা কেশ,
রসের সাগর তব
মরু তাপে পুড়ে হ'ল শেষ ।

যে অধর শুকায়েছে,
কেন আর ভেজাও সুরায় ?
খ্যাতি ও যশের মোহে,
বৃথা তুমি বকিছ' প্রলাপ ।

মহাকালের মহোৎসবে,
সবাই হেথা ক্ষণিক রবে ।
শূন্য হ'লে সুরার পাত্র
ফিরবে যে যার আপন ঘরে ।

চিরন্তনের মিলন আশা
হায়, তোমাদের এই দুরাশা
মিটবে না যে মৃত্যু হ'লেও !
বুঝবে এসব অনেক পরে ॥





"মহাকালের মহাসভায় সবাই শুধু ক্ষণিক তরে
এক চাঁদ সুরার পাত্র ফিরবে যে যার আপন ঘরে।"

দিওয়ান-ই-হাফিজ

তব অবগুণ্ঠন
করি যদি লুণ্ঠন,
পাবো কিগো দর্শন
দেখা যার পেতে চাই ?

দিবানিশি যার মন,
সুরা-রসে নিমগন ;
জানে শুধু সেইজন
দেখা আমি কার পাই !



আসিয়াছি দুয়ারে তোমার,
সেবকের ল'য়ে অধিকার।
হে প্রভু, করুণা তব যাচি,
চরণের দাস হয়ে আছি—
মুখপানে ফিরে তুমি চাও !

সুখের বাসনা ছিল যত,
আজি তা হয়েছে অপগত ;
হৃদয়ের যত অভিমান
তোমারেই করিয়াছি দান,
প্রেম শুধু এক কণা দাও !

হাফিজ ভুলেছে ভেদাভেদ,
গুরু যার নিজে জামশেদ্
সুরাপানে সে যে শিষ্য তাঁর ;
হে সমীর, সালাম আমার
প্রভুর চরণে নিয়ে যাও !



জ্ঞানী গুণী যাঁরা হেথা,
সকলেরই মতে—
মোরা শুধু অপযশ ভাগী ;
চাহিনা স্থনাম কিছু।
জীবনের পথে,
খ্যাতি যশে নহি অনুরাগী।

দাও দাও, সুরা পাত্র
দাও হাতে তুলি।
বলো আর কতকাল ঘিরে
ক্ষ্যাপা বায়ু ছড়াইবে
আঁধিয়ার ধূলি,
মূঢ় যত বাসনার শিরে ?

পাঁচ

ওগো সাকি, রাখো এ মিনতি ;
ওঠো ওঠো ত্বরা,
সুরাপাত্র দাও হাতে তুলি।
সময় যে যায় দ্রুতগতি ;
প্রাচীনা এ ধরা
কালের চোখেতে দেয় ধূলি !

জাদু মোরা জানিনা ইরাণী,
মজেছি সুরায় ;
আছি শুধু ভরসায় তব।
আকাশের বুকে নীলবাস
আমারে ঘুরায়,
টান মেরে ছিঁড়ে দেখে লব।



আমার অন্তরে যাঁর আনন্দের ডেকেছিল বান,
আজি সে আনন্দময়ে লভি' হৃদে তৃপ্ত হ'ল প্রাণ!

তরঙ্গিয়া ওঠে যেন
চিত্তে মোর সুখ-স্রোতস্বিনী,
আনন্দ-সাগরে আজ
ভাসালেন কৃপা ক'রে তিনি।
দেহ-দীর্ঘ দেবদারু,
শোভা—স্নিগ্ধ রজত সুষমা;
আমার ধ্যানের ধন,
চিরন্তন চিত্ত-মনোরমা;

মুগ্ধ আঁখি হেরি তাঁর অনুপম সমুজ্জ্বল রূপ,
অন্তরে দিল সে জ্বালি জীবনের প্রেম-স্নিগ্ধ ধূপ!





হাফিজ, অপেক্ষা করো,
ধৈর্য ধ'রে থাকো শান্ত মনে;
দুর্ভাগ্য এসেছে বলে
দুঃখে বৃথা হোয়োনা বিকল;
হয়তো লভিতে পারো
অনাগত কোনো শুভক্ষণে,
ব্যর্থ তব জীবনের
আজন্মের কামনার ফল!

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

ছয়

গতরাতে বুলবুল্
ছিল প্রিয়ে অনুকূল,
গেয়েছিল মদির মধুর ;
সুরা আর গোলাপের
সহবাস প্রলাপের,
তুলেছিল এলামেলো সুর !

ওগো সাকি, সুরা দাও,
প্রাণহরা গান গাও ;
মনোব্যথা করো মোর দূর ;
প্রমত্ত হোক্ প্রীত,
হোক্ পুন সঞ্জীবিত
মৃতচিত জীবন-বধূর !



তোমার যদি ইচ্ছা এটাই—
বদ্‌লে লেখো ললাট-লিপি ;
ভাগ্য নিয়ে খেলছো তুমিই,
দু'হাতে মোর চক্ষু টিপি !

উপদেশ চাও্ তুমি ? নেই কিছু জমা !
দুটি মাত্র মন্ত্র নিয়ে করি আমি ঘর।
'বন্ধুজনে দয়া' আর 'শত্রুজনে ক্ষমা !'
হ'তে পারে স্বর্গে মর্ত্যে এরা প্রীতিকর !

যে পথে ভাই সুনাম মেলে,
সে পথে মোর চলতে মানা !
কোথায় পাবো সুযশ বলো ?
খবরটা তার নেই কো জানা।

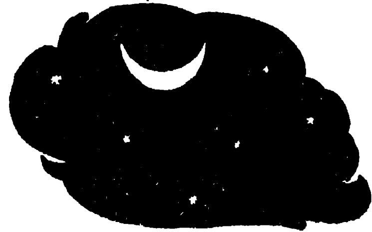
এই যে সুরা—তিক্ত কটু, সূফীর দলে বলে—
অপরাধের ওই তো প্রসবিনী !
সর্ববিধ পাপের পরে প্রভাব ওরই চলে ;
ধার্মিকেরে অধর্মে লয় জিনি।

আমরা জানি মায়ের চেয়েও পবিত্র ওর স্নেহ,
ও আমাদের প্রেমের পূজারিনী !
অধর্ম ওর নেই শরীরে, কলঙ্কহীন দেহ,
অভ্রশিলার শুভ্র নির্ঝরিণী।

ওর অধরেই পাই কুমারীর প্রথম চুমার স্বাদ,
মধুর চেয়েও মধুর সে যে প্রিয়,
সবার চেয়েই আনন্দময় পবিত্র প্রসাদ !
মর্ত্যে সুরা স্বর্গেরই অমিয়।



দিওয়ান-ই-হাফিজ



দুর্দিনে দেখ যদি ভাই,
দুঃখের সাথী কেহ নাই ;
সুরাপানে থেকো মশ্‌গুল্।
পূর্ণ হবেই তব সাধ
অমৃতের লভি আস্বাদ
রাজা কি ভিখারী হবে ভুল !

নিঠুর, হোয়ো না হেন জেদী ;
হেনো না ভ্রূকুটি হৃদি-ভেদী ;
হোক্ তব ক্রোধ পুড়ে শেষ।
পড়ে যদি মনোচোর হাতে
পাষাণ হৃদয়ও গলে তা'তে
থাকেনা তো কঠিনতা লেশ।

রসিকা রূপসী নারী যাঁরা,
মৃতদেহে প্রাণ দেন তাঁরা—
ইরাণের এই তো প্রবাদ।
জ্ঞান-বৃদ্ধ যাঁরা, খুঁজে দেখে
জনে জনে সাকি আজ ডেকে
শুনাইয়া দিও এ সংবাদ !



সুগায়ক যদি কেহ ভাই
গাহে এই গজল্ সংগীত,
ধর্মভীরু বৃদ্ধ যারা হায়,
আয়ুশেষে প্রায় উপনীত,

তাদেরও আনিবে টানি হেথা
তরুণের নাচের মজ্‌লিসে ;
জীর্ণ কণ্ঠ দিবে ভরি জেনো
বসন্তের বুল্‌বুলের শিসে।

হাফিজ, পোরো না আর
সুরায় বিবর্ণ দীন বেশ,
তালিমারা ছিন্ন সাজ
খুলে ফেলো, করো ওর শেষ

জানি প্রভু তব বাস
সুনির্মল দিব্য শুভ্রতর,
আমরা মলিন অতি,
আমাদের তুমি ক্ষমা কর॥

সাত

যৌবনের দীপ্ত প্রভা জীবন কুঞ্জের শ্রেষ্ঠ ধন !
তরুণী গোলাপরানী
বিলায় আনন্দ-বাণী
বুলবুলের মধু কণ্ঠে মাধুর্যের অমৃত ক্ষরণ !

হে মলয়, যাও যদি নবশষ্প-প্রান্তরের বুকে,
স্পর্শ করো যদি তার শ্যামায়িত সুন্দর যৌবন ;

দেবদারু তরুপাত্রে গোলাপের স্নিগ্ধ হাসিমুখে,
স্বর্গীয় সুবাসে কোরো আমাদের শ্রদ্ধা নিবেদন ॥

চাঁদ তুমি ওই আকাশ চূড়ে
আমার হৃদয় রাজ্য জুড়ে
রাখলে পেতে তোমার সিংহাসন ;

তোমার কালো কোঁকড়া চুলে
মোর কামনা উঠছে দুলে
অঙ্গ-[illegible] করে মন !

মুক্ত হয়ে [illegible]
পালিয়ে [illegible]
[illegible] তো [illegible]মের পরম ক্ষণ !





একমুঠো মাটি শুধু যার
শেষ শয্যা, বলো দেখি তার
কিবা কাজ বৃথা গান গেয়ে
কার আশে থাকা শূন্যে চেয়ে ?

অনাসক্ত মন যেথা
সন্তোষ অনন্ত সেথা,
সেই তো ঐশ্বর্য সখি ; সেই তো সম্পদ !

রাজশক্তি নাহি পারে
বাহুবলে লভিবারে—
কভু সেই শ্রেষ্ঠধন সে পরম পদ !

হাফিজ, সর্বস্বদানে
সিদ্ধ হও সুরাপানে,
তবে তো প্রকৃত সুখী হবে কোনোদিন।

কোরো না সবার মতো
কোরাণেরে পরিণত—
আত্ম-বঞ্চনার ফাঁদে, হ'য়ে অর্বাচীন !

আট

হায়, শিরাজের বিজয়িনী
ল'য় যদি মোর হৃদয় জিনি'
ভাগ্য ব'লেই মানবো আমি তাই,

তার কপোলের তিলের তরে
বিলিয়ে দেবো অকাতরে
খাস্ বুখারা সামারখান্দ ভাই!



ওগো সাকী, প্রিয়-প্রেমাতুরা!
ঢেলে দাও বাকিটুকু সুরা,
শুষে নিই পাত্রখানি চুমি ;
স্বর্গ তো পাবেনা খুঁজে তুমি
রুক্‌নাবাদের নদীতীরে!
সুস্বাদু সুপেয় যার নীরে
অন্তরে ভরিয়া দেয় প্রীতি,
সেথা কোথা বিরহের গীতি?
স্বর্গে নাই ছায়া[illegible]ফুল ।
মুশালার [illegible] কোথা খুঁজে পাবে বসোরার গুল্ ?



জানি, প্রেম প[illegible] আছে আমাদের,
এও জানি, প্রয়োজন নাহি কিছু এর ;
প্রেয়সীর সৌন্দর্য বিচারে
বলো এ সংসারে
মেলে কি গো কিছুর তুলনা?
তবু বলি, একথা ভুলনা—
সুন্দরী যে সুদর্শনা, সুকেশিনী, রূপে নিরুপমা,
লাবণ্যের দীপ্তি তাঁর, তাঁর স্নিগ্ধ বর্ণের সুষমা,
কপোলের কৃষ্ণতিল, ললাটের ভ্রূরেখা বঙ্কিম,—
তুচ্ছ সে রূপের কাছে, স্বর্গের সৌন্দর্য মাঝে
বিরাজিছে যে মহামহিম!
অরূপের রূপ তাঁর—অপরূপ, অনন্ত, অসীম!

য়ুসুফের রূপ যেন বেড়েই চলেছে দিন দিন,
প্রেমের আলোকে দেখি রূপলোকে প্রকাশ নবীন!

তাই তো আমার মনে হয়
জেনানা ত্যেজিয়া শেষে জুলেখা নিশ্চয়
আসিবে বাহিরে তার প্রণয়ের টানে ;
অনুরাগ চিরদিনই অনুরাগে মানে!

দিওয়ান-ই-হাফিজ



শোনাও সুরার স্তুতি,
কাব্য-গীতি ঢালো চিত্তপুরে।
ঝরুক সঙ্গীত সখী,
অবিরাম প্রেমস্নিগ্ধ সুরে।

কালের রহস্য খুঁজে
ঘুরিব না এ-অকালে মিছে ;
সে কেবল ছোটা হবে
অধরা সে আলেয়ার পিছে।

কোথা আছে সৃষ্টিকর্তা ?
কোন্ লোকে ? কি তার প্রমাণ ?
জ্ঞান বুদ্ধি চিন্তা ল'য়ে
আজও কেহ পায়নি সন্ধান !

পাবেও না কোনোদিন
ধর্মপথে অবিশ্রান্ত ঘুরে,
গুহায় নিহিত সে যে
রহস্যের অন্ধকার পুরে ॥



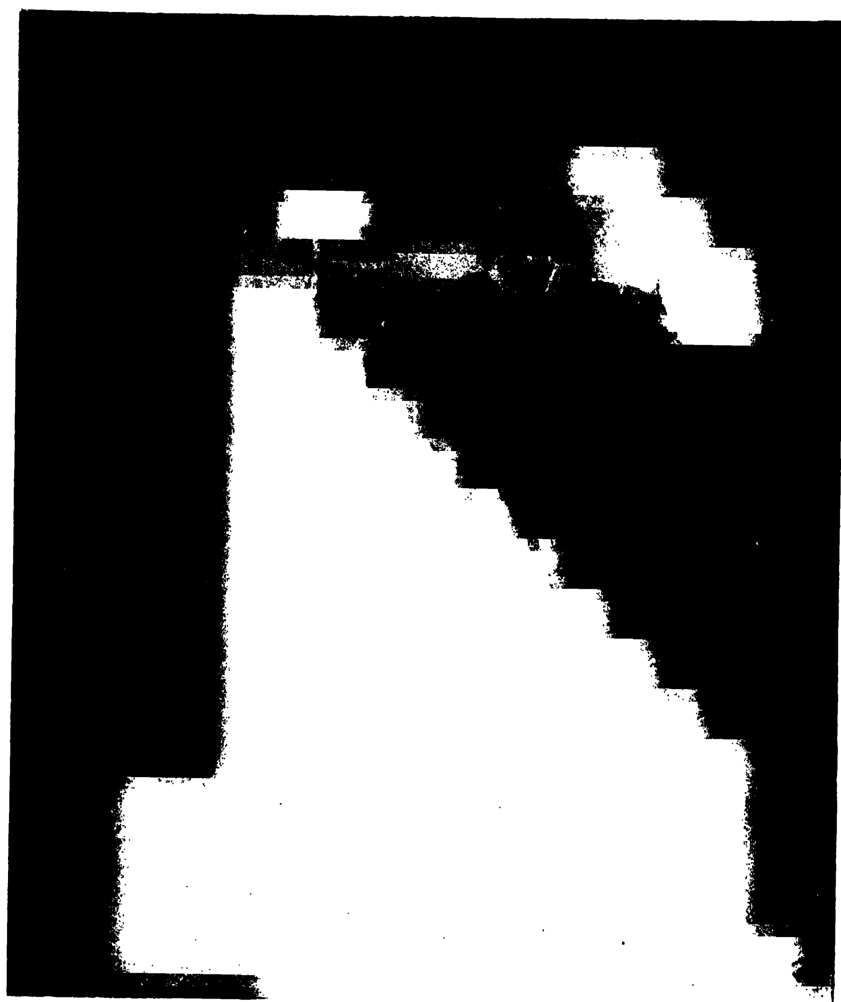
নিন্দা যদি করো তুমি
আমি তাহে সুখী,
তোমার সৌভাগ্যে প্রিয়ে
নহি আমি দুখী।

তুমি যাহা বলো তাহা
সত্য ব'লে মানি,
আমি কি কহিব বলো
আমি কিবা জানি ?

অপ্রিয় উত্তর করা
সাজে সে বর্বরে ;
মিথ্যা মধু মাখা যার
বিষাক্ত অধরে ॥

শোনাও গজল্ তুমি বোসো কাছে বালা,
সুরের সুতায় গাঁথো প্রীতি-মতি-মালা !
হাফিজ, তুমিও এসো, গাও প্রেম গান।

তোমার তরল সুরে সুনীল আকাশে,
নাচুক তারার দল চাঁদে ল'য়ে পাশে ;
বাতাসে উতলা হোক মিলনের তান।



দীন যারা তাহাদের কোনোদিন পেয়েছে দেখা কি ?
তোরে যারা ক্লান্তপদ মরুপথে ঘুরেছে একাকী।

দিওয়ান-ই-হাফিজ



নয়

তরুণী রূপসী যারা
হেসে খেলে ঘোরে লঘু প্রাণে,
হে মলয়, মৃদুভাষে
তাহাদের বোলো কানে কানে,—
'ওগো চারু দেবদারু তরু !
তোমরা বহিছ দেহে
বাসনার শিখর কঠিন,
প্রেমের অনল তার
বুকে মোর জ্বালে নিশিদিন
লালসার লেলিহান মরু !

ওগো মধু-পসারিনী !
হও তুমি আয়ুষ্মতী সখি,
তুমি তো করো না ঘৃণা
সুরাপানে প্রমত্ত নিরখি ?'

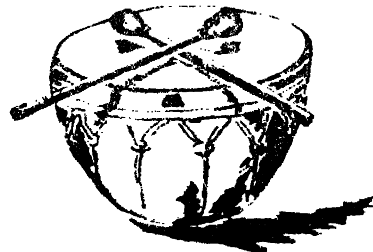
কে বা ভাল ? মন্দ কে বা ?
কে মহৎ ? কে আমরা হীন ?
তুমি তো করো না প্রশ্ন ?
কী সুন্দর তুমি উদাসীন !

প্রিয়তমে ল'য়ে পাশে
সুখে যবে করো সুরা পান,
স্মরণে কি সখি ভাসে
একদা যে গেয়েছিল গান ?
কয়েছিল কানে কানে
কত কথা স্মৃতি-প্রীতিকর,
দিয়েছিল ঢেলে প্রাণে
কী বাণী সে সুরা-সহচর ?

দীন যারা তাহাদের
কোনোদিন পেয়েছো দেখা কি ?
ঘোরে যারা ক্লান্তপদ
মরুপথে প্রান্তরে একাকী !

সৌহার্দ সম্পদ সুখ
করিলেও তোমারে বরণ,
তাদের দুখের কথা
মাঝে মাঝে করিও স্মরণ ॥

হাফিজ হেঁকে বলতে যেটা চায়,
আকাশ যদি আগেই সেটা গায়—
জোহ্‌রা জেনো গানের সুরে তার
মশারে নিয়ে নাচাবে বারে বার !



দিওয়ান-ই-হাফিজ

দশ

নমাজ ফেলে কালকে রাতে
পীর এসেছেন পানশালাতে।
দোস্ত ! এখন বল্‌তো আমায় ভাই,
হতচ্ছাড়া আমরা কোথায় যাই !

শিষ্য যে তাঁর আমরা সবে,
কাবার দিকে ফিরবো কবে,
বুঝ্‌ চিনিরে করবো এবার কী যে,
পীর আমাদের এলেন যখন নিজে !

একটি রজনী শুধু, শুধু একরাত,
পাসাণ ও হৃদে যদি করিত আঘাত
এই মোর দীর্ঘশ্বাস অগ্নিশিখা সম,

কী যাতনা সহিতেছি সারানিশি বুকে
পারিতে বুঝিতে তবে, কী দারুণ দুখে
দগ্ধ হয়ে যায় নিত্য সারা চিত্ত মম ॥



নিবিড় তব কোঁক্‌ড়া কালো কেশে
দোল দিয়ে যায় বাতাস যবে এসে
আমার চোখে বিশ্বভুবন কালো !

তোমার অলক কেবল আমায় টানে
আকুল আবেগ জাগায় যেন প্রাণে
অধীর হওয়া নয়গো জানি ভালো ॥

আমাদের দীর্ঘশ্বাস—যেন তীক্ষ্ণ তীর,
বিদ্ধ ক'রে চ'লে যায় দিগন্তের সীমা !
হাফিজ, থামাও গান। হোয়ো না অধীর
তোমার হৃদয় জানে শরের মহিমা ॥

ভেবে দেখ এ তোমার
প্রতারণা জগতে অতুল।
ভুলে যে রয়েছে তারে
ভুলাইতে কেন করো ভুল ?

তোমার আঁখির অচপল দিঠি
প্রিয় মিলনের মলিন সাজ,
আমার ব্যথিত আর্ত হৃদয়
শোণিত সিক্ত করেছে আজ !

ওগো প্রিয়তম, দেখ চেয়ে দেখ,
তব নির্মম নিঠুর কাজ,
হত্যা করেছে আহত এ চিত
বক্ষে আমার হেনেছে বাজ !

ব্যথিত হাফিজ, নিরাশ হৃদয়
বিক্ষত প্রাণ বিরহে তব,
দয়া ক'রে যদি ঘটাও মিলন
পাবে সে জীবনে তৃপ্তি নব !



এগারো

আছি সারা নিশি এই আশা ল'য়ে
মূক মাটি পানে চেয়ে,
ভোরের বাতাস শিহরি উঠিবে
উষার পরশ পেয়ে !
প্রিয়ার বার্তা আনিবে সে বয়ে
ব্যাকুল প্রণয়ী পাশে,
বলিবে মধুর মৌন ভাষায়,
তোমারেই ভালবাসে !

নিবিড় পল্লবে ঘেরা
ও দু'টি ডাগর কালো আঁখি,
বিঁধেছে নিঠুর হয়ে
আমার তৃষিত প্রাণ-পাখী !

পান করে সে আমার
কলিজার আতপ্ত শোণিত,
এ তো কভু নহে প্রিয়ে
সুকোমলা নারী জনোচিত !



দিওয়ান-ই-হাফিজ

বারো

নেমে গেছি কত তুমি জানো প্রিয়ে
জ্বলে অহরহ কী বিরহ নিয়ে
এ হৃদয়   আমাদের !
মন্দভাগ্য গেছে সবই ল'য়ে
তুমি ভাল জানো ক্ষত এ হৃদয়ে
কী বেদনা   আমাদের !

তব নয়নের পক্ষ্ম ছায়ায়
ঘনকুন্তল মেঘের মায়ায়
মনঝুরে   আমাদের !
তব লিপিদূত পশি যেন প্রাণে
নিবিড় প্রেমের বার্তাটি আনে
চেতনায়   আমাদের !

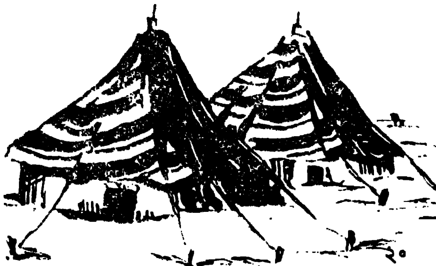
আসিয়াছি ফিরে মন্দিরে তব
তোমারে নিভৃতে জয় ক'রে লব
হৃদি মাঝে   আমাদের !
কেন করিতেছ উন্মনা তবে,
তুমিও কি প্রিয় জয় ক'রে লবে
রূপে তব   আমাদের ?



আমি চাই তুমি ভালবেসো আরো
প্রণয়-নিষ্ঠা শিখে নিতে পারো
প্রেমে যেন   আমাদের !
নিয়তি যদি না করে কভু ছল
প্রেমের সাধনা রবে গো অটল
তোমা প্রতি   আমাদের ॥

তোমার শপথ, চুপি চুপি কই
শিরশ্ছেদের আদেশেও সই
তুমি রবে   আমাদের !
যদি জীবনের সব কিছু যায়
তবু ডুবে রবে তব ভাবনায়
মন প্রাণ   আমাদের !

আকাশ করেছে যাযাবর মোরে
নানাদিকে দেখি টানে হাত ধ'রে
অহরহ   আমাদের !
ঘর বাঁধা কেন হ'ল না যে তাই
তোমার সেকথা অবিদিত নাই
ওগো প্রিয়   আমাদের !



দিওয়ান-ই-হাফিজ

ঈর্ষামলিন গগনের মুখ
হেরি আত্মার সঙ্গম সুখ
তব সনে আমাদের !

সংসার যদি বিদ্বেষ ভরে
তব প্রেম লাগি নিয়তই করে
লাঞ্ছনা আমাদের ।



সে পীড়ন জ্বালা নিমেষে থামিবে
তুমি নিজে যবে পাশে এসে দিবে
সান্ত্বনা আমাদের !

সেই ঈপ্সিত শুভরাতি লাগি
উন্মুখ হ'য়ে রহিয়াছে জাগি
তনু মন আমাদের !

তোমার অপার গুণের মহিমা,
গা'ব প্রাণ ভরি নাহি যার সীমা,
ওগো গুণী আমাদের !

তোমার রূপের বন্দনা ছলে
ছন্দ-প্রদীপে সুরশিখা [illegible]
অপরূপ আমাদের



সে সুরে হতাশ সুরভি গোলাপ,
কাব্যে আমার তোমারি আলাপ
ওগো কবি আমাদের !

হাফিজ পারেনি তত বেশি দূর
সে থাকে সুরায় হরদম্ চুর
লোকে বলে আমাদের ।

এ জগৎ ছেড়ে অপর জগতে
যেতে, সোজা পথ মেপে কোনোমতে
চলে যারা আমাদের ।

হাফিজ সে-দলে ভেড়েনি জীবনে
চলে খুশী মতো আপনার মনে
দল ছেড়ে আমাদের ॥

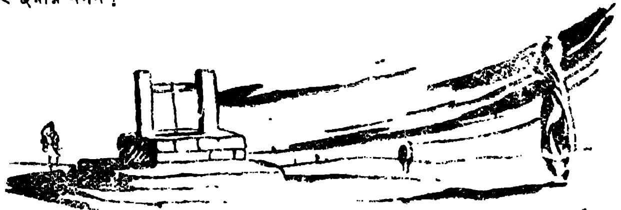


দূর ক'রে দাও যত কুণ্ঠা ভয় লাজ,
লুঠ ক'রে নাও তুমি ভালবেসে আজ
রূপসীর রক্তিম অধর,
জীবন ক্ষণিকমাত্র !
ভ'রে নাও সুরাপাত্র,
আমাদের কোথা অবসর ?

যিনি রাজা, মহারাজা, রাজরাজেশ্বর
পারো যদি তাঁর 'পরে করিতে নির্ভর,
হাফিজ, শোনো হে তবে বলি—
স্বর্গে মর্ত্যে প্রেমাবর্তে প্রাণ তব উঠিবে উছলি'
মর্যাদা গৌরব দুই হবে তব চরণের দাস
মহাশান্তি বিরাজিবে চিত্তে বারো মাস !

তেরো

আনন্দের এই তো সময় !
গেয়ে ওঠো যৌবনের জয় !
এসেছে জীবনকুঞ্জে বিলাসের ঋতু
ওরে ভীতু,
দ্বিধা ছেড়ে দৃঢ় কর্ মন ;
সমাগত বসন্তের উৎসব লগন !
নৃত্যছন্দে আয় ওরে
প্রেয়সীর কটি ধ'রে
হয়ে যাই সুরায় মগন !





ঝরিয়া পড়েছে হের—
কুসুমের সুকোমল বুকে,
মিলন-চুম্বন-ঘন-মদালস-সুখে,
অসম্বৃতা মূর্ছিতা নিশির
শিথিল কুন্তল-চ্যুত
মৌক্তিক শিশির!

ওগো মোর প্রিয় সাথী,
ওঠো, ওঠো, গেছে রাতি;
আয়ত ও আঁখি মেলি চাও,
আনিয়াছি সুরা হের,
পানপাত্র ত্বরা ভ'রে নাও!

চৌদ্দ

অপসৃত আঁধিয়ার রাত।
বিকশিছে নবীন প্রভাত;
তমসার ঘন নীলমণি
উষার আলোর জয়ধ্বনি
করিছে লুণ্ঠন!
মেঘেরা আকাশে ভেসে এসে
ভালবেসে পরায় গুণ্ঠন!

ওগো মোর প্রিয় সাথী থাকো তুমি সাথে,
প্রভাতী সুরার পাত্র তুলে দাও হাতে;
দিনেরে জানাবো প্রণিপাত
শেষ হ'লে রাত।





গোলাপ পেতেছে আজ নব তৃণে স্বর্ণ সিংহাসন !
অতৃপ্ত এ চিত্ত তাই মত্ত উচাটন ;
প্রিয়া কহে—আমি তৃষাতুরা,
নাও বন্ধু পান করো সুরা।
তরল এ অগ্নিধারা উগ্র রাঙা চুনির বরণ
তুচ্ছ ক'রে দিক আজ মিলন রভসে
আমাদের জীবন মরণ !

পানশালে খোলা ছিল যতগুলি দ্বার
বন্ধ কেন করিলে আবার ?
ওঠো, ওঠো, শোনো তুমি ওহে দ্বারপাল
চেয়ে দেখ সুরাসক্ত এসেছে মাতাল !
দাও, দাও, খুলে দাও দ্বার ;
বিলম্ব সহে না যে গো আর !

এখনও নেভেনি দীপ ;
অরুণ কি রাঙা টিপ
পরালো উষার ভালে তবু ?
অবাক করিল মোরে, দেখিনি এমন আর কভু !
না-হ'তেই নিশিভোর, কে দিল দুয়ারে এঁটে তালা ?
অসময়ে বন্ধ বলো কে করিল আজি পানশালা ?
সুরার প্রেমিক যারা
কোথা বলো যাবে তা'রা ?
এ তো বড় জ্বালা !





"ওগো সাকি, জীবনের আনন্দরূপিণী
সুরার সৌন্দর্য দ্বারা চন্দ্রালোক জিনি
বিজয়িনী, দাও দাও ছড়াইয়া আজ!"

হে জাহিদ্, প্রাণ ভ'রে করো সুরা পান,
হোক্ না মাতাল তব আলুথালু প্রাণ।
যারা জ্ঞানী, ধর্মভীরু, সাধু মহাশয়,
করুন সবাই তাঁরা ভগবানে ভয় ;

তুমি থাকো ওগো প্রিয় চিরনির্ভীক,
সরমে সরুক লজ্জা দিতে এসে কি !
কে বা না মানিবে ধন্য তব দেখা পেয়ে ?
অবাক জগৎ রবে মুখপানে চেয়ে !



জীবন রসের উৎস কোথায় জান্‌তে যদি চাও,
সঞ্জীবনী সুরার তবে খবর আগে নাও।

মধুর চেয়েও তীব্র মধুর উগ্র তরল সুরা
বিলাও যদি পাত্র ভ'রে হে মোর সুচতুরা !

সঙ্গে তোমার সারেঙ্ যদি মেলায় প্রেমের সুর,
দুর্গত-যে তার জীবনও হাসবে সুমধুর ॥

প্রবল উল্লাসে যদি
চাও তুমি নিরবধি
ভ'রে নিয়ে জীবনটা, তবে—
সেকেন্দ্রা-সেনা সম
তোমাকেও অনুপম
নির্ভীক বীর হতে হবে।

চুনির মতই লাল,
রাঙা ঠোঁট, রাঙা গাল,
তৃষিত অধর যদি চায় ;
এস তবে নাও তুমি
এ ভরা পেয়ালা চুমি,
কামনা এখানে মিটে যায় ॥

হাফিজ, কোরো না তুমি বৃথা ক্ষোভ ভাই,
এ জগতে আক্ষেপের জেনো কিছু নাই।

প্রিয়তম আমাদের নহে তো নিঠুর ;
ভাগ্য যদি গাহে প্রিয় মিলনের সুর—

নিজে সে দেখাবে মুখ গুণ্ঠন খুলিয়া,
সেদিন হেরিও তারে ভুবন ভুলিয়া !



দিওয়ান-ই-হাফিজ

পনেরো

ঘরে ও বাহিরে শান্তি যখন বিরাজে নিতি ;
সাকী দেয় সুরা, সখী সমাদরে বিলায় প্রীতি ;
কবির কণ্ঠে ঝঙ্কারি ওঠে প্রেমের গীতি—
জীবন ভোগের সেই তো বন্ধু শুভতম অবসর !

দাও তবে দাও সুরার পাত্র ভরিয়া হাতে,
কর যৌবন সফলোন্মুখ এ শুভ প্রাতে ;
অন্তর তব মিলনোৎসবে যদি গো মাতে
সার্থক হবে জন্ম, লাগিবে সুমধুর চরাচর !

আঁখি ইসারায় যেন হাতছানি দিয়া,
সুরালয়ে ডাকে মোরে, ডাকে আজি প্রিয়া !
উথলে যে প্রীতি সেথা, ভরি ওঠে প্রাণ
গাহি আমি অবিরাম রচি কত গান !

সারা নিশি ঘুম নাই, প্রেমে তাজা মন,
পানশালা হ'ল আজি যেন নিধুবন ;
সাকীর নয়ন কোণে চকিত চপলা,
স্থবিরে [illegible]-উতলা।





সুরাবিলাসীর ওই মদালস চোখে,
ক্ষণে ক্ষণে ভাবাবেশ, অসহ পুলকে
অবিরাম প্রেম-অশ্রু আনন্দে ক্ষরণ
আমার সংকল্প আজ করিছে হরণ !

ঢেলে দেছে সুরাপাত্রে লাবণি তরল
রসরাগে রূপদক্ষ সে কোন্ খেয়ালী,
গোলাপ-কলির বক্ষে লুকাতে গরল,
গোলাপী নির্যাস দিল গোপনে কে ঢালি'।

সেদিন আকাশে চাঁদ জ্বালি' শত মিলনের বাতি,
আমার মনের হাটে ক'রে গেল প্রেমের বেসাতি !
ভুলায়ে হৃদয় গেল দুলায়ে গজল গজমতি,
হাফিজ, তোমার সেই ইরানের প্রণয়-ভারতী
'রবাব্' ঝঙ্কার তুলি আলাপন সেই শুভ ক্ষণে,
শুনালো অমৃত সুর তৃষাতুরা জোহ্‌রা শ্রবণে !

বোলো

তোমার মুখের লাবণ্যে আর তনুর গঠনে প্রিয়,
স্বর্গ শোভন মন্দার তরু হয়েছে বন্দ্যনীয়।
স্বর্গই তব যোগ্য নিবাস, স্বর্গ করেছো ধন্য,
তাই তো স্বর্গে ফিরে যেতে সাধ হৃদয়ে অগ্রগণ্য।



সারা নিশি সখী নয়ন আমার
বিরহে তোমার নিদ্রাহারা
চেয়ে আছে ওই আকাশের পানে
তব দর্শনে পাগল পারা!

দৃষ্টি আমার ধায় অনন্তে
স্বর্গ নদীর সুদূর কূলে,
স্থির হয়ে আছে নির্নিমেষেতে
দূর দিগন্তে আপনা ভুলে।

শুনিয়াছি তুমি প্রসন্ন হ'লে
দেখা দাও এসে ভক্তে নাকি,
ঘুমঘোরে ফুটে আঁখিপুটে তাই
স্বপন-মদির তোমার আঁখি!

প্রতি বরষেই বসন্ত রাগে,
তোমার রূপের বন্দনা জাগে!
যে বই খুলি না দেখি অনুরাগে
লিখেছে সবাই— 'হে নিরুপম,
লাবণ্য তব স্বর্গ সম!'



দিওয়ান-ই-হাফিজ

যে ধন দুর্লভ হেথা সকলে তা চায় !
আমি তাই জানাই তোমায়,
আজি এই নিশীথে নিভৃতে
আমার এ ক্ষত বুকে, জরিত যকৃতে
আছে প্রিয়, করো কি স্বীকার— ?
সবার অধিক অধিকার !



ভাবো কি তোমার তরুণ তনুর নবীন চক্রবালে,
যুগ যুগ ধরি' ধরণীর বুকে সৃষ্টির কালে কালে,
প্রেমিকেরা এসে ভালোবেসে শেষে প্রমত্ত হয়ে ওঠে ;
অসহায় সম করুণা যাচিয়া পদতলে পড়ি' লোটে !

জাহিদের উন্মাদনা, বলি শোনো সে যে,
শিরায় শিরায় ওঠে বেজে,
বেগে তার বেপথু অন্তর,
কঠিন সে মর্ম ব্যথা হৃদয়-বিদার
দুর্বিষহ প্রেম-যাতনার
তুমি বলো কী জানো খবর ?

জানি জানি তোমার সাথে
পানশালাতে আজকে রাতে
হয়েছে মোর হৃদয় বিনিময়,
প্রাণের যত আকাঙ্ক্ষা মোর
প্রেমিক আমার ! হে চিতচোর !
জীবনে যা পূর্ণ আজও নয়,
আত্মা কি গো তৃপ্ত ওতে হয় ?
উঠতো যদি হৃদয় প্রেমে ভ'রে,
তাহ'লে কি আজকে এমন ক'রে—
রক্ত বুকের পড়তো আমার ঝ'রে ?
তোমার সাথে প্রেমের খেলায় হ'তই আমার জয়।

বিজন আঁধারে বসি' আমি শুধু ভাবি
অহরহ তোমারে স্মরিয়ে
তোমার সুন্দর মুখে স্মিতাধরে প্রিয়ে
আছে বহু হৃদয়ের দাবী !



দিওয়ান-ই-হাফিজ

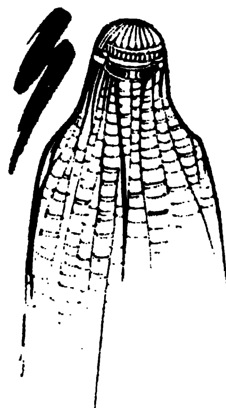


মুখ দেখেছে গোলাপ তোমার আজ কি ফাগুনে ?
ঝাঁপ দিয়েছে তাই বুঝি সে রূপের আগুনে !
তোমার অঙ্গ সুবাস ঘ্রাণে,
লজ্জা পেলো আজ সে প্রাণে ;
মিটলো বুঝি মনের কোণের সকল কুতূহল,
গোলাপ কি তাই অভিমানেই গলে গোলাপ জল ?

ভালোবেসেই তোমার ও মুখ
হাফিজ পেলো অসীম এ দুখ,
তলিয়ে গেল গভীর ব্যথার অতল সাগরে !
তোমার তরে দেখছো না আজ যন্ত্রণাতে মরে।
ব্যাকুল হ'য়ে তাই তো ডাকে,
দোহাই তোমার, বাঁচাও তাকে !
জীবন যে গো ব্যর্থ তাহার, কোথায় বাঁচার সুখ ?
তোমার প্রেমেই পূর্ণ যে তার জীর্ণ ভগ্ন বুক।

তোমার অধর দিগন্তে সই
জানি জানি জ্বলে উজ্জ্বল ওই
চূণীর মণি-প্রভা ;
বিশ্বভুবন আলো করা যার
তিমির বিনাশী কিরণ কণার
রক্ত রঙীন শোভা !

ঘোমটা খোলো, ঘোমটা খোলো,
আমার দিকে মুখটি তোলো ;
আর কতকাল চলবে বলো
লুকিয়ে তোমার থাকা ?
ঘোমটা টেনে দীঘল আরো
সরম শুধুই ঢাকতে পারো
রূপের আগুন যায় কি কারো
আগলে আড়াল রাখা ?
গুণ্ঠনে রূপ বাড়েই কেবল,
যায় না ও-ধন ঢাকা !



রুবাইয়াৎ-ই-খৈয়াম



সতেরো

পুণ্য প্রভাতে প্রীত এ মর্ম
নিঃশেষ করি নিশীথ নর্ম
তব কল্যাণ কামনাই হোক
জীবনের আজ সর্বসার।
যা কিছু শপথ যা কিছু ধর্ম
সদসৎ মোর যা কিছু কর্ম
সবার দিব্য, জানুক ত্রিলোক
আজি এ আমার অঙ্গীকার।

অশ্রু আমার উথলিয়া হ'ল প্রলয় পয়োধি জল,
তবু সে পারেনি ধুয়ে দিতে বানী
তোমার প্রেমের আলেখ্যখানি
মর্মফলকে ঝলকে সে রূপ পলকে না-চঞ্চল।

কিনে নাও তুমি কিনে নাও মোর
ক্ষত বিক্ষত হৃদয়খানি,
মূল্য কি দেবে ব'লে দাও শুনি
দর-দস্তুর খতাও বানা,
হ'লেও এ হৃদি বিদীর্ণ প্রিয়
অমূল্য এর মূল্য তবু,
অক্ষত শত তরুণ বক্ষ
নহে এর সমকক্ষ কভু।



তুমিও যদি সবার মতই করবে তিরস্কার,
হায়গো প্রিয়ে, দুঃখ আমার রাখবো কোথায় আর?
আজ যে মাতাল উচ্ছৃঙ্খল, কার সে গোপন প্রেমে,
কার লাগি' আজ পথের ধুলায় গড়িয়ে এলাম নেমে?
পানশালার এই একটি পাশে আমার এখন ঠাঁই,
গুরুর কাছে ইনাম্ পেলাম ভর্-পেয়ালায় ভাই।

সত্যের লাগি' করিও সাধনা
ব্যাকুল হৃদয়ে প্রেম আরাধনা •
আঁধার জীবনে আনিবে আলো।
করি উজ্জ্বল মানস আকাশ
হবে সূর্যের স্বচ্ছ প্রকাশ
নাশিবে নিশার তিমির কালো।
ঊষার আলোর অরুণ রেখায়
পূর্ব গগনে কিরণ লেখায়
নিখিল ভুবন লাগিবে ভালো।
করি নির্মল মলিনতা গ্লানি
সত্য ভাতিবে অসত্যে হানি',
প্রেমের প্রদীপ যদি গো জ্বালো!



পাগল হয়েছি আমি প্রেমে তব নিত্য নিশি জাগি;
দূর শৈলচূড়া আর শ্যাম স্নিগ্ধ বনানীর লাগি',
হের মন উচাটন, কেঁদে ওঠে যেন ক্ষণে ক্ষণে।
তবুও বারেক কি গো সাধ তব নাহি জাগে মনে,
শিথিল করিতে ওই রহস্যের নিবিড় বাঁধন ?
যাচে কৃপা করজোড়ে প্রেমের ভিখারী দীনজন।

দিওয়ান-ই-হাফিজ



আমাদের আত্মা কভু করেনি তো সাগ্রহে সন্ধান—
কোথা হ'তে নারী জাতি প্রথম পেয়েছে তার প্রাণ ?
তোমা 'পরে লয়ে তাই সঞ্চিত বিপুল অভিমান
জীবনের ছন্দ ভুলি গেয়ে চলি মরণের গান !

হাফিজ, কোর না দুঃখ,
ভুলে যাও মান অভিমান
জেনো, যারা সঙ্গোপনে চুরি ক'রে প্রেমিকের প্রাণ
হৃদয়ের ঘটায় দুর্গতি,
পাবে না তাহারা কেহ খুঁজে কভু জীবনে সঙ্গতি।
হেন পুষ্প তরুলতা যদি কভু শুষ্ক হয়ে যায়,
উদ্যানের অপরাধ সে কারণ বলো তো কোথায় ?

তোমার বিরুদ্ধে তুলি ফণা
ক্ষুদ্র এই কীটের রসনা
হে মোর ঈশ্বর !
অভিযোগে হয়েছে মুখর !

রূপসীরে কুটিলদশনা
এত ক্রূর-মনা
কেন যে করেছো নাহি জানি ;
নিঠুর স্বভাবও তার কেমনে বা মানি ?





[illegible]

আমার পানে মুখটি তোলো—"

আঠারো



আমার মনের কল্পনালোকে
স্বপন জড়ানো মোর দুটি চোখে
ওগো প্রিয় নিশিদিন
নিবাস তোমারি।
দয়া ক'রে তুমি জ্বালো হৃদে জ্বালো
তোমার রূপের অপরূপ আলো
জানি মোরা ওগো প্রিয়
এ গৃহ তোমারি!

তোমার গালের তিলটি সরস
প্রেমিকজনের মন করে বশ
এ অপযশ ভুবন-ভরা
জানি হে তোমারি!
অবাক তোমার তিলের রোঁয়া
পরশ মধুর জাদুর ছোঁয়া,
জড়িয়ে নেওয়া প্রেমের জালে
সে খেলা তোমারি!



শোনো বুলবুল, খুশী হবে মনে
মিলন হয়েছে গোলাপের সনে,
সুরারঞ্জিত প্রেমগুঞ্জনে
কুঞ্জ ভরেছে তোমারই
রুগ্ন হৃদয় রহে না যে বশে,
করো আরোগ্য চুম্বনরসে ;
মরণবিজয়ী ঝরে প্রাণ ধারা—
মঞ্জু অধরে তোমারই!



দেহ বটে মোর, নহে গো তোমার চরণ সেবার যোগ্য,
হৃদয় কিন্তু রেখেছি হে প্রিয় আজিও তোমার ভোগ্য,
এ হৃদয় জেনো তোমারই!
বক্ষে আমার রেখেছি গোপন যে ধন পূজার জন্য,
সে ধনে কাহারো নাহি অধিকার তোমাতে যা শুধু ধন্য!
সে ধন হে প্রিয় তোমারই!



নই গো আমি তেমন কোনো
অধম প্রেমিক জন,
বিলিয়ে দেবো অযোগ্যেরে
তোমায় দেওয়া মন?
এ মন তোমারই।

যে ধন আমি যত্নে রাখি
রত্ন কোষের বুকে—
অধরপুটের শিলমোহরে
গোপন যে মন সুখে,
সে মন তোমারই!

দিওয়ান-ই-হাফিজ





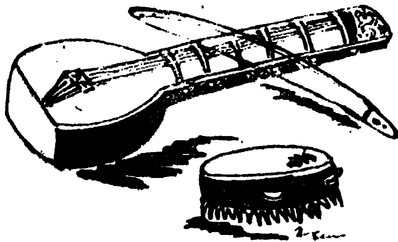
সাবাশ্ তুমি, সাবাশ্ বটে, ঘোড়সওয়ার্
ভোজবাজী এ লাগছে তোমার কাজ !
আকাশ ফোঁড়া পাগলা ঘোড়া জোর গোঁওয়ার্
বশ মেনেছে রাশের টানে আজ।
টিট্ বনেছে নাচন-কুদন-বাজ
চাবুকে তোমারই !

তুচ্ছ আমি, শক্তি কোথায়
মায়াবী ওই আকাশ হোথায়
না পেয়ে তার হালের পানি নিজেই নাজেহাল,
এ ছল তোমারই !

খেয়াল খুশির খেলার টানে,
সৃষ্টি আনে, ধ্বংস হানে ;
বিশ্ব জুড়ে ছড়াও দেখি মোহিনী ওই জাল,
ও জাল তোমারই !

তোমার গানের ছন্দে যখন,
গগন পবন নৃত্য মগন,
ভুবন মাতোয়ারা,—
জোয়ার আনে সবার প্রাণে যে আনন্দ ধারা
সে ধারা তোমারই !

হাফিজ গাহে তুচ্ছ এ গান,
সুরার সুরে ভাসায় সে প্রাণ !
আশায় আত্মহারা,
তার সুরে আজ সুর মিলে মোর যে সুর হ'ল হারা
সে সুর তোমারই !





উনিশ

আমার আঁখির আগে
না-যদি সে রূপ জাগে
অন্ধ হোক আঁখি,
চোখে চোখে রাখি তাই,
স ছাড়া যে কেহ নাই,
স্বপ্নে তারই থাকি।
থা চলে দু'চোখের দৃষ্টি অভিসার,
খানেই হেরি যেন প্রেমমূর্তি তাঁর !

তোমার মিলন-নিকুঞ্জ হ'তে
গ্রহপুঞ্জেরা লভে গো জ্যোতি,
তোমার বিরহ-যন্ত্রণা স্রোতে
নরকের পথে আমার গতি।

ওরে মোর অশান্ত হৃদয়,
তিনি যে অসীম দয়াময় !
কেন হেন কামনা-অ
প্রেম নিয়ে গর্ব ভালো নয়,
মুহূর্তেই মানি পরাজয়
ধুলায় লুটাতে প



দিওয়ান-ই-হাফিজ



কী আনন্দে হৃদয় ভাসে,
প্রেমাস্পদের চিত্তাকাশে
অঙ্গ আমার সঙ্গ লভে যবে,—
ঘণ্টা ওঠে মধুর বাজি,
দাঁড়ান এসে মোহন সাজি ;
কণ্ঠে বিলান মুক্তিবাণী ভবে।

বলেন ডেকে, শোন রে সাকি,
সংসারে তোর আর কি বাকি ?
বাঁধন ছিঁড়ে আয় না ছেড়ে বাসা।
কাজ কি রে তোর আস্‌বাবে সই,
সম্পদে সুখ হয়না তো কই
চল্ রে যেথা প্রেমের আছে আশা !

শঙ্কা জাগে আমরা এসে—
শেষ বিদায়ের সময় হেসে,
দাঁড়াই যদি সবার শেষে ভাই
লাভ তো কিছু নাই।

সেথায় সদাচারের কথা,—
পান-ভোজনের সতর্কতা
পাপের সমই শূন্য পরিমাপ ;
সইবে না সে তাপ !



নব বিকশিত ওই গোলাপের রূপ—
আলোকিত কুঞ্জবন সৌন্দর্যে যাহার !
হেরিয়াছি তারই মাঝে লাবণ্য-মধুপ
প্রেমের মন্দারে চুমে মকরন্দ সার।

পার্থিব সম্পদ কিছু না থাক আমার,
আর্থিক দীনতা দেখে কোর না বিচার।
হাফিজের মর্মকোষ স্বর্ণ-কোষাগার,
যেথা শুধু অফুরন্ত প্রেমরত্ন ভার।

হাফিজ নহেকো জেনো তত বেশি হীন ;
যতটা কলঙ্ক তার রটে প্রতিদিন,
ভেবে যদি দেখ সেটা,—সম্ভব তা' নয় ;
কে বোঝে কদর বলো ? এ কি কভু হয় ?

দিওয়ান-ই-হাফিজ

কুড়ি

স্মরণে কি আছে সখী সেদিনের কথা ?
বাঁকা চোখে চেয়েছিলে মোর মুখপানে ;
তোমার আঁখিতে ছিল প্রীতির বারতা
কটাক্ষে বিজলী তীব্র শিহরণ আনে,
প্রেমের প্রদীপ শিখা প্রাণে ওঠে জ্বলি'।

মনে পড়ে তারপর সেদিনের কথা ?
হেরি মোর অধোগতি দু'চোখে তোমার
ফুটেছিল তিরস্কার— তীব্র কাতরতা,
ফিরাইয়া লয়ে মুখ, মিনতি আমার
কঠিন চরণে প্রিয়ে গিয়াছিলে দলি।

ভুলে কি গিয়েছ সখী সেদিনের কথা—
নিমেষে কাটিত যবে মিলনের নিশি ?
প্রভাত হেরিত যেন সহকার লতা—
তুমি আমি আছি দোঁহে এক হয়ে মিশি,
জীবনের খরস্রোতে বেঁধেছিনু বাঁধ।

মনে পড়ে সে কথা কি, একদা যেদিন—
আশ্লেষে বিলীনা ছিলে আমারি এ বুকে,
নিশান্তের ইন্দু যেন [illegible]ক্ষীণ—
বিনিদ্র রজনী [illegible] সুখে।
সু[illegible] গেল চাঁদ।





মনে পড়ে, পানপাত্র মুখে তুলে ধরা—
কলহাস্যে উতরোল উল্লাসে দু'জনে,
কত কথা এলোমেলো প্রেমরসে ভরা
কেটে যেত সারা নিশি মধুর কূজনে।
বাহুপাশে সুখসুপ্ত দু'টি মুগ্ধ প্রাণ।

সে কথা কি সেদিনের হয়েছো বিস্মৃত ?
প্রমত্ত অতিথি এসে পানশালা পাশে—
পেয়েছিল খুঁজে তার প্রেমের অমৃত,
সে কি গো স্বর্গীয় সুখ মিলন বিলাসে।
মশ্‌জেদে আজিও যার মেলেনি সন্ধান।

ভুলে কি গিয়েছো রাঙা কপোল আভায়
কামনার তীব্র রশ্মি জ্বেলে দিয়ে প্রাণে,
দগ্ধ করেছিলে ক্ষুদ্র পতঙ্গের প্রায়।
আমার হৃদয় তব রূপ-বহ্নি টানে
ঝাঁপ দিতে গেছে প্রিয়ে, বারে বারে কাছে।

সেদিনের সে কথা কি আছে সখী মনে ?
গভীর প্রেমের টানে এনেছিলে টানি,
মণি গণি' গেঁথেছিলে মাল্য সযতনে
হাফিজের অন্তরের উৎসারিত বাণী—
সুর রস ছন্দে ভরা। —সেকি মনে আছে ?



একুশ

প্রিয়া মোর পলাতকা !
পলাতকা হৃদয়ের বাঞ্ছিতা বান্ধবী ;
কাঁদে হেথা বেদনায়
বিরহের অশ্রুভরা বিচ্ছেদের ছবি !

অগ্নিশিখা সমুত্থিত ধূম্র যথা অকস্মাৎ
বাতাসে চঞ্চল,
তেমনি সহসা বক্ষে দেখা দিয়ে গেল প্রিয়া
স্খলিত অঞ্চল !

কামনা রঙীন সুরা পান ক'রে মত্ত আমি,
বেসেছিনু ভালো,
কে জানিত নিভে যাবে বিদায়ের অন্ধকারে
মিলনের আলো ?

ক্ষুদ্র এ হৃদয় মোর পারেনা বহিতে আর
বিরহের ভারে,
নয়ন তিতিছে তাই দুর্বিষহ যাতনার
অশ্রুজল ধারে।

মরু বক্ষ দীর্ণ করি' তরঙ্গিয়া বহে যেন
শোণিত প্রবাহ
আমার শোকার্ত হৃদে প্রজ্জ্বলিত বিচ্ছেদের
অগ্নিময় দাহ !

জানে না সে প্রেম কিবা, অকরুণ ! বোঝে না সে
প্রেমিকের হিয়া।
আমারে ফেলিয়া তাই চলিয়া গিয়াছে হায়
পলাতকা প্রিয়া !

তখনো নামেনি ভোর, ঊষার রক্তিম আভা
ফোটেনি আকাশে !
গোলাপের চেলাঞ্চলে তখনো দেয়নি দোল
প্রভাতী বাতাসে।

দ্রাক্ষাকুঞ্জে বুলবুলের ভাঙেনি তখনো ঘুম
সুষুপ্ত হাফিজ,
হারায়েছে সে আঁধারে হৃদি হার হ'তে তার
প্রেম মণিবীজ !



দিওয়ান-ই-হাফিজ

বাইশ

আমি কহিলাম—ওগো সুন্দর !
ওগো মোর সুল্‌তান !
দীনহীন এই অজানা জনেরে
করো হে করুণা দান।
তিনি কহিলেন— কামনা-পঙ্কে
ডুবেছে আত্মা যার,
চির পথহারা অপরিচিত সে
কে রাখে খবর তার ?

আমি কহিলাম— ক্ষণকাল প্রিয়,
থাকোনা আমার সাথে ;
তিনি কহিলেন— ক্ষমা করো মোরে,
বহু কাজ আছে হাতে।
আমি কহিলাম—অমানিশা সম
ওগো কালো কুন্তলা,
অজ্ঞাত পথে অপরিচিতের
এ যে গো প্রথম চলা !

তুমি তার কাছে প্র[illegible]
নি[illegible]র,
দেখো যেন প্রাতে তোমারি লাগিয়া
করে না সে হাহাকার !
তিনি কহিলেন—অতিপরিচিত—
বন্ধু সে বরণীয়,
প্রেমের আগুনে দহে হৃদি যার
সে আমার চিরপ্রিয়।

কী বোঝে বেদনা ধনপতিগণ
শতসুখে সুখী যারা ?
ঐশ্বর্যের বিলাস আরামে
আদরে লালিত তারা !
জানেনা কে কোথা কাঁটার শয়নে
সহিছে যাতনা কত ?
শিলা উপধান শিয়রে কাদের
বিঁধিছে শূলের মতো।



তুমিও যদি সবার মতই করবে তিরস্কার
হায় গো প্রিয়ে, দুঃখ তবে রাখবো কোথায় আর ?

দিওয়ান-ই-হাফিজ



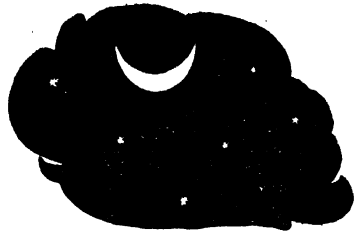
কে গো তুমি ? যার কুঞ্চিত কালো
কুন্তল শৃঙ্খলে—
বাঁধা পড়িয়াছে প্রেমিক চিত্ত
অগণিত দলে দলে ?
এ কি বিস্ময় ! রক্তিম রাগ
অরুণগণ্ডে তব !
হেরি কলঙ্ক তিলকপঙ্ক
ভালে শোভে অভিনব !

একি অদ্ভুত ! সুন্দর মুখে
উজ্জ্বল কালো রেখা !
দেখি নাই কভু হেন কস্তূরী
হরিণী চিত্র-লেখা।
তোমার সুচারু চাঁদ মুখে ওই
বিম্বিত সুরা রাগ,
বন-গোলাপের রাঙা গালে যেন
অরুণ-অধর দাগ।



আমি কহিলাম— সরাও ঘোম্‌টা
হে মোর হিয়ার চাঁদ,
অবগুণ্ঠনে আবরিয়া মুখ
রচিও না মায়া ফাঁদ !
তিনি কহিলেন— বিমূঢ় হাফিজ,
বিচিত্র এ তো নয়,
আজিও জগতে কত অভাজন
প্রেমেতে দেওয়ানা হয়।

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ



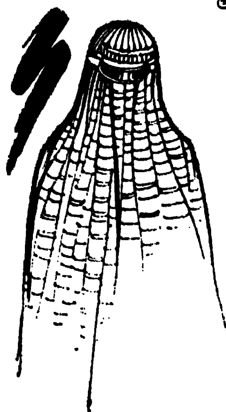
তেইশ

ওগো প্রিয়, চাঁদে যত সৌন্দর্য প্রতিভা,
সে তো তব জ্যোতির্ময় লাবণ্যের বিভা!
যা কিছু রূপের দীপ্তি দেখিতেছি তায়,
সে তো সবই টোল-খাওয়া কপোলে তোমার।

অজ্ঞাত মনের কোণে ঘুমাইছে যারা
সুপ্ত সে কামনা যত যদি জাগে তারা
নিখিলের চিত্ত হবে বে-আব্রু তখন
বোর্‌খা খসিয়া পড়া নর্তকী যেমন!

আমার বিরহী হিয়া শ্বসিছে একাকী
ওগো তুমি চিতচোরে বলিও সে কথা,
বন্ধু মোর কিছু আর রাখে নাই বাকি,
শপথ করিয়া বোলো—সত্য এ বারতা।

তোমার আঁখির ঘন কটাক্ষ নিক্ষেপে
আনন্দের চেয়ে যে গো পেয়েছি বেদনা,
প্রমত্ত হয়েছি প্রায় চিত্তের বিক্ষেপে
তবু দেখা দিবে না কি—মদির-লোচনা?



কর্ম মাঝে কোথা ধর্ম? জীবন ফুরায়ে এল,
কোথা তার মিলিবে সন্ধান?
সম্মুখে চাহিয়া দেখি, অফুরন্ত প'ড়ে পথ
কোথা শুরু? কোথা সমাধান?

অন্যায় অধর্ম সাথে পাপের সম্বন্ধ জানি,
জানি না কোথায় পুণ্যপুর?
সুফীর সংগীত সখি, কোথায় শুনিতে পাবো?
কোথায় প্রেমের মিষ্ট সুর?

দিওয়ান-ই-হাফিজ

অন্তর কাতর মোর ভণ্ডামির ছদ্মবেশে।
ধর্মের মন্দির কোথা পাই ?
কোথা অগ্নি-পূজারীর অর্চনা-আলয় বলো ?
সুরা মেলে কোথা গেলে ভাই ?

বিদায় লয়েছে প্রিয়ে, বিগত সুখের দিন।
শুধু স্মৃতি জাগে মনোহর,
ভ্রূকুটি কুটিল আঁখি—হারালো কোথায় আজ ?
কোথা সেই চাহনি সুন্দর ?

বন্ধুর সুন্দর মুখে কী মাধুর্য হেরি আজ
শত্রু-আঁখি স্থির অচঞ্চল ?
মৃতের সমাধি শিরে প্রদীপ জ্বলিছে কোথা ?
কোথা গো সূর্যের মর্মস্থল ?

তোমারে দুয়ারে যত সঞ্চিত চরণ-ধূলি
স্বপ্ন সে যে আমাদের ভাই !
ওগো বলো, কোথা যাবো, কোথা গেলে তারে পাবো ?
হেথা হ'তে কোথা বলো যাই ?





রূপের রুচির লোভে প্রলুব্ধ হ'য়ো না মিছে,
ওরা যে প্রেমের অন্তরায় !
ওরে মন, কোথা যাস্, কিসের সন্ধানে বল্
ব্যস্ত হ'য়ে ছুটিস কোথায় ?

ওগো বন্ধু, বৃথা খোঁজো, হাফিজের ভাগ্যে নাই
সুখ শান্তি কোনোটাই হায় !
অভাগার কোথা সুখ ? স্বস্তিই বা কোথা বলো ?
চিরনিদ্রা—তাই বা কোথায় ?

দিওয়ান-ই-হাফিজ



পণ্ডিতে বুঝিতে নারে, না-পারে মূর্খেরা,
বাহিরের দৃষ্টি নিয়ে মেলে না সন্ধান ?
পানশালে কেন থাকি ?···জানে না তো কেউ
তোমার সেবায় মোর নিবেদিত প্রাণ !

ওগো প্রভু, ফিরে চাও মুখ পানে মোর,
দয়া করো, কৃপা করো এ অধম দাসে !
সুখের সকল আশা, সব-ভালোবাসা
ছেড়ে তো দিয়েছি প্রিয়, তব প্রেম আশে !

ওগো চারু চিত-চোর, সঁপিয়া দিয়াছি মোর
হৃদয়-রথের রশ্মি তব করতলে,
তুমি মোর প্রভু স্বামী, তোমার প্রেমিক আমি
চির-অনুগামী দাস চরণ কমলে।

জামশেদী পানপাত্র অধরে ছুঁয়েছি মাত্র,
হাফিজ যে সে আসবে অনুরাগী অতি,
আমার সংবাদ নিয়ে যাও বায়ু দাও গিয়ে
জামের শেখকে তাঁর দাসের প্রণতি

চব্বিশ

ওগো দোস্ত, এস এস, ভরা পেয়ালায় হের আয়না উজল !
লোভাতুর চোখে দেখ কী মধুর রাঙা সুরা করে টলমল।

আঁখি-পাখী বেচারারা অযোগ্য শিকারের। তুলে নাও জাল।
তোমার প্রেমের ফাঁদ এখানে তো আছে জানি পাতা চিরকাল !

ভেসে যাও বর্তমানে, তাকায়ো না পিছে,
আনন্দ মুহূর্ত জেনো অতি ক্ষণস্থায়ী !
যেতে দাও আদমকে আকাশের দিকে—
স্বর্গের পরীর দেশে নিরাপদে ভাই।

কালের আসরে তুমি যত পারো করো
পিয়ালা ভরিয়া পান, তারপরে ঘুম।
ক্ষণিকের খেলা শুধু, সময় তো নাই ;
চির-মিলনের আশা— আকাশ-কুসুম !

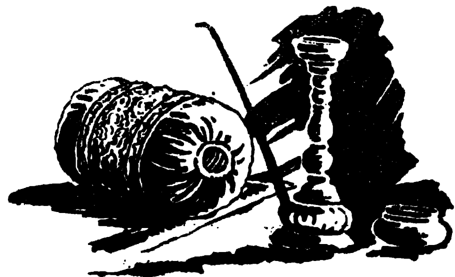


অপরূপ তব সঙ্গ সেদিন নিভৃত রাতে
কী যে প্রীতি-ডোরে বাঁধিল হৃদয় তোমার সাথে,
মিলন কামনা নামিল দুর্নিবার।
তব কেশপাশে, চিবুকের তিলে, নয়ন পাতে,
মজেছিনু আমি মরমের মিল হেরিয়া তাতে,
বিরহ সাগর উথলে বারংবার।

তোমারি লাগিয়া হৃদয় আমার কাঁদে যে প্রিয়
জানো কি নিদয় কত তুমি মোর বন্দনীয় ?
তোমার আসন বিছানো আমার বুকে।
এ শুধু বুঝিবে কারবালা পথে যাদের প্রাণ,
পিপাসা-কাতর, গাহে সাহারার মরণ গান !
শুষ্ক নয়নে ঝরে না অশ্রু দুখে !

তোমার সুন্দর মুখ সৌন্দর্যপ্রভায়,
উজ্জ্বল করেছে যেন আশ্চর্য আভায়
কোরাণের শ্রেষ্ঠ শ্লোক আমাদের কাছে।

তাই তো আমরা আজ এই জানি সার
আনন্দের চেয়ে বড়ো কিছু নাই আর।
প্রেম ছাড়া পৃথিবীতে বলো কিবা আছে ?





পচিশ

ওগো বায়ু, আমাদের বার্তা লয়ে সাথে
অন্তরের বাণী-বহ, বোলো গিয়ে তাঁরে
সত্যে যারা অবিশ্বাসী তাহাদেরই হাতে
ক্রীড়ার কন্দুক যেন দেন ভুলাবারে।

আনন্দ-নন্দন হ'তে দূরে আছি ভাই
যদিও নাহিক' সাধ দূরে থাকিবার,
তোমার রাজার ভৃত্য আমরা সবাই,
তা ব'লে আমরা নহি কারো চাটুকার !

হে মোর রাজার রাজা, এই ভিক্ষা চাই,
ব্যাকুল মিনতি মম শোনো মুখ তুলি।
আকাশের মতো যেন চুমিবারে পাই,
সভাতল-লীন তব চরণের ধূলি।

দিওয়ান-ই-হাফিজ



যে-মানুষে ভগবান গড়েছেন নিজরূপে
সে তোমারই জেনো একপ্রাণ,
বন্ধু ব'লে তারে যদি নিতে পারো বুকে তুলি
দুঃখ তব হবে অবসান।

হে মোর তৃষিত-আত্মা, বীরশ্রেষ্ঠ যিনি,
সুবাব গবলে যদি ভ্রষ্ট হন তিনি
উপায কি বলো তবে তাব ?
উচিত কি আমাদেব সেদিনই প্রথম
ছেড়ে দিয়ে যত কিছু সততা সংযম
নির্বিচাবে কবা অনাচাব ?

সুখেব সময সখি, আমোদে প্রমোদে,
সুবাপানে দিবানিশি যাপি' ঋণশোধে—
দুনিযাব দেনা দু'দিনের।
চরণ পবশে ধন্য আমবা রাজাব—
এ গৌবব ববে না তো হাফিজ তোমাব ?
রবে শুধু ত্রুটি জীবনেব।



দেখাও বারেক মুখখানি তব
উঠুক বিশ্ব ব্যাকুল হ'যে
পেলব অধর কাঁপাও ঈষৎ
কেঁদে সারা হোক তোমারে ল'য়ে।

পবান আমার কণ্ঠে এসেছে
জাগে মনে ক্ষোভ দুর্নিবার,
কিছুই হ'ল না প্রেম সাধনায়,
প্রণয়ীর দ্বারে ভিক্ষা সার।



ছাব্বিশ

সন্ধানে তাঁর থামিব না আর
মিলন না-হয় যতক্ষণে,
হয় পাবো, নয়, এ জীবন দেবো,
প্রেমের লাগিয়া মরণ পণে।

মৃত্যুর পর দেখো গো তোমরা
মাটিতে আমার কবর খুঁড়ে,
মনের আগুন জ্বলে ধিকি ধিকি
ওড়ে ধুম তার কাফন ফুঁড়ে।

তোমার শ্রীমুখে শুনে আক্ষেপ
জেগে ওঠে মনে গভীর দুখ।
বিপন্ন জনে আশার বারতা
শোনায় যে শুধু তোমারই মুখ।

আপনার মনে কহিনু মনেরে
মনটা ওদিকে দিওনা কভু,
মন কহে, সাজে এ-কাজ তাহারে—
যে-জন নিজেই নিজের প্রভু।

তোমার প্রতিটি কালো কেশজালে
পাতা আছে প্রিয় শতের ফাঁদ,
আমার মনের দেবে কি মুক্তি
কুটিল কেশের জটিল বাঁধ?

গুলবাগিচায় তোমার রূপের
গোলাপী গোলাপ উঠিছে ফুটি,
মলয় বাতাস চুম্বন আশে
আসে বাগিচায় কেবলই ছুটি।



দিওয়ান-ই-হাফিজ



শঠ লম্পট সম নিতি নব
রূপসী নারী কি বরিব তবে ?
ছাড়িব না আমি অঞ্চল তব
যতদিন দেহে জীবন রবে।

প্রেমিকের দলে হাফিজের বটে
'সুরা-সুন্দর' সুনাম রটে,
যেখানেই যাই এই খ্যাতি মোর
শুনি লোকমুখে সর্ব ঘটে।

ফিরে পায় ফুলবন পুনঃ তার যৌবন
পুষ্প কানন ওঠে হেসে!
গোলাপের খুশী ফের বুল্‌বুল্‌ কণ্ঠের
সংগীত সুরে আসে ভেসে!

নব তৃণে প্রান্তর সাজে পুন সুন্দর
মলয়! সেথায় যদি যাও,
দেবদারু গৌরবে, গোলাপের সৌরভে
হৃদয়ের মিনতি শোনাও।

ভুলিয়া কি গেছ তুমি, তব শেষ আশ্রয়
হেথা শুধু মাটি এক মুঠি ?
বলো তো কি প্রয়োজন তোমাদের গড়িবার
মেঘ-ছোঁয়া উঁচু মাথা কুঠি ?



হাফিজ! চালাও সুরা। ভণ্ডামি ছেড়ে দাও।
পানশালে সুখে করো বাস।
কিন্তু, দোহাই তব, নির্বোধ মূঢ় সম,
কোরাণেরে কোরো না বিশ্বাস!



সাবাশ্ তুমি, সাবাশ্ ঘোড়-সোয়ার!

ভোজবাজী প্রায় লাগছে তোমার কাজ—



সাতাশ

পরান-প্রিয়র আলিঙ্গনে তুমি
সুরায় সরস অধর দু'টি চুমি
প্রসাদ সুধা যখন করো পান,
স্মৃতির আলোয় তখন কভু তব
আপন জনের চিত্র অভিনব
ছায়ার মতো দোলায় কিগো প্রাণ ?

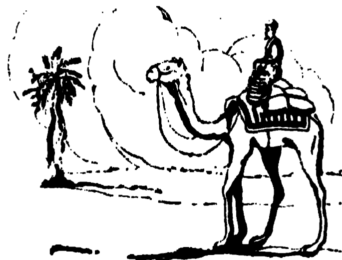
তোমার রূপের গরব সাধে বাদ।
কাতর পাখীর করুণ কলনাদ—
গোলাপ ওগো ! যায় কি তব কানে ?
কিরাত আপন কল্পনাটি নিয়ে
জাল বুনে আজ পারবে না তো গিয়ে
জ্ঞানের পাখী ধরতে মৃদু টানে।

হে মলয়, বোলো ধীরে তোমার সুন্দরে,
জাগায়েছে সে যে ঘরে ঘরে—
মরু-পর্বতের তৃষ্ণা, চিত্তভরা লোভ,
আমাদের নাহি তাহে ক্ষোভ।
মধুওয়ালী সুখে থাক্, হোক্ সে দীর্ঘায়ু ;
কিন্তু, এই দুঃখ শুধু, শোনো বলি বায়ু—
মধুপায়ী এই চন্দনার
ভালো মন্দ খবরের সে কেন ধারে না কোনও ধার !

ঋজু দেহ, বর তনু, যৌবন-ফুল-ধনু,
কালো দুটি চোখে পাতা ফাঁদ,
মেঘ সম কেশরাশি ওঠে পিঠে উল্লাসি'
মুখে যেন মৃদু হাসে চাঁদ।
তবু কেন মনে হয় রূপসীরা এক নয়,
মেলে না কোথায় যেন ছাঁদ !

নাই বটে কোনো দোষ, তবু এই আফসোস্
সুন্দরী খ্যাতি যারা চায়,
তারা যদি পড়ে প্রেমে, দেখি ক্রমে যায় নেমে,
নিষ্ঠা কেন না কেউ পায় ?

সুহৃদ সমাজে লভিয়া সঙ্গ
বন্ধুজনের অন্তরঙ্গ
হও যদি তুমি হেথায় কভু,
মরুচারী যারা সঙ্গীবিহীন
চির যাযাবর সংসারে দীন
স্মরণে তাদের রেখো হে তবু।
হাফিজের সুরে যদি গান গায়,
জহরা এখানে মুশাকে নাচায়,
কি হবে উপায় বলো না প্রভু ?



মুগ্ধ এই হৃদয়ে সতত, অপূর্ণ বাসনা ছিল কত!
ধূমায়িত দার্ঘশ্বাসে মোর নিঃশেষে হয়েছে সবই হত।

ক্ষুব্ধ এই অন্তরে বিরাজে যে-কথা গোপনে সদা ভাই,
ধনী দীন ছোট বড় মাঝে কবো যারে, কোথা তারে পাই?



আটাশ

অন্তবিহীন কালের যখন
আদি নেই, নেই সীমাও পরে,
নিতে পারি তবে আশ্রয় মোরা,
অগ্নিপূজারী কারুর ঘরে।

তাঁর কেশপাশে জড়িত এ প্রাণে
কী পুলক যদি জ্ঞানীরা শোনে,
অলক বাঁধনে বাঁধা পড়িবারে
আকুল হইয়া উঠিবে মনে।

চিত্ত-বিহগ শান্তির ফাঁদে,
পড়িয়াছে যেন শিকার সম!
তব কুন্তলগুচ্ছ-গহনে
ব্যর্থ হবে কি মৃগয়া মম।

তোমার মুখের অনিন্দ্য শোভা
কোরাণের বাণী এনেছে বয়ে,
তব লাবণ্য জগতে ধন্য—
এই কথা শুধু যেতেছে ক'য়ে।

তব সহবাসে হয়তো রূপসী
একটি রজনী যাপিয়া পাবো,
চির জীবনের বিরহ যাতনা!
নিশি নিশি তারই বেদনা গা'বো।

তব কেশদামে উদ্দাম বায়ু,
হেরি ঈর্ষায় কাতর প্রাণ;
তোমার অলকে হেন অনুরাগ—
এ যে আমাদের আত্মদান!

দীর্ণ বুকের দীর্ঘশ্বাসের
তীক্ষ্ণ শায়ক বিঁধলে ধরা,
হাফিজ তোমার আত্মরক্ষা
নির্বিচারে উচিত করা।

পানশালার এই দ্বারের পাশেই
চায় গো হাফিজ করতে বাস,
ধর্মবন্ধু পীর এসেছেন;
কাবার যাত্রী সুরার দাস!



উনতিরিশ

যখন তুমি ফুটিয়ে তোলো
তোমার মুখে করুণ ভাতি,
জয় ক'রে নাও সবার হৃদয়!
তুমিই তাদের কাম্য সাথী।

এর বেশি আর কী চাও তুমি?
প্রত্যাশা কি তোমার, শুনি?
একটু তোমার হয় না দয়া?
আমরা কি কেউ নইক' গুণী?

ওগো প্রিয়তম, প্রেমিকের বুকে
যে প্রবল ঝড় বহাও তুমি,
সভয়ে রই!
কোথায় সুঠাম আকৃতি তোমার,
দেবদারু সম দীর্ঘ তনু
কই গো কই?
চাঁদের মতোই সুন্দর মুখ,
দেখেছি তোমার মদির আঁখি
অন্ধ নই!





সারা নিশি আমি জেগে ব'সে আছি,
এই আশা মোর ভরেছে চিত,
প্রভাত সমীর প্রিয়ার বারতা
প্রিয়তমে দিয়ে করিবে প্রীত।

তোমার কাজল কালো দু'টি আঁখি
খুন ক'রে গেছে আমার প্রাণ,
হে প্রিয়, সে-খুনে রঞ্জিত হৃদি,
নিও সে আমার চরম দান।

দিওয়ান-ই-হাফিজ



তোমার নয়ন কুহকী আমারে
জাদু-বেড়ি যেন পরায় প্রিয,
বিক্ষত বুকে ঝরায় শোণিত,
তবু মোব প্রেম অনমনীয় ।

ওগো মুর্শীদ, হতেছে উদয়
নূতন প্রভাত প্রিয়ার দেশে,
দোহাই তোমার, একটি চুমুক
দিয়ে যাও সুবা হৃদয়ে এসে ।



বিদ্ধ হৃদয, আহত হাফিজ,
বলো না, কি তব পবান চায ?
সাধ কি উষাব বন্দনা গানে
বাহু বন্ধনে পিতমে পায ?

হের' হাফিজের অন্তর কাঁদে,
বিবহ জ্বলিছে চিত্তপটে,
বলো না কি হবে, প্রিয়তম সনে
যদি না তাহার মিলন ঘটে ?



আমি আসিযাছি পুজিতে তোমারে,
তুমিও বাড়ায়ে দিবে না কি তাবে
অভয় দু'বাহু তব ?
হোক সঞ্জাত অন্তব মাঝে
প্রেমেব নিষ্ঠা বচনে ও কাজে,
বেদনায় নব নব।

প্রার্থনা কবি ঈশ্ববে ডেকে,
দিন মোবে তিনি সুবলোক থেকে
অসীম ধৈর্য গুণ,
মাথার দিব্য দিতেছি তোমাব,
সহিব সকল পীডন, প্রহার,
ক্ষমিব, করিলে খুন।

তিরিশ

কী যে হয়ে গেছি— তুমি তো তা' জানো,
জানো আমাদেব বেদনা জডানো
কত যে কাতব প্রাণ।
পেযে হাবাযেছি, ধবা দিযে শেষে—
কোথা গেল, কোন্ অজ্ঞাত দেশে।
একি তাব অভিমান ?

ওগো তব প্রেম-ঈক্ষণ পাতে
সোনা হ'যে যাবো ক্ষণ সাক্ষাতে,
তব হেম তনু সম।
তোমাব বচিত ল'য়ে লিপিখানি
যে দূত আসিবে, সেই জেনো রানী
আমাদের প্রিয়তম !



দিওয়ান-ই-হাফিজ

ওদের পীড়ন, ওদের আঘাত—
আমারে ভুলাতে পারে কি গো নাথ,
তোমার প্রেমের স্মৃতি ?
তোমার চিন্তা, ভাবনা তোমার,
তব রূপ ধ্যান এ জীবনে সার—
ওতেই আমার প্রীতি।



হৃদয় হ'তে সে হবে না ত' দূর,
জানো তো আমায় দুঃখ-অসুর
দিয়েছে নিঠুর তাড়া,
তবু তোমারেই অন্তর চায় !
আমার মনের গোপন গুহায়,
কেহ নাই তুমি ছাড়া !

তোমার আমার মিলনের সুখ
ম্লান ক'রে দেছে অসংখ্য মুখ,
ঈর্ষা-কাতর কত না মন !
দুনিয়ার লোক আমার উপর
যত খুশী রেগে হোক্ বর্বর,
করুক নিঠুর নির্যাতন !



আমি জানি সেই অত্যাচারের
শাস্তি না হ'লে মিটিবে না জের,
জাগ্রত সদা মেহেরবান।
তিনি দয়াময়, তিনি সুকঠোর ;
বাঁধা সে চরণে এ জীবন মোর
আমরা যে তাঁর স্নেহের দান !

তোমার রূপের জয়ন্তী গীতি
যেদিন আমরা রচিনু প্রিয়,
গোলাপের চোখে সলজ্জ ভীতি
শুনিয়া সে গীতি অতুলনীয় !

যদি বলে কেউ হাফিজ কখনো
ঘোরেনি কোথাও অধিক দূর,
বোলো তাকে ডেকে হাফিজ রয়েছে
ঘোরার নেশায় এখনো চুর !



একত্রিশ

হারিয়ে গেছে হৃদয় আমার কোথায় আজ ;
পড়ছে খ'সে প্রবঞ্চকের ছদ্ম সাজ !
কোথায় ওগো পুণ্যবানের দল ?
বিধির দোহাই ছাড়ো এবার ছল !
লুকিয়েছো যে রহস্য তা' জানতে চাই,
মনের ব্যথা ঘুচবে কিসে, শোনাও তাই।

আমরা যে গো নৌকাডুবির যাত্রী সমতুল !
কই গো বাতাস বও না এবার, হও না অনুকূল।
হয়তো এমন হ'তেও পারে
দেখতে পাবো হঠাৎ তারে
প্রিয়ার মুখের ঈষৎ আভাস চিনতে না হয় ভুল।



অল্প ক'দিন মাত্র মেয়াদ, ঠিক থাকে না মনের তাল,
কালের প্রভাব ভোজ-বাজী সব, ভেলকি তোমার ইন্দ্রজাল !
বন্ধুজনের দয়ার কণা
ভিক্ষা করা কাঙালপনা !
দোষ নেই ভাই ক'রতে চুরি তোমার যে-সব লুটের মাল !

দিওয়ান-ই-হাফিজ



ওই যে যাঁরা অগ্নিপূজার তরুণ পূজারী,
আর আমাদের বন্ধু যেসব সুরার ব্যাপারী ;
ওঁরাই আমার মনের ঘরে
তাঁর মাধুরী প্রকাশ করে ;
সাধ জাগে এই পানশালে মোর তাই তো বারংবার,
আপন আঁখির পল্লবে দিই মুছিয়ে এদের দ্বার।

হাফিজের আত্মা তার ওষ্ঠাধরে এসে
যাচে প্রিয় বারে বারে তব দরশন,
বিঘোরে কি যাবে মারা শুধু ভালোবেসে ?
ওগো তব কী আদেশ শোনাও এখন !

দয়াল ! শোনো, জানাই তোমায় দীনের নিবেদন,
দিব্যি আছো অন্তরালে কঠিন ক'রে মন।
কৃতজ্ঞতা নেই কি তোমার কিছু ?
সবার মাথাই করলে পায়ে নিচু।
খবর তবু নাও না ভুলে এদিক পানে আসি,
কেমন আছে দরবেশেরা দুঃখী-উপবাসী ?





স্মরণে কি আছে সখী সেদিনের কথা:
বাঁকা চোখে চেয়েছিলে মোর মুখ পানে ।



বত্রিশ

কোথা সেই উন্মাদনা অন্তরে তোমার,
ওগো প্রিয়তম !
প্রেমিকের বক্ষে যার লীলা উতরোল
নিতি নিরুপম ?

জানি সুগঠিত তনু, চিত্তহারী তুমি,
দীর্ঘ দেওদার !
তোমার মুখের দ্যুতি— চন্দ্রে যেন ঝরে
বন্যা জ্যোছনার !

তুমি যে চাঁদের মুখে দাও টেনে গুণ্ঠন
তোমার চিকন কালো কেশে !
মনপাখী উড়ে যায়, তোমার সে রূপে হায়
উন্মাদ করিবে কি শেষে ?



তোমার রূপের ওই আবেদন,
প্রণয়-পাগল করবে গো মন,
ঘটিয়ে দেবে হয়তো হঠাৎ—মিলন মধুময় !

হায় গো ! আমার আত্মা কাঁদে,
তিলের জালে, চুলের ফাঁদে—
পড়লে ধরা পায় বা আঘাত ; তাই তো মনে ভয়।

দিওয়ান-ই-হাফিজ



তোমার বিরহে আমার হৃদয় প্রিয়ে,
কী যে নিদারুণ তীব্র বেদনা নিয়ে
স্তব্ধ নিথর হয়েছে জানো কি রানি ?
প্রেমে যে হয়েছে প্রকৃতই উন্মাদ,
সেই জন ছাড়া এ-অনুভূতির স্বাদ
অনুভব করা সম্ভব নয় মানি !

হায় অভাগ্য, ক্ষত হৃদি মোর !
দুরন্ত এ প্রেমে যদি কভু তোর
আসে দেহে মনে মত্ততা ঘোর
অন্তরে তোর জোর বিকার—
লজ্জা কি যদি মানিস হার ?
অথবা করিস ভ্রষ্টাচার ?
বৃথা সংযম, ধর্মনিষ্ঠা,
বৃথা এ খ্যাতির সুপ্রতিষ্ঠা ;
নব জীবনের নূতন পৃষ্ঠা—
কোথা আনন্দ তুল্য ওর ?

ওগো মুর্শিদ ! মিনতি শোনো,
প্রভাতে ওঠেন প্রেমিক যদি,
বিধির দোহাই, দিও তারে দিও
সুরা-সর্বৎ অমৃতোদধি !
বোলো তারে বোলো, ঊষার নমাজে
যায়নি হাফিজ অদ্যাবধি।



ক্লান্ত আমি ভণ্ডামির ছদ্মবেশে ঢাকি কায় ;
রাখি এ কোথায় ?
সুরা সুনির্মল নীর অগ্নিপূজারীর হায়
মিলিবে কোথায় ?

জানিনা সে কোথা গেছে ! স্মৃতি সনে প্রীতি যায়,
জানিনা কোথায় ?
কোথা তার তিরস্কার ? সে চাহনি নীলিমায়
হারালো কোথায় ?

তেত্রিশ

কর্মের সমাপ্তি কোথা ? জানো কি যা ধ্বংস পায়
মিলায় কোথায় ?
পথের হিসাব জানো ? কোথা গিয়ে থামা যায়,
চলেছি কোথায় ?

পাপ পুণ্যে কি প্রভেদ ? ধর্ম আর শুচিতায়
সম্বন্ধ কোথায় ?
কেবা শোনে স্তুতি গান ? সুরে যাহা প্রাণ পায়
সে-সুর কোথায় ?

দিওয়ান-ই-হাফিজ



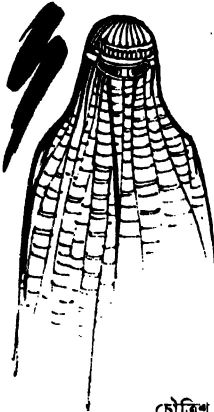
তোমার চিবুকে টোল গভীর গুহার প্রায় !
পালাবো কোথায় ?
পাগল কি হ'ল প্রাণ ? কোন্ অভিযানে ধায় ?
ছুটেছে কোথায় ?

হে বন্ধু খুঁজো না বৃথা দুঃখভরা মৃত্তিকায়
আরাম কোথায় ?
হাফিজের চিত্তমরু কোথা বলো শান্তি পায়
ঘুমাবে কোথায় ?

সুহৃদের দেখে মুখ শত্রু সেও সুখ পায়
শুনেছো কোথায় ?
মৃত কভু হাসে কি গো ? সূর্য উঠে ডুবে যায়
জানে কি কোথায় ?

তোমার পথের ধূলি কল্পনার রথে যায়
বলো তো কোথায় ?
ব'লে দাও, কোথা যাবো ? কোথা আমি পাবো তার
খুঁজিব কোথায় !





অনুরাগে তাঁরে মেনে নিলে
মিতা বলি' ডেকে কোল দিলে
প্রেম তবে হয়।
ধূলিকণা 'নোয়ার' তরীতে
ছিল কিছু তাই চারিভিতে
হ'লেও প্রলয়
ওরা সেই প্রবল প্লাবনে
ভাসিয়া গেলেও তবু মনে
পেয়েছে অভয়।

হে মলয় যাও যদি তুমি কোনো কাজে
প্রিয়ার গোলাপ বাগে, প্রেমকুঞ্জ মাঝে;
ভুলো না সংবাদ নিতে তার;
আমাদেরও দিও সমাচার!

জিজ্ঞাসিও তারে তুমি, বলো কারে চাও?
হাফিজের স্মৃতিটুকু কেন মুছে দাও?
যদিও আমরা অতি দীন,
আমাদের স্মৃতি নহে হীন!

চৌত্রিশ

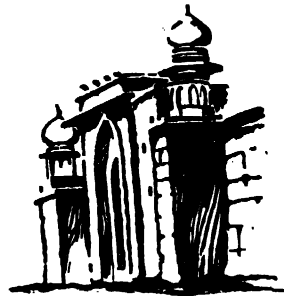
সেই তো তুমি? তোমায় জানি
নীল গগনের ঘোম্‌টা টানি'
চাঁদকে রাখো ঢেকে।
রাখবে কি গো একটি কথা?
ঘুচাও তোমার নীরবতা
বেরোও আড়াল থেকে।

সুরামত্তে—হেরি শ্লথ বেশে,
নির্বোধ জনতা ওঠে হেসে;
দেখে মানি ভয়!
হয়তো করিবে ওরা নাশ,
ধর্মে আছে যেটুকু বিশ্বাস;
—এ তো ভালো নয়!

আমাদের যিনি প্রিয় প্রকৃতি তাঁহার মনোহর,
নয়নের মাদকতা চিরদিন অতি প্রীতিকর!

তাই কি মাতালে তিনি বসালেন বিচার-আসনে,
আমাদের ন্যায় নীতি চলে সে তো সুরার শাসনে!





পঁয়ত্রিশ

স্বর্গ মর্ত্য চাই না কিছুই, দুটোই জানি তাঁর !
আমার মাথা নুইয়ে আছে প্রেমের ভারে তাঁর ।
তোমার, আমার, প্রিয়ার, বঁধুর, সবার সবই তাঁর,
তাঁর দয়াতেই ভাবনা মধুর, দুর্ভাবনাও তাঁর !

আমার এটা তীর্থ-নিবাস, বাতাস বহে তাঁর !
এই প্রবাসীর মান বাঁচানো দায়িত্ব যে তাঁর !
মলিন বেশে থাকলে আমি কিসের ক্ষতি তাঁর ।
বিশ্ব জুড়ে দেখছি যখন নির্মলতা তাঁর !

মজনু গেছে— যৌবনেতেই, নিষ্ঠুরতা তাঁর ;
অল্প দু'দিন বাঁচার মেয়াদ বিধান এ তো তাঁর !
প্রেমিক খুঁজে পায় না প্রিয়ায়, এমনি দয়া তাঁর !
আনন্দ ও সুখের জীবন কৃপায় সে তো তাঁর !



হারায় যদি আমার হৃদয় সে-দায় জেনো তাঁর ।
কঠিন ব'লেই নিরাপত্তা ভারটা সবই তাঁর ।
হাফিজ-চিত্ত নিত্য হেথা প্রেমের নিলয় তাঁর,
ভাসছে সদা হৃদ্-মুকুরে প্রেমের মূর্তি তাঁর !



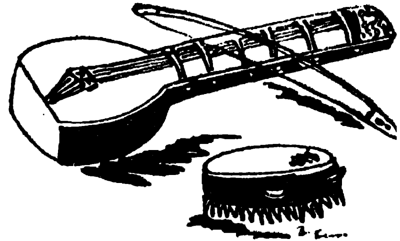
কেহ তো বলে না মোরে, আমারে সে বেসেছিল ভালো,
তিমিরে হেনেছে তীর—কালো চোখে জ্বেলে প্রেম-আলো।
প্রেম হেথা দৈব অবদান,
রাখো, রাখো প্রেমিকের মান,
প্রেমের সুগন্ধ রসে আনন্দ-প্রদীপ প্রাণে জ্বালো।

ছত্রিশ

আজিও মেলেনি খুঁজি প্রেমের প্রকৃত পরিচয়,
কৃত্রিমতা ভরা ধরা, অকপট প্রেম কারো নয় ;
মিথ্যা হেথা প্রেমিকের মেলা,
বন্ধ করো প্রাণ নিয়ে খেলা,
প্রকৃত প্রেমিক কই ? কোথা পাবো তাহার সন্ধান ?
হেন বন্ধু কোথা মেলে প্রীতি যার ভ'রে তোলে প্রাণ ?

দ্বিধাগ্রস্ত খিজীরের যেন আর চলে না চরণ,
জীবন-সরসী তার পঙ্কিলতা করেছে বরণ ;
গোলাপের ম্লান মুখ-ছবি,
আতঙ্কে বিবর্ণ যেন রবি,
বসন্ত বাতাস কোথা ? কে তাহারে করিল হরণ ?

গোলাপ উঠেছে ফুটে, কিন্তু কোথা বুলবুলের গান ?
ওঠেনা তো কেঁপে কই কারো কণ্ঠে প্রেমস্নিগ্ধ তান !
স্তব্ধ কেন দিলরুবার সুর ?
সাকীর সুকণ্ঠ সুমধুর
থেমে কি গিয়েছে স্বর্গে সংগীতের তরঙ্গ প্রধান ?



দিওয়ান-ই-হাফিজ



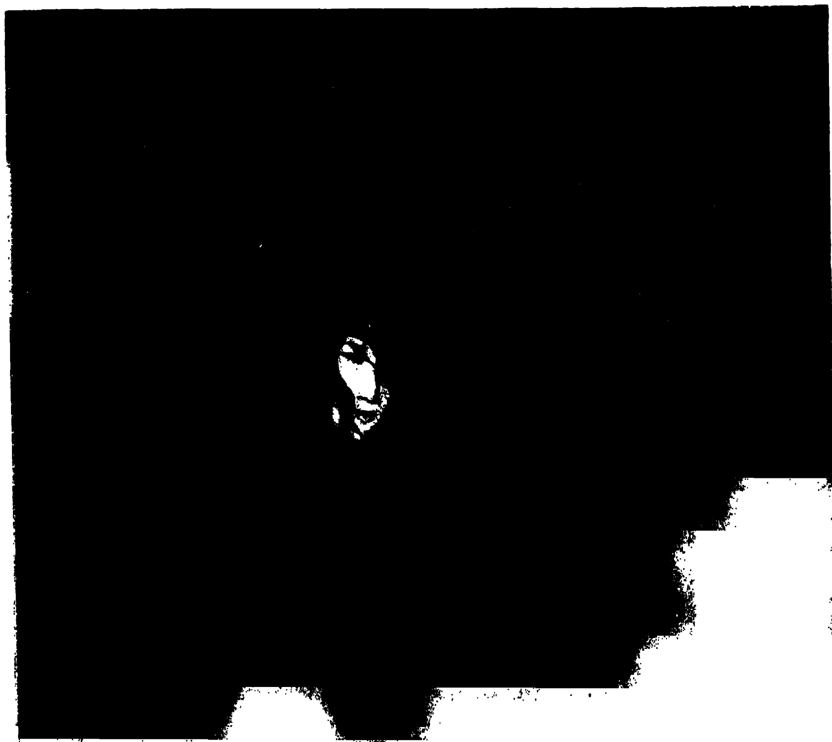
কত বর্ষ গত হ'ল, যত শ্রম পণ্ড ব'লে গণি ;
মিলিল না মানবের খনি হ'তে মনুষ্যত্ব মণি !
কাঁদে বায়ু হাহা রবে ঘুরে,
প্রলয়ের অন্ধকার ঝুরে,
কোথায় লুকালো বলো দিবাকর জ্যোতির্ময় ধনী ?

হাফিজ ! বিধির বিধি । কেবা বোঝে রহস্য তাহার ?
মানুষের সাধ্য কোথা সে বিধি করিতে অস্বীকার ?
প্রৌঢ়, যুবা, সমান অজ্ঞান,
বয়োবৃদ্ধ, সেও হতমান !
অনন্ত জিজ্ঞাসা ওঠে ; কালচক্র— সেও নির্বিকার ?

ঘোরে যেন গ্রহতারা ব্যোমপথে নিঃশব্দ সঞ্চারে !
জহরার সুরবাহার ভেঙে কি গিয়েছে একেবারে ?
দ্রাক্ষা যে উঠেছে রসে ভ'রে !
কে তাদের নিষ্পেষণ করে ?
শূন্য সুরাপাত্র যত অনাদৃত পড়ে একধারে !

যে রাজ্যে নৃপতি শুধু পরাইত মুকুট প্রেমিকে,
যে ভূমির ধূলিকণা প্রীতি শুধু বিলাতো চৌদিকে
কোথা তার আজি সন্নিবেশ ?
ধ্বংস কে করিল হেন দেশ ?
এ হেন সুন্দর রাজ্য প্রেমিক কি হারালো নিমিখে ?





প্রকৃতির যারা পাষাণ প্রহরী
এড়িয়ে তাদের নিদয় হাত,
আশ্রয় যদি নিতে পারি গিয়ে
দীন দয়াময় প্রভুর সাথ !

হয়তো দেখে সে উজ্জ্বল জ্যোতি,
পেয়ে সে মুখের স্নিগ্ধ আলো,
নাথের কৃপায় হাফিজের কিছু
হ'তেও পারে গো জীবনে ভালো !



সাঁইত্রিশ

ওগো ও গোলাপবালা,
রূপের কি এত জ্বালা ?
গরবিনী ধরায় অতুল !
চলে নিতি খুশ্‌রোজ
ভুলেও নাও না খোঁজ
পাগল যে হ'ল বুল্‌বুল্‌ !

সুগঠিত দীর্ঘ তনু, আঁখি-তারা কালো,
চাঁদের মতন মুখ হৃদয় জুড়ালো !
জানি না কেন যে তবু করে ওরা ছল ;
কেন বলো ভালোবাসে শুধু আঁখিজল ?

তোমার রূপের খুঁৎ বা ত্রুটি
আর তো কিছুই নাই গো জানা,
প্রেমের রীতি— নিষ্ঠা— প্রীতি—
মানতে কেবল দেখছি মানা !

তোমার অলকে রেখেছো দুলায়ে
কী বাসনা রাঙা কিছু না জানি ;
রেশমী-কোমল কুন্তল তব
জগতেরে জাদু করেছে রানী !



রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ



আটত্রিশ

শ্যাম স্নিগ্ধ তৃণভূমি হ'তে, মরুতপ্ত পথে
ভেসে আসে স্বর্গীয় সমীর,
মনপ্রাণ হ'ল যে অধীর !
এস এস পান করো আনন্দের অবিমিশ্র সুরা,
চেয়ে দেখ, দূর হ'তে হাসে ওই দিগন্ত-বধূরা !

পরীর মতো সুঠাম গঠন, রূপের মশাল কে ওই জ্বালে ?
কাজ কি খুঁজে ? আমার সাকীর তুলতুলে এই নরম গালে
গালটি রেখে পান ক'রে যাও, ঝাঁপ দিয়ো না মোহের জালে।
এমন নূতন বসন্তে আজ গোলাপ ফোটার মধুর কালে
পান ক'রে যাও রঙিন সুরা সাকীর চুনির পাত্র ভরা।
একেই বলে সুখের জীবন আনন্দে ভোগ-দখল করা।

প্রভাতী গগনে আজ আমার সৌভাগ্য-উষা হাসে,
অরুণ বরণ রাঙা মোর প্রিয় পানপাত্র কই ?
এর চেয়ে সুসময় বলো সই কবে আর আসে ?
দাও সুরা ঢেলে দাও নিঃশেষে তা পান ক'রে লই।

আসবে যেদিন হৃদয়-দ্বারে আমার প্রিয়তম,
সেদিন প্রেমের সার্থকতায় সুদিন জেনো মম।
মধুর মিলন বেশটি প'রে আসবে প্রিয়তম,
বিছিয়ে দেবো হৃদয়-আসন কুটির দ্বারে মম।

মেজাজ তোমার শরিফ্ রাখা চাই,
কাম্য যদি আনন্দেরই স্বচ্ছ রূপমণি !
বরাত তোমার নয় কি ভালো ভাই ?
চুনির তুল্য রঙিন সুরার তরল লাবণি
উথ্‌লে ওঠে সোনার পাত্রে, তাই—
হাফিজ বলো কার কৃপাতে হঠাৎ হ'ল ধনী ?







কে দেবে গো পৌঁছে আজি দীনের নিবেদন,
শাহানশাহী ভৃত্যগণের পাশে,
তাড়িয়ে যেন ভিখারীকে দেয় না অকারণ
ওমরাহদেব ধন্যবাদেব আশে।

সংসার খেলাব মাঠে খেলুড়েব চরণের তলে,
বিধাতা দিয়েছে এনে ক্রীড়নক কৌতুকের ছলে!
কিন্তু কোথা সে ক্রীড়া স্নকৌশলী,
খেলা যে জিনিবে কোথা সেই বলী?
মিছে শুধু উত্তেজনা অশ্বারোহী খেলুড়েব দলে!

কল্পনা কুশল জনে
স্নচারু নৈপুণ্য সনে
পাবে জানি করিতে

পেতে ফাঁদ, ফেলে জাল,
ধবেন যা মহাকাল
সে শুধু বিমূঢ় পাখী।

উনচল্লিশ

ধ্যানের নির্জন গুহা, অথবা তোমাব,—
রক্ষী স্নবক্ষিত কোনো দুর্গের প্রাকার,

অথবা মিলনযোগ্য স্নখকব ঠাঁই,
যদি বন্ধু এ জীবনে কোনোদিন পাই।

সর্ব দুঃখ জানি যাবে অনায়াসে ভোলা
আনন্দেব রুদ্ধ দ্বার পাবো আমি খোলা!

দগ্ধ হৃদয়েব যত
রক্তাক্ত গভীর ক্ষত
লবণাক্ত ক'রে দেয় জানি
তোমার চুনির ওষ্ঠ রানী!



দিওয়ান-ই-হাফিজ



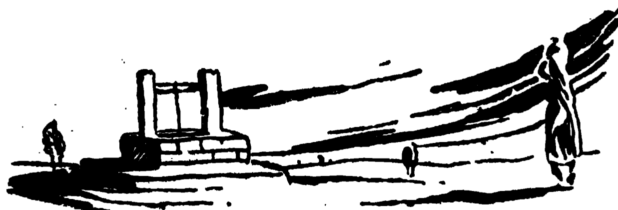
অগ্নি-উপাসকের গড়া পান্থশালার দোরে,
হয়তো সখী করতে হবে তোমায় আমায় বাস!
কোন্ অনাদি কালের বিধান অনন্ত কাল ধ'রে
আস্‌ছি মেনে জগৎ জুড়ে আমরা বারো মাস।

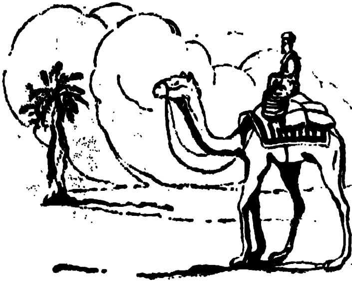
প্রবৃত্তি-দস্যুর দৃষ্টি এড়াইতে লই
ইষ্ট দেবতার পায়ে বিনীত শরণ।
দিতে পারে জানি ক্ষুদ্র দীপশিখা ওই
ছিন্ন করি আঁধারের কালো আবরণ!

তোমার দ্বারের ধূলিকণা নাথ
কল্পনা লোকে ধরি মোর হাত
স্বপনে কোথায় নিয়ে যায়?
ব'লে দাও মোরে, কোথা যাবো কাল,
তোমার ধরণী বিপুল বিশাল
কোন্ পথে— চলিব কোথায়?

মুক্তির স্বর্গের শান্তিই সম্পদ
দৌলত সেরা পৃথিবীতে,
কোন্ বীর সুল্‌তান তল্‌ওয়ার ল'য়ে তার
রত্ন সে পারেন লভিতে?

হাফিজ যখন তোমার খোঁজে ঊর্ধ্বমুখে শূন্য পানে
আপন মনে তাকিয়ে থাকে,
নিঠুর আকাশ তোমায় ঢেকে আঁধার মেঘের পর্দা টানে,
দেখতে কিছু দেয় না তাকে।





মৃগমদ সুরভিত উষার নিশ্বাস,
বহিয়া আনিবে প্রিয় প্রভাতী বাতাস ;
জরাজীর্ণ এ প্রাচীন পৃথিবী আবার
নবীন যৌবন কান্তি করিবে প্রকাশ !

বসন্তের উৎস হ'তে কত না নূতন
সুরার নির্ঝর ধারা হবে উৎসারিত,
আরক্ত বাসনা পূর্ণ পানপাত্র হবে
নবস্ফুট চামেলির করে প্রসারিত।

চল্লিশ

তোমার রক্তাভ গণ্ডে উচ্ছ্বসি উঠুক
গোলাপগুচ্ছের স্মৃতি দখিনা বাতাসে,
তব ফুল-বন-রেণু এনে দিক প্রিয়
সুতনু-সুবাস-কান্তি আমার আকাশে !

শূন্য যদি হ'য়ে থাকে পানপাত্রখানি,
হাসিমুখে এসো সাকী, হোয়ো না অধীরা,
হবেই অক্ষয় আয়ু তবু তব প্রিয়ে,
তুমি যে বিলাও তাঁরই প্রেমের মদিরা !



দিওয়ান-ই-হাফিজ



জুদার কানন তলে পুষ্পবাটিকায়
মানিনী মলিন-মুখী নার্গিসে তুষিতে
রক্তরাঙা আবরণ ফুলের মুখের
খুলে দেবে সমীরণ মনের খুশীতে।

দীর্ঘ বিরহের ব্যথা, নিঠুর পীড়ন,
অসহ হৃদয় জ্বালা—হবে অবসান,
মিলনে নিঃশেষ হবে বিচ্ছেদ দহন
গাবে না সন্তপ্ত পাখী বেদনার গান।

গোপনে পশিও গিয়া সুপ্ত গোলাপের
রাঙা যবনিকা ঢাকা আনন্দ শিবিরে,
চ'লে এস ছেড়ে ত্বরা মশ্‌জেদের দ্বার
পানশালা ডাকে শোনো বারে বারে ফিরে।

নিরানন্দ পরিবেশে দীর্ঘ উপদেশ
শেষ হ'তে আছে জেনো বিলম্ব অনেক ;
স্বল্পায়ু মোদের অত' সময় কোথায় ?
নিভে আসে প্রাণ-দীপ—জীবন ক্ষণেক !



দিওয়ান-ই-হাফিজ



যতটুকু রবে তারা কান পেতে কবি,
ধরো তান, করো গান তোমার সিতারে!
তুমিই করেছো হেথা ক্ষণস্থায়ী সবই
লুপ্ত হয় বর্তমান ভবিষ্যের পারে।

তোমার সংগীত সুরে, আহ্বানে তোমার—
হাফিজ উঠেছে জেগে রসাতল ভেদি'
তোমার অধরে তার বসতির সাধ,
জানে সে আঁধারে হবে রচা শেষ-বেদি।

সময় ফুরায়ে আসে দ্রুত প্রতিদিন,
যাহা যায় ফেরে না যে, এ-কথা সে জানে,
গাও কবি, গান গাও, গাও প্রাণ খুলে,
হাফিজে বিদায় দাও মিলনের গানে!

নির্বোধ হৃদয় মোর, ওরে মূঢ়মতি
যে আনন্দ হ'তে আজ আছো তুমি দূরে,
হাতে পেয়ে যে মানিক ঠেলিছ হেলায়
সে আর জীবনে তব আসিবে না ঘুরে!

শাবানে সকল দুঃখ দাও দূর ক'রে,
সুরার মুকুটে করো প্রাণ অভিষেক;
আনন্দ তপন চলে অস্তাচলে ত্বরা,
এলো ব'লে রমজান দলিতে বিবেক!

সুন্দরী গোলাপ যার মাধুর্য জগতে
আজিও অতুল হেরি রক্তিম পল্লবে
এসেছে সে বসন্তের পুষ্পাকীর্ণ পথে
ঝ'রে যাবে শরতের প্রথম উৎসবে।



কুঞ্চিকা

জাহিদ— সুফী প্রধান, বা সুফী সম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয়।

সাকী— সুরা পরিবেশনকারী নারী বা বালক।

আয়েজ— আরাম।

জামশেদ— পারস্যের অতীত যুগের পুরাণ-প্রসিদ্ধ বাদশাহ্।

ইরাণের— পারস্যের।

গজল— বিশেষ ছন্দে ও সুরে রচিত প্রেমের গীতি-কবিতা।

শিরাজ— পারস্যের এই শহরে হাফিজ জন্মগ্রহণ করেন।

বুখারা— পারস্যের আর একটি শহর।

সামারখান্দ— পারস্যের আর একটি শহর।

রুকনাবাদ— ইরাণের প্রসিদ্ধ নদী।

মুশ্‌হাল বা মুশাল্লা — উপাসনার স্থান।

য়ুসুফ্— সৌন্দর্যের জন্য খ্যাত আদমের এক পুত্র।

জুলেখা— পতিফারের সুন্দরী পত্নী ও য়ুসুফের প্রণয়িনী।

জোহ্‌রা— স্বর্গের অপ্সরী (রতি দেবী)।

মুশা— মোজেস, ঈশ্বর জানিত সাধু, ইস্রায়েলদের ধর্মনায়ক।

কাবা— আরবের শ্রেষ্ঠ ইসলাম তীর্থ।

শাবানে— পারস্যের পঞ্জিকার অষ্টম মাস।

রমজান— ঐ নবম মাস। রোজা পালনের পবিত্র মাস। এই মাসে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পান, ভোজন ও স্ত্রীসম্ভোগ নিষেধ।

আরিফ্— তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষ।

সুফী— ধর্মের নিগূঢ় রহস্য-জ্ঞাতা মরমী মুসলমান সম্প্রদায়। এঁরা গুহ্য সাধনপন্থী, ভক্ত ও প্রেমিক ভাবযোগী।

আদম— ঈশ্বরের প্রথম সৃষ্ট আদি মানব।

জামশেদী পানপাত্র— বাদশাহ জামশেদের জাদুযুক্ত সুবৃহৎ পানাধার।

কাফন— শবাধার।

মুর্শিদ— সাধু বা সৎলোক।

সেকেন্দ্রা— দিগ্বিজয়ী আলেকজান্দার।

রবাব— বীণা।

নার্গিস্— পারস্যের একটি ফুল।

খিজীর— পর্বত গুহাবাসী ফকির, যিনি যোগ্য অধিকারীকে তার তপস্যার ফল লাভে সাহায্য করেন।

খুশ্‌রোজ— উৎসব দিবস।

কারবালা— আরবের প্রসিদ্ধ যুদ্ধক্ষেত্র।

জুদা— ধনী য়ুহুদী।

